সূচীপত্র

আমানত ও খিয়ানত

আব্দুল হামীদ ফাইযী

শুরুর কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

আমানত বুঝাতে দায়িত্ব, কর্তব্য, যিম্মেদারী, ডিউটি, বিশ্বস্ততা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। শরীয়তের পরিভাষায় 'আমানত' হল তাই, যার সংরক্ষণ জরুরী। চাহে তা চুক্তির ভিত্তিতে হোক অথবা বিনা চুক্তিতে হোক। আবার চুক্তির ভিত্তিতে হলে চাহে তা কেবল হিফাযতের চুক্তি হোক অথবা ভাড়া নেওয়ার চুক্তি হোক।

হিফাযতের চুক্তি অনুসারে আমানত, যেমন, কারো নিকট অর্থ জমা রাখা। ভাড়ার চুক্তি যেমন গাড়ি বা বাড়ি বা জমি ইত্যাদি ভাড়া দেওয়া। আর বিনা চুক্তির আমানত, যেমন, কুড়িয়ে পাওয়া কোন জিনিস। *(মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা ১/৮৮)*

পক্ষান্তরে খিয়ানত এর বিপরীত। তার অর্থ ঃ নষ্ট করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, কর্তব্য পালন না করা, দুর্নীতি করা, তসরুফ করা ইত্যাদি।

অবশ্য প্রচলিত অর্থে 'আমানত ও খিয়ানত' অনেক ব্যাপক। আমি সেই প্রচলিত ব্যাপক অর্থ নিয়েই এই পুস্তিকায় আলোচনা করব -- ইন শাআল্লাহ।

দ্বীন-ধর্ম, বাড়ি-গাড়ি-নারী, সমাজ-সংগঠন-সরকারী প্রতিষ্ঠান, পেশা-ব্যবসা-সংসার অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাই বলুন না কেন, আজ সব কিছুতেই যেন খিয়ানত কাজ করছে। বহু মানুষের মাঝে আমানতদারীর অভাব রয়েছে। আর আমানত গায়েব হওয়ার কারণেই

উপর্যুক্ত কোন কিছুতে সাফল্য নেই, দ্বীনদারীতে স্পৃহা ও আগ্রহ নেই, বাড়িতে বর্কত নেই, গাড়িতে ভরসা নেই, নারীত্বে বিশ্বাস নেই, সমাজে উন্নয়ন নেই, সংগঠনে বারবাড়ন্ত নেই, সরকারী প্রতিষ্ঠানে উন্নতি নেই, পেশায় আয়-বর্কত নেই, ব্যবসায় লাভ নেই, সংসারে সুখ-শান্তি নেই এবং শিক্ষার মানে ঋদ্ধি-বৃদ্ধি নেই।

পূর্ব-বুরাইদার ইসলামিক গাইডেন্স্ সেন্টারের কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাৎসরিক জালসায় এ বিষয়টিকে সমাজ-সংস্কারের একটি আলোচ্য-বিষয় হিসাবে এখতিয়ার করেন। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে বাঙ্গালী প্রবাসীদের ভাইদের সামনে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখি। অতঃপর বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলেই তা বিস্তারিত আকারে আলোচনা করার প্রয়াসে এই পুস্তিকার অবতারণা করি।

বলাই বাহুল্য যে, 'গোড়া থেকে শুরু কর' এবং 'গোড়ার ভিত মজবুত কর' - এই নীতি আমার প্রায় লেখা ও বক্তৃতায়। পরিবার ও সমাজ নিয়ে তার জন্যই আমার এত মাথাব্যথা, এত লেখালেখি।

আল্লাহ যেন আমার সেই প্রয়াসকে কবুল করেন, এই কামনাই করি।

বিনীত

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

৭ মার্চ ২০০৯

'আমানত' রক্ষার গুরুত্ব

আমানত একটি ভারী জিনিস। যা সহজভাবে বহনযোগ্য নয়। যা বহন করতে বাহকের ঘাড় বেঁকে যায়, কোমর টেরা হয়ে যায়, পা পিছলে যায়। আর সে জন্যই যে ব্যক্তি তা সঠিকভাবে বহন করতে সক্ষম হয়, সেই মোক্ষম মর্যাদা লাভ করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (٧٢) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। *(সূরা আহযাব ৭২ আয়াত)*

সেই মানুষ যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ, যে আমানতের খিয়ানত করে। বোঝা বহনের দায়িত্ব নিয়ে তাতে গড়িমসি করে ও ফাঁকি দেয়।

আমানতের বোঝা বড় ভারী। সেই জন্য মহানবী ﷺ আবূ যার্র গিফারী ﵁-কে অসিয়ত ক'রে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর ভয় রাখবে, খারাপ কিছু করলে ভাল কাজ করবে, কারো নিকট হতে অবশ্যই কিছু চাইবে না; এমনকি সওয়ারীর পিঠে বসে থাকা অবস্থায় তোমার হাত হতে চাবুকটি পড়ে গেলেও, তা কাউকে তুলে দিতে বলবে না। আর অবশ্যই কোন আমানত গ্রহণ করবে না!" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ১/১৯৯)*

আমানত আদায়ের গুরুত্ব আরোপ ক'রে মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট ! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

অধিকাংশ মুফাস্সিরগণের নিকট এই আয়াত উসমান বিন ত্বালহা ﵁-এর

ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তিনি বংশগতভাবেই কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক এবং তার চাবি-রক্ষক ছিলেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন রসূল ﷺ কা'বা শরীফে উপস্থিত হয়ে তওয়াফ ইত্যাদি সেরে নিয়ে উসমান বিন ত্বালহা ﷺ-কে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তাঁর হাতে কা'বা শরীফের চাবি হস্তান্তর ক'রে বললেন, "এগুলো তোমার চাবি। আজকের দিন হল, অঙ্গীকার পূরণ ও পুণ্যের দিন।" *(ইবনে কাসীর)*

কোন বিশেষ কারণে আয়াত অবতীর্ণ হলেও তার নির্দেশ ব্যাপক এবং এতে সাধারণ ব্যক্তিবর্গ ও শাসকগোষ্ঠী উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। উভয়কে তাকীদ করা হয়েছে যে, আমানতসমূহ তাদের প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। এতে প্রথমতঃ এমন আমানতও শামিল, যা কারো কাছে হিফাযতের জন্য রাখা হয়। এতে খিয়ানত না ক'রে চাওয়ার সময় হিফাযতের সাথে যেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ পদ ও দায়িত্ব (একটি আমানত। তা) যেন যোগ্য লোকদেরকেই দেওয়া হয়। কেবল রাজনৈতিক ভিত্তিতে অথবা বংশ, দেশ ও জাতিগত ভিত্তিতে কিংবা আত্মীয়তা ও কোটা ভিত্তিক নিয়মে পদ ও দায়িত্ব দেওয়া এই আয়াতের পরিপন্থী। *(তফসীর আহসানুল বায়ান)*

আমানত রক্ষা করায় মহান আল্লাহ সফলকাম মু'মিনদের প্রশংসা ক'রে বলেছেন,

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (٨) سورة المؤمنون، سورة المعارج ٣٢

অর্থাৎ, যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। *(সূরা মু'মিনূন ৮, মাআরিজ ৩২ আয়াত)*

শরীয়তের দৃষ্টিতে সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে ধূলির ধরায় বাস ক'রে নিজ প্রভুকে সন্তুষ্ট ক'রে নেয় এবং তার বিনিময়ে আখেরাতে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার অধিকারী বিবেচিত হয়। আর সেই সাথে যদি পার্থিব সুখ-শান্তি লাভ হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তবে সত্যিকার সফলতা পরকালের সফলতা; যদিও দুনিয়ার মানুষ এর বিপরীত দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্পদকে আসল সফলতা মনে করে। আয়াতে সেই সব মু'মিনদেরকে সফলতার সুসংবাদ শোনানো হয়েছে যাঁদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী বিদ্যমান আছে।

মহান আল্লাহ যেমন আমানত আদায় করতে আদেশ করেছেন, আদায়কারীর প্রশংসা করেছেন, তেমনি তার বিপরীত খিয়ানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا

أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (٢٨) سورة الأنفال

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রব্য) সম্পর্কেও খিয়ানত করো না। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু এবং নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার। *(সূরা আনফাল ২৭-২৮ আয়াত)*

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অধিকারে খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) এই যে, জনসমাজে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা তথা নির্জনে তার বিপরীত পাপে লিপ্ত হওয়া। অনুরূপভাবে এটিও খিয়ানত যে, ফারায়েযের মধ্যে কোন ফরয ছেড়ে দেওয়া ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহের মধ্যে কোন কিছু ক'রে বসা।

পরস্পরের আমানতে খিয়ানত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। আর সাধারণতঃ সন্তান ও সম্পদ মানুষকে খিয়ানত করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হতে বাধ্য করে। সেই জন্য সে দু'টিকে ফিতনা (পরীক্ষা) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা মানুষের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, তাদের ভালবাসায় আমানত ও আনুগত্যের হক পূর্ণরূপে আদায় করে কি না? যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, অন্যথা সে অনুত্তীর্ণ ও অসফল বলে গণ্য হয়। এই অবস্থায় এই সম্পদ ও সন্তান তাঁর জন্য আল্লাহর শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের মহানবী ﷺ আমানত আদায়ের গুরুত্ব আরোপ ক'রে বলেছেন, "যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত তাকে ফেরৎ দাও এবং যে তোমার খিয়ানত করেছে, তুমি তার খিয়ানত করো না।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত ২৯৩৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমার (তিরোধানের) পরে তোমরা অনুচিত প্রাধান্য এবং এমন আরো অনেক কাজ দেখবে, যা তোমাদের নিকট আপত্তিকর।" সাহাবাগণ বললেন, 'তাহলে আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের প্রদেয় হক আদায় ক'রে দেবে এবং তোমাদের প্রাপ্য হক আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "তোমার মধ্যে চারটি জিনিস হলে দুনিয়ার আর কিছু না পেলেও তোমার বয়ে যাবে না; ১। আমানত রক্ষা করা, ২। সত্য কথা বলা, ৩। চরিত্র সুন্দর করা এবং ৪। হালাল খাদ্য খাওয়া।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী)*

তিনি আরো বলেন, "যদি তোমরা পছন্দ কর যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল

আমানতে খিয়ানত করা গুরুতর অপরাধ বলেই কোন বিচারে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না বলে ঘোষণা করেছেন দ্বীনের নবী ﷺ। *(আবূ দাঊদ ৩৬০০নং)*

আমানত এক সময় ব্যাপক হারে নষ্ট করা হবে। কিয়ামত আসার পূর্বে পূর্বে খিয়ানত বেড়ে যাবে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের দ্বীনের মধ্য হতে প্রথম যে জিনিস তোমরা হারাবে, তা হল আমানত এবং সর্বশেষে যা হারাবে, তা হল নামায।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৩৯নং)*

হুযাইফাহ ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের হৃদয়মূলে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে। আবারো তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায় তার মত চিহ্ন থাকবে। তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে তাতে কিছুই থাকবে না।" অতঃপর (উদাহরণ স্বরূপ) তিনি একটি কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন। (তারপর বলতে লাগলেন,) "সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে না।" (হুযাইফা বলেন,) ইতিপূর্বে আমার উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখত। আর খ্রিষ্টান অথবা ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দিত। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া বেচা-কেনা করতে প্রস্তুত নই। *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা নবী ﷺ কিছু লোকের এক মজলিসে হাদীস বয়ান করছিলেন, এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিয়ামত কখন হবে?' আল্লাহর রসূল ﷺ

তোমাদেরকে ভালবাসুন, তাহলে তিনটি গুণের হিফাযত কর; ১। সত্য কথা বলা, ২। আমানত আদায় করা এবং ৩। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৯৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা আমার জন্য ছয়টি জিনিসের যামিন হয়ে যাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য কথা বল, ওয়াদা করলে পূরণ কর, তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, লজ্জাস্থানের হিফাযত কর, চক্ষু অবনত কর এবং হাত সংযত রাখ।" *(আহমাদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৮৯৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "জাহান্নামবাসী পাঁচ ব্যক্তি; (১) সেই দুর্বল শ্রেণীর ব্যক্তি, যার (পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার মত) জ্ঞান নেই। যারা তোমাদের অনুগত, যারা পরিবার চায় না, ধন-সম্পদও চায় না। (২) খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যে তুচ্ছ কোন জিনিসের লোভে পড়লেই তাতে খিয়ানত করে। (৩) এমন ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যায় তোমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে ধোঁকা দেয়। (৪) কৃপণ ব্যক্তি এবং (৫) দুশ্চরিত্র চোয়াড়।" *(মুসলিম ৭৩৮৬নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ؓ বলেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদী মরণ সমস্ত গোনাহকে মোচন ক'রে দেবে। কিন্তু আমানতে খিয়ানতের গোনাহকে মোচন করতে পারবে না। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে মারা গেলেও বান্দাকে কিয়ামতে উপস্থিত ক'রে বলা হবে, 'তোমার আমানত আদায় কর।' সে বলবে, 'তা কিভাবে? হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়া তো ধ্বংস হয়ে গেছে!' তখন ফিরিশ্‌তাগণকে বলা হবে, 'একে হাবিয়া (পাতালের)র দিকে নিয়ে যাও।' সুতরাং তাকে হাবিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তার সেই আমানতকে সেই আকারে দেখানো হবে, যে আকারে তার কাছে রাখা হয়েছিল। সে তা দেখে চিনতে পারবে এবং তা পাওয়ার জন্য তার পিছনে নামতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত সে তা পেয়ে নিজের কাঁধে রেখে বহন করবে। পরিশেষে যখন সে মনে করবে, সে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেল, তখন তা কাঁধ থেকে পিছল কেটে পড়ে যাবে। পুনরায় সে তার পিছনে নামতে থাকবে এবং চিরকাল নামতেই থাকবে।

অতঃপর ইবনে মাসঊদ ؓ বললেন, 'নামায আমানত, ওযূ আমানত, ওজন আমানত, পরিমাপ আমানত' এবং আরো অনেক কিছুকে আমানত বলে উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আর এগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হল গচ্ছিত ধন।' *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২/১৫৭)*

বয়ান করতেই থাকলেন। অতঃপর বয়ান শেষ করে তিনি বললেন, “কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়?” লোকটি বলল, ‘এই যে আমি, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।” লোকটি বলল, ‘আমানত কিভাবে নষ্ট হবে?’ তিনি বললেন, “যখন কোন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।” *(বুখারী)*

মহানবী ﷺ আমানত রক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি তাকীদ করেছেন। হাদীসে এসেছে যে, নবী ﷺ প্রায় খুতবায় এ কথাটি অবশ্যই বলতেন, “যে আমানত রক্ষা করে না, তার ঈমান নেই। যে চুক্তি রক্ষা করে না, তার দ্বীন নেই।” *(আহমাদ)*

যে আমানত রক্ষা করে না, সে মুনাফিক হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি; (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, “যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবু সে মুনাফিক)।”

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, “চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

আমানতদারী এমন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যে, পুল-স্বিরাত্বে পার হওয়ার সময় তাকে পুলের কাছে দাঁড় করানো হবে। যাতে সে আমানতদারের সপক্ষে এবং খিয়ানতকারীর বিপক্ষে সাক্ষী হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “বর্কতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মু’মিনগণ উঠে দাঁড়াবে; পরিশেষে জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। (যার কারণে তাদের জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে)। সুতরাং তারা আদম ﵇-এর নিকট আসবে। অতঃপর বলবে, ‘হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে দেওয়ার আবেদন করুন।’ তিনি বলবেন, ‘(তোমরা কি জান না যে,) একমাত্র তোমাদের

পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে? সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও।’ সুতরাং তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে। ইব্রাহীম বলবেন, ‘আমি এর উপযুক্ত নই। আমি আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। (অতএব) তোমরা মূসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।’ ফলে তারা মূসার নিকট যাবে। কিন্তু তিনি বলবেন, ‘আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট যাও।’ কিন্তু ঈসাও বলবেন, ‘আমি এর উপযুক্ত নই।’ সুতরাং তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট আসবে। সুতরাং তিনি দাঁড়াবেন। অতঃপর তাঁকে (দরজা খোলার) অনুমতি দেওয়া হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সুতরাং উভয়ে পুল-স্বিরাত্বের দু’দিকে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি দ্রুতবেগে) পুল পার হয়ে যাবে।” আমি (আবূ হুরাইরা) বললাম, ‘আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুতের মত গতিতে পার হওয়ার অর্থ কি?’ তিনি বললেন, “তুমি কি দেখনি যে, বিদ্যুত কিভাবে চোখের পলকে যায় ও আসে?” অতঃপর (দ্বিতীয় দল) বাতাসের মত গতিতে (পার হবে)। তারপর (পরবর্তী দল) পাখী উড়ার মত এবং মানুষের দৌড়ের মত গতিতে। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ আমল (স্বিরাত্ব) পার করাবে। আর তোমাদের নবী পুল-স্বিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি বলবেন, ‘হে প্রভু! বাঁচাও, বাঁচাও!’ শেষ পর্যন্ত বান্দাদের আমলসমূহ অক্ষম হয়ে পড়বে। এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে (স্বিরাত্ব) পার হবে। আর স্বিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে থাকবে। যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু লোক) জখম হলেও বেঁচে যাবে। আর কিছু লোককে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের পথ)। *(মুসলিম)*

খিয়ানত এত বড় জঘন্য কাজ যে, তার দরুন মানুষের মূল্য শূন্যে নেমে আসে। হীন চরিত্রের দাগী মানুষকে কে ভালবাসে? মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব; যদি তার চরিত্র যথোচিত উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু তার চরিত্র নিকৃষ্ট জীবের মত হলে তার শান্তিও অনুরূপ নিকৃষ্ট হয়। মানুষ যখন মানুষ খুন করে, তখন মানুষের বিশাল মর্যাদা আছে বলেই তার খুনের বদলা নেওয়া হয়। আর খুন ক’রে মানুষ এত নিকৃষ্ট জীব হয়ে যায় যে, খুনের বিনিময়ে খুনীকে খুন করা হয়।

কেউ যদি অপরের হাত ভেঙ্গে দেয়, তাহলে ইসলামী দণ্ডবিধিতে তার জরিমানা হল ৫০০ দীনার। পক্ষান্তরে যদি কেউ এক চতুর্থাংশ দীনার চুরি করে, তাহলে তার শাস্তিতে তার হাত কেটে নেওয়া হয়।

অনেক কুটিল মানুষের মনে কূটপ্রশ্ন উদয় হতে পারে, কেন এ বৈষম্য?

আবুল আলা মাআরী নামক এক প্রসিদ্ধ লোক বাগদাদে এসে ফুক্বাহাগণের বিরুদ্ধে উক্ত সংশয় প্রচার করতে লাগল। তার উদ্দেশ্য ছিল, যে হাতের মূল্য ৫০০ দীনার স্বর্ণমুদ্রা, সে হাত সিকি দীনারের বিনিময়ে কেটে ফেলা ইনসাফ নয়। মহা হিকমতময় মহান আল্লাহর শরীয়তে সে যেন একটা ত্রুটি পরিলক্ষণ করল! অথবা সে যেন বড় বড় আলেমদের ইল্মে একটা বড় অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করল। সুতরাং উক্ত সংশয়কে কেন্দ্র ক'রে একটি কবিতাও রচনা করল সে,

يَدٌ بخمس مئين عسجد وديَتْ ما بالها قُطعَتْ في رُبْع دينار

تَناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نَعُوذ بمَوْلانا من النارِ

পরিশেষে ফুক্বাহাদের মজলিসে তাকে ডাকা হলে সে পলায়ন করল। পক্ষান্তরে যে বিভ্রান্তি সে মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেছিল, তার জবাবও অনেক উলামাই কবিতার মাধ্যমেই দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কাযী আব্দুল অহ্হাব মালেকী (রঃ) অন্যতম। তিনি বলেছেন,

اليَدُ لَمَّا كَانَت أَمِينَة كَانَت ثَمِينَة، فَلَمَّا خَانَت هَانَت.

অর্থাৎ, হাত যখন আমানতদার থাকে, তখন তা মূল্যবান থাকে। কিন্তু যখন খিয়ানতকারী হয়, তখন মূল্যহীন হয়ে যায়। *(তফসীর ইবনে কাষীর ৩/ ১১০)*

লুক্বমান হাকীম একজন বড় জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর নাম ও চর্চা ছিল খুব বেশী। এমনকি মহান আল্লাহ তাঁর চর্চা কুরআন মাজীদেও করেছেন। সেই হাকীমকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি এ মর্যাদা কিভাবে অর্জন করলেন?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'সত্য কথা বলে, আমানত আদায় ক'রে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন ক'রে।' *(তফসীর ত্বাবারী ২০/ ১৩৩, ইবনে কাসীর প্রমুখ)*

আমানত রক্ষা ক'রে আমাদের মহানবী ﷺ কাফেরদের নিকটেও 'আল-আমীন' (আমানতদার) খেতাব পেয়েছিলেন।

সততা ও আমানতদারী প্রত্যক্ষ ক'রেই ধনবতী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর প্রতি অভিভূতা হয়ে তাঁকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

হিজরতের বিপদ মুহূর্তেও তিনি আলী ﷺ-কে সে আমানত ফেরৎ দেওয়ার

দায়িত্ব দিয়ে মদীনার পথে পাড়ি দিয়েছিলেন।

আসলেই আমানত রক্ষা ক'রে মানুষ বড় হতে পারে। আজও দুনিয়ার বহু মানুষ আমানতদারী রক্ষা ক'রে এক পদ থেকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়। আর খিয়ানত ক'রে ধরা পড়লে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়। ধরা না পড়ে বিরাট কিছু হলেও, ধরা পড়ার দিন তো অবশ্যই বৃহৎ লাঞ্ছনার দিন।

খিয়ানতকারী এক চক্রান্তকারী। আর সে চক্রান্তকে মহান আল্লাহ সফল করেন না।

{وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} (৫২) سورة يوسف

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। *(সূরা ইউসুফ ৫২ আয়াত)*

আল্লাহর হক বিষয়ক আমানত

হক বা কর্তব্য দুই শ্রেণীর হতে পারে। হক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার) ও হক্কুল ইবাদ (মানুষের অধিকার)। সেই হিসাবে উভয় আমানতে খিয়ানত হতে পারে। মহান আল্লাহ মানুষের উপর আমানত অর্পণ করেছেন। মানুষ তা নিজ মাথায় বহন করেছে এবং রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তিনি বলেছেন,

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (৭২) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। *(সূরা আহযাব ৭২ আয়াত)*

এ আয়াতে শরয়ী আদেশ ও তার কঠিনতার কথা বর্ণনা করছেন। আমানত বলতে ঐ সকল শরয়ী আদেশ; ফরয ও ওয়াজিব কর্মসমূহকে বুঝানো হয়েছে, যা পালন করলে নেকী ও সওয়াব লাভ হয় এবং তা হতে বৈমুখ হলে বা তা অস্বীকার করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যখন এই শরীয়তের গুরুভার আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার উপর পেশ করা হল, তখন তারা এর যথাযথ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু যখন মানুষের উপর তা পেশ করা হল, তখন তারা আল্লাহর আমানতের (আনুগত্যের) নেকী ও ফযীলত (প্রতিদান ও মাহাত্ম্য) দেখে সেই কঠিন গুরুভার বহন করতে উদ্বুদ্ধ হল। শরয়ী আহ্কামকে 'আমানত' বলে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তা আদায় করা মানুষের উপর ঐ রকম ওয়াজেব যেমন

আমানত আদায় করা ওয়াজেব।

'আমানত অর্পণ' করার অর্থ কি? আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা কিভাবেই বা তার প্রত্যুত্তর দিল এবং মানুষ তা কোন সময়ে গ্রহণ বা বহন করল? এ সবের পূর্ণ বিবরণ না আমরা জানতে পারি, আর না বর্ণনা করতে পারি। আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে বিশেষ অনুভব ও বুঝার শক্তি রেখেছেন; যদিও আমরা তার প্রকৃতত্ব সম্বন্ধে অবগত নই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের কথা বুঝার ক্ষমতা রাখেন। তিনি অবশ্যই সেই আমানতকে (কোন একভাবে) তাদের উপর পেশ করেছিলেন, যা গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করেছে। অবশ্য তারা বিদ্রোহী বা অবাধ্য হয়ে তা অস্বীকার করেনি; বরং তাদের মাঝে এই ভয় ছিল যে, যদি আমরা উক্ত আমানতের দাবী পূর্ণ করতে (সে আমানত যথার্থরূপে রক্ষা করতে) অক্ষম হই, তাহলে তার কঠিন শাস্তি আমাদেরকে ভোগ করতে হবে। মানুষ যেহেতু ত্বরাপ্রবণ, তাই তারা শাস্তির দিকটা না ভেবে প্রতিদান ও পুরস্কার লাভের লোভে উক্ত আমানত কবুল করে নিল।

মানুষ এই গুরুভার বহন ক'রে নিজের উপর যুলুম করেছে এবং তার দাবী পূরণে বৈমুখ হয়ে অথবা তার মান ও মূল্য সম্বন্ধে উদাসীন থেকে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।

পক্ষান্তরে যাঁরা আল্লাহর অনুগত বান্দা তাঁরা আমানতের খিয়ানত করেন না। খিয়ানত করে তারা, যারা তাঁর আনুগত্য থেকে শত যোজন দূরে থাকে। ফাসেক্ব, ফাজের, মুনাফেক, কাফের ও নাস্তিকরাই মহান আল্লাহর সেই অর্পিত আমানতে খিয়ানত করে। তারাই আসলে "অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ।"

যেমন আকাশ-পৃথিবীর কেউই আমানতের খিয়ানত করে না। কেউই নিজের কর্তব্য থেকে এতটুকু পিছপা হয় না। যাকে যে নিয়মে কাজ করতে বলা হয়েছে, সে সেই নিয়মেই কর্তব্যরত আছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অতঃপর তিনি ওকে (আকাশকে) ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এস। ওরা বলল, আমরা তো অনুগত হয়ে আসলাম। *(সূরা ফুস্‌সিলাত ১১ আয়াত)*

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ

النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٥٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক। *(সূরা আ'রাফ ৫৪ আয়াত)*

{وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (١٢) سورة النحل

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন রয়েছে তাঁরই বিধানের; অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। *(সূরা নাহ্‌ল ১২ আয়াত)*

{وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} (٤٠) سورة يس

অর্থাৎ, রাত ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে আবর্তন করে; এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) নিয়ন্ত্রণ এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি; অবশেষে তা পুরাতন খেজুর মোছার ডাঁটার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, রজনীও দিবসকে অতিক্রম করতে পারে না এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। *(সূরা ইয়াসীন ৩৭-৪০ আয়াত)*

{وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} (٤٩)

অর্থাৎ, আল্লাহকেই সিজদা করে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল জীব-জন্তু এবং ফিরিশ্তাগণও। আর তারা অহংকার করে না। *(সূরা নাহ্‌ল ৪৯ আয়াত)*

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ

اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} (١٨) سورة الحج

অর্থাৎ, তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যারা আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে; সিজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে; আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন, তার সম্মানদাতা কেউই নেই; নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। *(সূরা হাজ্জ ১৮ আয়াত)*

আকাশ-পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর অনুগত। এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে তিনি বলেন,

{وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} (٢٦) سورة الروم

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই; সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ। *(সূরা রূম ২৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ}

অর্থাৎ, তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে! এবং তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে। *(সূরা আলে ইমরান ৮৩ আয়াত)*

কেউ আল্লাহর আমানতে খিয়ানত করতে চাইলে, তিনি অবশ্যই তাকে ছেড়ে দেবেন না। দুনিয়া অথবা আখেরাতে তাকে দস্তরমত পাকড়াও করবেন। যেহেতু মহান আল্লাহ ঢিল দেন, ছেড়ে দেন না।

এক শ্রেণীর মুনাফিক মানুষের জন্য তিনি বলেন,

{وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٧١)

অর্থাৎ, তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে (করতে পারে) তারা তো পূর্বে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, পরিশেষে তিনি তাদেরকে (তোমার হাতে) গ্রেফতার করিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আনফাল ৭১ আয়াত)*

'বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইলে' অর্থাৎ, মুখে ইসলাম প্রকাশ করলে এবং উদ্দেশ্য ধোঁকা দেওয়া হলে। পূর্বে এই শ্রেণীর ধোঁকা দিলে মুসলিমদের হাতে তারা বন্দী হল। পরন্তু যারা ইহকালে মুসলিম শাসন থেকে রেহাই পেয়ে যায়, তারা পরকালের আযাবে গ্রেফতার হবে।

বলা বাহুল্য, আল্লাহর আমানত বলতে সেই সকল কর্মসমূহকে বুঝানো হয়েছে,

যা তিনি বান্দার উপরে ফরয করেছেন। এক কথায় পূর্ণ ইসলামই হল মানুষের ঘাড়ে একটি আমানত।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ} (٢٧) سورة الأنفال

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। *(সূরা আনফাল ২৭ আয়াত)*

অর্থাৎ, ফরয ও সুন্নত ত্যাগ ক'রে এবং কোন প্রকারের পাপাচরণ ক'রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের খিয়ানত করো না।

ইবনে মাসউদ ﷺ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ওযূ-গোসল, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, কাফ্ফারাহ, নযর, গায়বী ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি সবই এক একটি আমানত।

এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পাঁচটি জিনিস পালন করবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (১) ঠিকমত ওযূ ক'রে, ঠিকমত রুকূ-সিজদা ক'রে যথা সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যত্নবান হওয়া। (২) রমযানের রোযা পালন করা। (৩) সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা। (৪) খুশী মনে যাকাত দেওয়া। এবং (৫) আমানত আদায় করা।"

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আমানত আদায় করা কি?' তিনি বললেন, "নাপাকীর গোসল করা। আদম সন্তানের উপর আল্লাহর এটি দ্বীন-বিষয়ক বড় আমানত।" *(ত্বাবারানী, আবূ দাউদ, সহীহ তারগীব ১/৮৮)*

নাপাকীর গোসল আমানতের একটি উদাহরণ। আমার মনে হয়, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি কষ্টকর কর্ম ছাড়া সাধারণ ফরয কর্মাবলীর মধ্যে ফরয গোসল বড় ভারী কাজ। প্রচন্ড শীতে গরম বিছানা-লেপ-কম্বল ছেড়ে উঠে নামায পড়া কঠিন নয়। কঠিন হল তার পূর্বে ফরয গোসল করা। বিশেষ ক'রে যাদেরকে নদী-পুকুরে গোসল করতে হয় এবং যাদের পানি গরম করার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাদের পক্ষে এ আমানতে যে খিয়ানত হতে পারে, তা সহজে অনুমেয়।

যৌনাচার একটি গোপনীয় জিনিস। এ কাজ প্রকাশ পেলে অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। এ কাজের কথা প্রকাশ করলে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়। বিশেষ ক'রে মা-বাপ ও ছেলেমেয়েদের সামনে এ কাজ প্রকাশ পাক, তা কেউই চায় না। আরো বিশেষ ক'রে লজ্জার পুতুল মেয়েরা তো আরো বেশী তা প্রকাশ করতে চায় না।

এখন বলুন, যে বাড়ির ভিতরে গোপনে গোসল করার ব্যবস্থা নেই। অথবা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাড়ি ছোট। তাতে কল টিপে গোসল করলে বাড়ি ছাড়া পাড়ার

লোকেও জানতে পারবে এবং সকলের মনে প্রশ্ন উদয় হবে, ‘কেন গোসল করছে?’ আর সেটাই হল লজ্জার কথা।

বাইরে কোন পুকুর বা নদীতে রাতে গোসল করতে গেলেও তো কুকুরের ডাকে পাড়া জেগে উঠবে এবং তাতেও লোক জানাজানি হবে।

গোপনে গোসল সেরে নিলেও সকালে খোলা চুল বা ভিজে কাপড় দেখে বাড়ির মেয়েরা বুঝতে পারবে, বউ রাতে গোসল করেছে। সেও বড় লজ্জার কথা। আর এ জন্য অনেক মহিলা ভিজে চুল বেঁধে রেখে সর্দি লাগায়।

এই লজ্জা ঢাকতে গিয়ে বহু ছেলে-মেয়ে উক্ত আমানতে খিয়ানত করে। গোসলের সময় দুপুর পর্যন্ত নাপাকে থাকে এবং তার থেকে বড় খিয়ানত করে ফজরের নামায ত্যাগ ক’রে।

স্বপ্নদোষ হলে লজ্জায় রাত্রে গোসল বাদ, ফজরের নামায গুল।

মিলন হলে তো আরো লজ্জার কথা।

মাসিক বন্ধ হলেও তাই। কোন মহিলার বিকালের দিকে মাসিক বন্ধ হলে পরের দিন যোহরের সময় ছাড়া গোসল করে না লজ্জায়। ফলে অনেকে সেদিনকার যোহর থেকেই নামায শুরু করে এবং গতকাল আসর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত নামাযে খিয়ানত করে।

এদের প্রকৃতিগত লজ্জাশীলতা উক্ত আমানতে খিয়ানত করতে বাধ্য করে। কিন্তু এ কথা জানে না অথবা মানে না যে, এই লজ্জাশীলতা বৈধ নয় এবং সেই শ্রেণীভুক্ত নয়, যাকে ঈমানের অংশবিশেষ বলা হয়েছে।

এমন লজ্জা মহিলার গর্ভ প্রকাশ পেলেও লাগে। তা তো আর গোপন করা যায় না। তাছাড়া যুবক-যুবতী নির্জনে এক বিছানায় শয়ন ক’রে রাত্রিযাপন করবে এবং কোনদিন তাদের মিলন হবে না, এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে? এটা কি বেশী লজ্জার কথা নয় যে, লোকে ধারণা করল, আপনি নাপাক হওয়ার ফলেই নামায ত্যাগ করেছেন? সুতরাং সভ্য মানুষ অনুরূপভাবে লজ্জার কথা ভুলে আল্লাহর আদেশ পালনে তৎপর হয়ে নামায ত্যাগ করবে না, এটাই বড় লজ্জাশীলতা নয় কি?

বউকে উঠে নামায পড়তে দেখা গেল না অথবা তাকে নামাযের জন্য উঠানো হল, কিন্তু উঠল না। কেন?

দুপুরে মাথা ধুল। কেন?

মসজিদে ফজরের নামাযে অমুক আসেনি। কেন?

এ সব প্রশ্নও তো মানুষের মনে উদয় হয়। তাহলে রাতে ঐ লজ্জা ক’রে লাভ কি?

অবশ্য অনেকে আবার ঐ লজ্জা ঢাকতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক’রে থাকে।

‘চুলে শ্যাম্পু নিলাম, ঘুমিয়ে ছিলাম, আযান শুনতে পাইনি’ ইত্যাদি বলে ফরয গোসলের কথা গোপন করে। যেটা আর এক খিয়ানত।

যে কোন প্রকারেরই খিয়ানত ও বিশ্বসঘাতকতা হোক, মহান আল্লাহ খিয়ানতকারী বিশ্বাসঘাতককে পছন্দ করেন না। তিনি বলেন,

{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ } (٥٨)

অর্থাৎ, যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর, তাহলে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল কর। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আনফাল ৫৮ আয়াত)*

আর তিনি এও পছন্দ করেন না যে, বিশ্বাসঘাতকদের কেউ সহায়ক হোক, তাদের তরফ হতে কেউ প্রতিরক্ষা করুক। তিনি বলেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا}

অর্থাৎ, তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। *(সূরা নিসা ১০৫ আয়াত)*

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমানত

আমার আমি আমার আত্মা। আমার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমি নই। আমি চলে গেলে আমার দেহ পড়ে থাকবে, পচে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ধ্বংস হব না। আমি থাকব আল্লাহর কাছে।

আমার মাথা, আমার হাত-পা, চোখ-কান, আমার গোটা দেহ, সবই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেওয়া। তিনিই আমাকে আমানত স্বরূপ সে সব ব্যবহার করতে দিয়েছেন। সে সব আজ আমার কথা মত চলে, কিন্তু কাল আমার কথা মত চলবে না। আজ আমি সে সবের মালিক, কিন্তু কাল আসল মালিকের কথা শুনবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ

عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ (٢٣) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنْ الْمُعْتَبِينَ} (٢٤) سورة فصلت

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য সমবেত করা হবে এবং ওদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। পরিশেষে যখন ওরা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন ওদের কান, চোখ ও দেহের চামড়া ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। জাহান্নামীরা ওদের চামড়াকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? উত্তরে চামড়া বলবে, আল্লাহ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরও বাক্শক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না -এ বিশ্বাসে তোমরা এদের নিকট কিছু গোপন করতে না; উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না! তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংসে ফেলেছে। ফলে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। এখন ওরা ধৈর্যশীল হলেও জাহান্নামই হবে ওদের আবাস এবং ওরা ক্ষমাপ্রার্থী হলেও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না। *(সূরা ফুস্‌স্বিলাত ১৯-২৪ আয়াত)*

{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمْ اللهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (٢٥) سورة النور

অর্থাৎ, যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের রসনা, তাদের হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। *(সূরা নূর ২৪-২৫ আয়াত)*

(الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (٦٥)

অর্থাৎ, আমি আজ এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং এদের পা এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। *(সূরা ইয়াসীন ৬৫ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, আমরা আমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আসল মালিকের খেলাপ ব্যবহার করতে পারি না। যেহেতু সে সব আমাদেরকে দেওয়া তাঁর আমানত।

মানুষের শরীরের অধিকার ব্যক্তি, সমাজ, আইন বা রাজনীতি কারো নয়। এ অধিকার

কেবল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর।

কোন ভাড়া নেওয়া জিনিসের কি অপব্যবহার করতে পারি?

কোন ধার নেওয়া জিনিসের কি অপব্যবহার করতে পারি?

কোন ব্যবহার করতে দেওয়া জিনিসের কি অপব্যবহার করতে পারি?

কোন এমন জিনিসের কি অপব্যবহার করতে পারি, যার প্রকৃত মালিক আমরা নই?

তাহলে আমরা কি আমাদের দেহাঙ্গের অপব্যবহার করতে পারি? কক্ষনই না।

দেহাঙ্গের খিয়ানত বৈধ নয় বলেই তো আত্মহত্যা মহাপাপ। নচেৎ, আমি দুনিয়া চাই না, আমি নিজেকে দুনিয়ার সুখ হতে বঞ্চিত করতে চাই, তাতে কার কি? তাতে পাপ হবে কেন?

যেহেতু জীবন আল্লাহ দিয়েছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। পার্থিব এ দেহ আমার কাছে আমানত। তাতে খিয়ানত করলে অবশ্যই পাপ হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

অপরের দেওয়া মালে যেমন আমার কোন এখতিয়ার নেই, তেমনি আমার জীবনের ব্যাপারেও আমার নিজস্ব কোন এখতিয়ার নেই। যেহেতু তা আমার সৃষ্টি নয়। আমি নিজে আমার রঙ, রূপ, জাতি, ভাষা, দেশ ও পিতা-মাতা এখতিয়ার ক'রে এ দুনিয়ায় আসিনি। বরং আমি আসিনি, আমাকে পাঠানো হয়েছে। যে

বললেন, “কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তাঁর খিয়ানতকারী চোখ হবে।” *(আবূ দাউদ, আহমাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪/৩০০)*

স্ত্রী আমানত

কথিত আছে যে, সালমান ফারেসী ﷺ কিন্দার এক ধনী-কন্যাকে বিবাহ করলে তিনি তাঁর সঙ্গে দাস বা দাসী নিয়ে আসেন। তা দেখে সালমান ﷺ বললেন, ‘আমি একটার বেশী আমানত বহন করতে চাই না।’ *(আমানাতুত তা’লীম ৭পৃঃ)*

সুতরাং স্ত্রী হল আমানত। পরন্তু যে তার স্ত্রীকে ভালবাসে, সে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী কিছু তাকে দান ক’রে থাকে। তাকে এ কথা বলে স্মরণ করানোর প্রয়োজন নেই যে, স্ত্রী তোমার নিকট আমানত। যেহেতু সে তার জন্য ‘দিল দিয়া হ্যায়’, অতএব তার জন্য ‘জাঁ ভী’ দিতে প্রস্তুত।

মুশকিল হল তাকে নিয়ে, যে তার স্ত্রীকে ভালবাসে না। যার স্ত্রী পছন্দ নয়। যে তার স্ত্রীকে নিয়ে নাচারে সংসার করছে। সামাজিক চাপে অথবা ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠেলায় অথবা টানে স্ত্রীর সাথে বিবাহ-বন্ধন-রজ্জুর শেষ খেই কোন রকম বজায় রেখেছে। যে তার স্ত্রীর ব্যবহারে তিক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যে স্ত্রীকে বর্জন করার কোন পথ সুগম না দেখে দিনরাত তার মৃত্যু কামনা করছে। যার কাছে তার স্ত্রী মনের মত নয়। যার স্ত্রী তার গলার কাঁটা অথবা বেড়ি হয়ে লেগে আছে। যার মনের গহীন কোণে ‘মনের মত স্ত্রী’ সংগোপনে সংসার করছে। যে আর একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় অথবা গ্রহণ করেই ফেলেছে। তাকেই আমি বলি, ‘স্ত্রী তোমার কাছে আমানত।’

স্ত্রী যদিও বুঝে না, ভালবাসতে জানে না, তোমার মন ভুলাতে জানে না, ভদ্রতা জানে না, সভ্যতা জানে না, তবুও সে তোমার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। যতদিন সে তোমার বন্ধনে থাকবে, ততদিন তুমি তাকে তাই খাওয়াবে, যা নিজে খাও। সেই মানের কাপড় পরাবে, যে মানের কাপড় তুমি নিজে পর। নিরাপদ ও পর্দা বাড়িতে তাকে স্থান দেবে। তার প্রতি অত্যাচার করবে না। তাকে ঘৃণা কর বলে তাকে কষ্ট দেবে না। আর আল্লাহর কাছে ইউনুসী দুআ করতে থাকবে, যাতে আল্লাহ তোমার কোন সুরাহা করে দেন।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর একটি নির্দেশ হল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে, মালিকের সেই উদ্দেশ্য আমাকে পূরণ করতেই হবে। তা না ক’রে, যতই আমার কষ্ট হোক, সবই বরণ না ক’রে, আমি নিজেকে ধ্বংস ও নষ্ট করতে পারি না।

আমরা কোন অঙ্গেরই খিয়ানত করতে পারি না। বাহ্যিক অঙ্গের খিয়ানত মানুষ জানতে পারে। কিন্তু চোখ ও মনের খিয়ানত মহান আল্লাহ জানেন। তিনি বলেন,

{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (١٩) سورة غافر

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(সূরা মু’মিন ১৯ আয়াত)*

চোখের খিয়ানত হল ঃ চোখ টিপা, চোখ ঠারা, চোখ মারা, চোখের ইশারায় কথা বলা, কোন অবৈধ নারীকে ইচ্ছাকৃত চোখ তুলে অথবা চোরা চাহনিতে দেখা ইত্যাদি।

যেখানেই অধিকার আছে, সেখানেই আমানত ও খিয়ানত আছে। রাস্তার অধিকার আছে, তাতে খিয়ানতও আছে। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে দূরে থাক।” তা শুনে লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু রাস্তায় না বসলে তো উপায় নেই। যেহেতু আমরা সেখানে কথাবার্তা বলে থাকি।’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তোমরা না বসতে যদি অস্বীকারই কর, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর।” লোকেরা বলল, ‘রাস্তার হক কি?’ তিনি বললেন, “চক্ষু অবনত রাখা, কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, (উত্তম কথা বলা, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া) এবং ভালো কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে বাধা দান করা।” *(বুখারী, মুসলিম ২১৬১নং প্রমুখ)*

চোখের খিয়ানত ভাল নয় বলেই নবীদের জন্য কোন প্রকার চোখের ইশারা বৈধ নয়। এমনকি বৈধ বিষয়েও নয়। মক্কা বিজয়ের দিন (প্রতারক) আব্দুল্লাহ বিন সা’দ উসমান বিন আফফানের নিকট আত্মগোপন করেছিল। তিনি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকটে দাঁড় করালেন। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আব্দুল্লাহর বায়আত গ্রহণ করুন।’ নবী ﷺ তার দিকে মাথা তুলে তিনবার দেখলেন। তিনি তার বায়আত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অতঃপর তৃতীয়বারের পরে তিনি তার বায়আত গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে তিনি সাহাবাগণকে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কি কেউ বুদ্ধিমান লোক ছিল না, আমি যখন তার বায়আত গ্রহণ না ক’রে হাত গুটিয়ে নিচ্ছিলাম, তখন সে তাকে হত্যা ক’রে দিত?” তাঁরা বললেন, ‘আপনার মনে কি ছিল, তা তো জানতাম না হে আল্লাহর রসূল! আপনি আপনার চোখ দ্বারা ইঙ্গিত করলেন না কেন?’ নবী ﷺ

شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً (٢١)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জোরজবরদস্তি করে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক রেখো না; যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার (বা স্বামীর অবাধ্যাচরণ) করে। আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। আর যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না, তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে? কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা পরস্পর সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে? *(সূরা নিসা ১৯-২১ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সাবধান! তোমরা নারী (স্ত্রী)দের জন্য মঙ্গলকামী হও। যেহেতু তারা তোমাদের হাতে বন্দিনী।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)* "তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। যেহেতু তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত দ্বারা বরণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছ।" *(মুসলিম, আবু দাঊদ)*

এখানে আল্লাহর আমানত হল তাঁর এই বাণী,

{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

অর্থাৎ, স্ত্রীকে হয় বিধিসম্মতভাবে রাখা অথবা সদ্ভাবে বিদায় দেওয়া। *(সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, স্ত্রীকে যে মর্যাদা দেয় না, সে আমানতে খিয়ানত করে।

স্ত্রীকে যে ঠিকমত খোরপোশ দেয় না, সে আমানতে খিয়ানত করে।

স্ত্রীকে যে পর্দায় রাখে না, সে আমানতে খিয়ানত করে।

স্ত্রীকে যে হিফাযতে রাখে না, সে আমানতে খিয়ানত করে।

স্ত্রীকে যে অপর কারো সাথে ঘটে যেতে সুযোগ দেয়, সে 'দাইয়ূস', সে আমানতে খিয়ানত করে।

স্ত্রীকে যে নোংরামি ও হারাম কাজ করতে বাধ্য করে, সে আমানতে খিয়ানত করে।

ভালো স্ত্রীর সাথে যে সদ্ভাবে বসবাস করে না, সে আমানতে খিয়ানত করে।

স্ত্রীকে পণবন্দী বানিয়ে যে শ্বশুরের নিকট থেকে অর্থ-সম্পত্তি আদায় করে, সে আমানতে খিয়ানত করে।

যৌতুক ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে স্ত্রীকে যে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়, সে আমানতে খিয়ানত করে।

স্ত্রীর প্রেমে পাগল হয়ে ওয়ারেসীনদেরকে ফাঁকি দিয়ে যে তার নামে বাড়ি-জমি লিখে দেয়, সে আমানতে খিয়ানত করে।

মায়ের উপর যে স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়, সে আমানতে খিয়ানত করে।

স্ত্রীকে যে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে না, সে আমানতে খিয়ানত করে।

সন্তান-সন্ততি আমানত

সন্তান তার পিতামাতার কাছে আল্লাহর দেওয়া এক আমানত। বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত সকল সন্তানই আল্লাহর দান। পিতামাতা না চাইলেও সে আমানত পরিপূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে রক্ষা করতে হবে।

সন্তান যে আমানত, সে কথা প্রত্যেক মুসলিম দম্পতি জানে। আর এই জন্যই তাতে অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে না, পারে না কোন অভিযোগ করতে; যদি দাতা তাদের নিকট থেকে তা ফিরিয়ে নেন।

আবূ ত্বালহার একটি ছেলে যে উম্মে সুলাইমের গর্ভ থেকে হয়েছিল, সে মারা গেল। তখন আবূ ত্বালহা বাড়িতে অনুপস্থিত ছিলেন। উম্মে সুলাইম তাঁর বাড়ির লোককে বললেন, 'তোমরা আবূ ত্বালহাকে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে কিছু বলো না। আমি স্বয়ং তাঁকে এ কথা বলব।'

সুতরাং তিনি এলেন এবং (স্ত্রী) তাঁর সামনে রাতের খাবার রাখলেন। তিনি পানাহার করলেন। এদিকে স্ত্রী আগের তুলনায় বেশী সাজসজ্জা করে তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে মিলন করলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি (স্বামী) খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং যৌন-সম্ভোগ করে নিয়েছেন, তখন বললেন, 'হে আবূ ত্বালহা! আচ্ছা আপনি বলুন! যদি কোন সম্প্রদায় কোন পরিবারকে কোন জিনিস (সাময়িকভাবে) ধার দেয়, অতঃপর তারা তাদের ধার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে কি তাদের জন্য তা না দেওয়ার অধিকার

আছে?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘না।’ অতঃপর স্ত্রী বললেন, ‘আপনি নিজ পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখুন। (অর্থাৎ, আপনার পুত্রও আল্লাহর দেওয়া আমানত ছিল, তিনি তাঁর আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন।)’ আনাস ﷺ বলেন, (এ কথা শুনে) তিনি রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি আমাকে কিছু না বলে এমনি ছেড়ে রাখলে, অবশেষে আমি সহবাস ক’রে যখন অপবিত্র হয়ে গেলাম, তখন তুমি আমার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দিলে! এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করলেন। তা শুনে তিনি দুআ করলেন, ‘হে আল্লাহ! তাদের দু’জনের জন্য এই রাতে বর্কত দাও।’ সুতরাং (এই দুআর ফলে) উম্মে সুলাইম আবার অন্তঃসত্ত্বা হলেন।

ছেলেমেয়েদের প্রতি বাপ-মায়ের বহু নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। তার মধ্যে কিছু দায়িত্ব আছে যা তারা স্নেহপরবশতঃ প্রকৃতিগতভাবে পালন ক’রে থাকে। ছেলেমেয়েকে খেতে-পরতে দেওয়া, বিপদ থেকে রক্ষা করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যত্ন নিয়ে থাকে। কিন্তু তাদেরকে সঠিক তরবিয়ত দেওয়ার দায়িত্ব বহন করার জন্য অনেকেই ঘাড় পাততে চায় না।

প্রত্যেকের জীবনের মূল লক্ষ্য আছে। কারো লক্ষ্যস্থল নিকটবর্তী, কারো দূরবর্তী। পার্থিব জীবনে কি উপায়ে সুখ পাবে সে চিন্তা প্রায় সকলের মনে-প্রাণেই থাকে। কিন্তু এ জীবনের পরেও যে একটা জীবন আছে এবং তাতেও সুখ লাভের জন্য এই জীবনেই চেষ্টা-পরিশ্রম করতে হবে, সে কথা অনেকের জানা নেই, অথবা গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়। অনেকের জানা থাকলেও তাদের নিকট পরজীবনের তুলনায় ইহজীবন প্রাধান্য পায়। কিন্তু মুসলিমের নিকট প্রাধান্য পায় পরকালের চিরস্থায়ী জীবন। ক্ষণস্থায়ী জীবনে সে হেরে গেলেও চিরস্থায়ী জীবনে তাকে জিততেই হয়। এই জন্য সে নিজের তথা ছেলেমেয়েদের জন্য এমন পরিবেশ ও তরবিয়ত এখতিয়ার করে, যা ইহকালে সুখ লাভের সাথে পরকালে পরম সুখ লাভের কারণ হবে। বরং পরকালের সুখলাভের জন্য দরকার হলে সে ইহকালের সুখকে কুরবানী দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

কোন ছেলে বা মেয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব আছে মূলতঃ মা-বাপ উভয়ের ঘাড়ে। কিন্তু বাপ যদি ঘরে না থাকে, তাহলে সে দায়িত্ব এসে পড়ে মায়ের ঘাড়ে।

পরন্তু মা যদি বাপকে ধোঁকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের খারাপ হওয়াতে সহযোগিতা করে, তাহলে নিশ্চয় মা সেই বৃহৎ আমানতের খিয়ানত করে।

এই ধরুন, বাপ তার মেয়েকে মেলা-খেলা যেতে দেয় না। কিন্তু মা গোপনে মেয়ের

নানী, খালা বা মামার বাড়ি পাঠিয়ে সে সুযোগ ক’রে দেয়। তাতে খিয়ানত করে মা এবং তার ঐ আত্মীয়রা, যাদের বাড়ি গিয়ে ঐ মেয়ে মেলা-খেলা বা আরো কোথাও যেতে সুযোগ পায়। বাপের ঘুম ভাঙ্গে না অথবা মা আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। খোঁজ-খবর নেয় না অথবা নিলেও মিথ্যা বলে মা মেয়েকে বাঁচিয়ে নেয়। মাও খোশ, মেয়েও খোশ। আর বাপও আমানতদার বিবি পেয়ে দস্তুরমত খোশ।

বাপ বলে, ‘মেয়েকে মোবাইল দিলে খারাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে।’ মা বলে, ‘কিছু হবে না। সঙ্গী-সাথী সবারই মোবাইল আছে। মেয়ের মন খারাপ হচ্ছে। তোমার যদি পয়সা খরচ করতে গায়ে লাগে, তাহলে আমি আমার মায়ের বাড়ির অংশ থেকে মেয়েকে মোবাইল কিনে দেব। তুমি কিছু বলতে পাবে না।’

পরবর্তীতে মোবাইলের লাইন পেল মেয়ে। লাইন পেল কত বন্ধুর। শাড়ীর আঁচল দিয়ে আঙ্গার ঢেকে রাখতে চাইল। তাই কি থাকে? লাইন পেয়ে আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠল। কুটনী মায়ের কারণে বংশে কালিমা লেপন হল। এমন মা কি খিয়ানতকারিণী নয়?

শিশুরা আগুন নিয়ে খেলতে চায়, পানিতে নেমে খেলতে চায়, রোডে নেমে খেলতে চায়। বাপ-মায়ের আমানতদারী এটা নয় কি যে, তাদেরকে তাতে বাধা দেবে, মানা করবে, রুখবে এবং সেই খেলা খেলতে দেবে না?

অনুরূপ মা-বাপের আমানতদারী এটাও নয় কি যে, সন্তানকে অশ্লীলতা তথা তার যন্ত্র ও মজলিস থেকে তাদেরকে দূরে রাখবে তথা জাহান্নামের আগুনে নামতে বাধা দেবে?

সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া মা-বাপের আমানতদারীর পরিচয়। অধিক পণের লোভে ছেলের বিয়েতে দেরী করা আমানতে খিয়ানত।

মেয়ের চাকরীর টাকা খাবার লোভে তার বিয়ে দিতে দেরী করা আমানতে খিয়ানত।

মেয়ের সঠিক জায়গায় বিয়ে না দেওয়া আমানতের খিয়ানত। আপনার এ জ্ঞান তো ভালই আছে যে, মেয়েকে একজন ধনবান সুন্দর যুবক দেখে বিয়ে দেবেন এবং অযোগ্য কোন পাত্রের হাতে মেয়ে তুলে দেবেন না।

‘বর্বর বেদ্যের বুড়া বেটী দিব তারে?
আইবড় বাছা মোর বেঁচে থাকুক ঘরে,
মোর বিভার দায় নাই আচাভুয়া বরে।’

কিন্তু এ জ্ঞানও কি আমানতদারী নয় যে, কোন বেনামাযী, বিদআতী ও ফাসেকের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন না?

থেকো।” এ কথা শুনে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, ‘কিন্তু দেওর সম্বন্ধে আপনার মত কি?’ তিনি বললেন, “দেওর তো মৃত্যুস্বরূপ।” *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১নং)*

“যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।” *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

যে পুকুরে কুমীর আছে, সে পুকুরে ছেলেমেয়েকে নামতে দিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

অশ্লীল টিভি, ভিডিও-সিডি প্রভৃতির মজলিসে ছেড়ে দিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

ইন্টারনেটের সামনে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

মেলা-খেলা যেতে ছেড়ে দিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

নাটক-যাত্রা-সিনেমায় যেতে ছেড়ে দিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

অবাধ-মিলামিশার মিশ্র প্রতিষ্ঠানে পড়তে পাঠিয়ে ছেলে-মেয়ের চরিত্র ধ্বংস ক’রে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

অমুসলিম মিশনে পড়তে দিয়ে ছেলেকে বেদ্বীন বানিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

আপনি জেনেশুনে কোন ইসলাম-বিদ্বেষী প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখার জন্য পাঠান, তাহলে আপনি কি খিয়ানতকারী নন?

আপনি জেনে-বুঝে যদি ‘ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ’ করেন, তাহলে আপনি কি খিয়ানতকারিণী নন?

অনুরূপভাবে শরয়ী কারণ ছাড়া ছেলেমেয়েকে স্কুল-মাদ্রাসায় যেতে না দিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

মসজিদ ও দ্বীনী কাজে যেতে না দিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

পড়া ছাড়িয়ে সন্তানকে কাজে লাগিয়ে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

সন্তান আপনার ঘাড়ে আমানত। তাতে খিয়ানত হলে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে সন্তানের আসল মালিকের কাছে। একাধিক সন্তান হলে তাদের মাঝে ইনসাফ করতে হবে। ইনসাফ না করলে খিয়ানত হয়ে যাবে।

নু’মান ইবনে বাশীর ﵁ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ‘আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)’

আপনি জেনেশুনে যদি বাঘকে ছাগল চরাতে দেন, তাহলে আপনি কি খিয়ানতকারী নন?

আপনি জেনে-বুঝে যদি কিশোরী-তরুণী মেয়েকে একাকিনী প্রাইভেট মাষ্টারের কাছে পাঠান, তাহলে আপনি কি খিয়ানতকারী নন?

আপনি জেনেশুনে যদি বিড়ালকে মাছ বাছতে দেন, তাহলে আপনি কি খিয়ানতকারী নন?

মেয়েকে একাকিনী অথবা তার কোন গায়র মাহরাম আত্মীয় (চাচাতো, খালাতো, মামাতো বা ফুফাতো ভাই, বুনাই বা দোলাভাই, দেবর বা ভাসুর, ছেলে বা জামাইয়ের বন্ধু অথবা আরো দূরের) কারোর সাথে কোন সফরে (বাজারে, হাসপাতালে, স্কুল-মাদ্রাসা, আত্মীয়-বাড়ি অথবা অন্য কোথাও) পাঠালে আপনি বিড়ালকে মাছ বাছতে দিলেন এবং আমানতে খিয়ানত করলেন।

মহানবী ﷺ বলেন, “মাহরাম ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন না করে এবং মাহরাম ছাড়া যেন কোন মহিলা একাকিনী সফর না করে।” *(বুখারী ৩০০৬, মুসলিম ১৩৪১নং)*

বাড়িতে ঐ শ্রেণীর কোন মেহমান এসেছে। মেয়েকে তার খিদমতে পাঠালেন। পানি দিয়ে আয়, চা দিয়ে আয়, ভাত দিয়ে আয় ইত্যাদি। রুমের ভিতরে নির্জনতায় কি হল, তা খেয়াল করলেন না। আপনি বিড়ালকে মাছ বাছতে দিলেন এবং আমানতে খিয়ানত করলেন।

বাড়িতে ঐ শ্রেণীর কোন মেহমান এসেছে। মেয়েকে তার সাথে একাকিনী ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়িতে কোন কাজে গেলেন। বাড়ির ভিতরে নির্জনতায় কি হল, তা খেয়াল করলেন না। আপনি বিড়ালকে মাছ বাছতে দিলেন এবং আমানতে খিয়ানত করলেন।

জামাই এসেছে বাড়িতে। আপনি মেয়েকে অথবা বোনকে বললেন, ‘তোর দোলাভায়ের মাথা কামড়াচ্ছে। ওর মাথাটা একটু টিপে দে তো!’ এতে আপনি বিড়ালকে মাছ বাছতে দিলেন এবং আমানতে খিয়ানত করলেন।

বাড়ির বৈঠকখানায় প্রাইভেট-মাষ্টারের কাছে একাকিনী পড়তে পাঠান। এতে আপনি বিড়ালকে মাছ বাছতে দেন এবং আমানতে খিয়ানত করেন।

মেয়েকে একাকিনী বাজার বা দোকান করতে পাঠান। এতে আপনি আমানতে খিয়ানত করেন।

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সাবধান

নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে? তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ? তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না। আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?" বাশীর বললেন, 'জী অবশ্যই।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে এরূপ করো না। তুমি তা ফেরৎ নাও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর।"

সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আপনার সম্পদে আপনার আত্মীয়-স্বজনের যার যে হক আছে, তা মহান আল্লাহ প্রদান করেছেন। সুতরাং একজনকে অধিক ভালবেসে তার নামে বাড়ি-জমি-জায়গা লিখে দেবেন না। সবাই আল্লাহর দেওয়া ভাগ নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। আপনাকেও সেই ভাগ-বন্টন বজায় রাখতে হবে। তা না হলে আমানতে খিয়ানত হয়ে যাবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩০৭৩নং)*

সুতরাং স্ত্রীর নামে বাড়ি বা জমি লিখে দিয়ে অন্য ওয়ারেসদের ক্ষতি ক'রে আমানতে খিয়ানত করবেন না।

ছেলেদের নামে সব লিখে দিয়ে মেয়েদেরকে ফাঁকি দিয়ে আমানতে খিয়ানত করবেন না এবং মেয়েদের নামে সব লিখে দিয়ে তাদের চাচাকে ফাঁকি দিয়ে আমানতে খিয়ানত করবেন না।

পরিবার ও সন্তান আমানত। সেই জন্যই সফরের সময় মুসাফিরকে বলতে হয়,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

অর্থাৎ, আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং আমলের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি। *(মুসনাদে আহমাদ ২/৭, সহীহ তিরমিযী ২/১৫৫)*

আর পরিবারের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রাখছি যাঁর আমানত নষ্ট হয় না। *(মুসনাদে আহমাদ ২/৪০৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/১৩৩)*

ছাত্র-ছাত্রী আমানত

ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে আমানত। কিছুর বিনিময়ে অভিভাবক চায় যে, তার ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক, সুশিক্ষা লাভ করুক, সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করুক, দ্বীনের খাদেম হোক, দেশের আদর্শ নাগরিক হোক, ভাল আলেম হোক, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বৈজ্ঞানিক হোক ইত্যাদি।

কিন্তু অভিভাবকের সেই আশার ফুলের উপর যদি শিক্ষক লোহার মই চালিয়ে দেন, তাহলে সেটা খিয়ানত নয় তো কি?

মাষ্টার ঠিকমত পড়ান না, মন দিয়ে বুঝান না, হৃদয় খুলে শিখান না, সঠিক প্রশ্নের উত্তর দেন না, অনেক সময় ভুল বুঝান, স্টাডি বা মুত্বালাআহ না ক'রেই পড়ান, কোর্স পূর্ণ করেন না, ঠিকমত ক্লাস করেন না, কামাই করেন, পড়াতে গড়িমসি করেন, ধৈর্যের সাথে পড়ান না, আর পরীক্ষার সময় পাশ-নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দেন, এ সবে কি আমানতে খিয়ানত হয় না?

শিক্ষক যদি চরিত্র গড়তে গিয়ে চরিত্র ধ্বংস করেন, কোনভাবে পড়াশোনার ইমেজ, এনার্জি, আগ্রহ ও উদ্দীপনা নষ্ট করেন, তাহলে আমানতে খিয়ানত হয় না কি?

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কাছে সকল ছাত্র-ছাত্রীই সমান। তাদের মাঝে বেইনসাফী করলে অবশ্যই আমানতে খিয়ানত করা হয়।

আত্মীয়তা বা কোন স্বার্থের খাতিরে কাউকে অধিক নম্বর দেওয়া এবং ব্যক্তিগত শত্রুতা বা হিংসার কারণে কাউকে নম্বর কম দেওয়া আমানতে খিয়ানত করার শামিল।

এক কথায় জালিয়াতি এক প্রকার খিয়ানত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জালিয়াতি খিয়ানত হবে না কেন?

পরস্ত্রী আমানত

কোন মহিলা যদি আপনার তত্ত্বাবধানে আমানত থাকে এবং তার যথাযথ তত্ত্বাবধান না করেন, তাহলে অবশ্যই তাতে খিয়ানত করা হয়।

কোন অসহোদরা বোন আপনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে এল অথবা আপন বা দ্বীনী ভাইয়ের স্ত্রী বা শালীর দেখাশোনার দায়িত্ব আপনি বহন করলেন। কিন্তু সে

দায়িত্ব আপনি সঠিকভাবে পালন করলেন না।

আপনাকে সে দায়িত্ব দেওয়া মানে চিলকে বিল দেখানো অথবা বাঁদরকে কলা দেখানোর মত হল অথবা কুকুরের কাছে গোশ্ত আমানত রাখা অথবা বিড়ালকে মাছ বাছতে দেওয়া অথবা ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ করার মত হল।

কারো বউ-বেটির সঙ্গে কোথাও যেতে হলে অথবা বাড়িতে দেখতে হলে আপনি যদি সুযোগকে সুবর্ণ মনে করেন। লুকিয়ে গোপনে তার সৌন্দর্যের প্রতি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন অথবা কোনভাবে দেখা দিতে বাধ্য করেন, তাহলে অবশ্যই আপনার আমানতে খিয়ানত হয়।

মহিলা নিজে থেকে অফার করলেও না। অন্য কারো আমানতদারী বা দ্বীনদারী না থাকলেও আপনার থাকা উচিত।

সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক সে, যে তার এগানা (মাহরাম) মহিলার সাথে অঘটন ঘটায়। অতঃপর সে, যে বেড়া হয়ে ক্ষেত খায় এবং রক্ষক হয়ে ভক্ষক সাজে!

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে থাকে তাদের পক্ষে মুজাহিদগণের স্ত্রীরা তাদের মায়ের মত অবৈধ। যারা ঘরে থাকে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন মুজাহিদের পরিবারে তার প্রতিনিধিত্ব (তত্ত্বাবধান) করে অতঃপর তাদের ব্যাপারে তার খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ঐ মুজাহিদের সামনে খাড়া করা হবে, অতঃপর সে (মুজাহিদ) নিজের ইচ্ছা ও খুশীমত তার নেকীসমূহ নিতে পারবে।" অতঃপর রসূল ﷺ সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "অতএব কি ধারণা তোমাদের?" (তার কোন নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে কি?) *(মুসলিম ১৮৯৭, আবূ দাউদ ২৪৯৬নং, নাসাঈ)*

প্রতিবেশীর বড় হক আছে প্রতিবেশীর উপর। প্রতিবেশীর উচিত, প্রতিবেশীর স্ত্রীর মান-ইজ্জত রক্ষা করা। কিন্তু উল্টা সেই যদি তা নষ্ট করে, তাহলে তা বড় পাপ নয় কি?

ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর --অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে --এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।" আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (٦٨) سورة الفرقان

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭,৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ৮৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি মহিলার সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি মহিলার সাথে ব্যভিচার অধিকতর নিকৃষ্ট। তদনুরূপ প্রতিবেশীর নয় এমন ১০টি বাড়িতে চুরি করার চাইতে প্রতিবেশীর ১টি বাড়িতে চুরি করা অধিকতর নিকৃষ্ট।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫০৪৩নং)*

প্রত্যেক প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর জন্য আমানতদার। সুতরাং তাতে খিয়ানত করলে অবশ্যই তাতে দশগুণ পাপ হবে।

অনুরূপভাবে চোখ-কান না ক'রে দায়িত্বে নেওয়া মহিলাকে অপরের সাথে ঘটতে সুযোগ দেওয়াতেও আমানতে খিয়ানত হয়।

কোন এতীম মেয়ে আপনার দায়িত্বে থাকতে পারে। সে মেয়ের অর্থ-সম্পত্তি অথবা রূপ-সৌন্দর্য থাকতে পারে এবং তাতে আপনার লোভও হতে পারে। লোভে পড়ে আমানতে খিয়ানত করা বৈধ নয়। বিধেয় পথে সেই মেয়ের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু আপনি তার লালন-পালন করেছেন বলে তার কোন প্রকার অধিকার নষ্ট করতে পারেন না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (٣)

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি আশংকা কর যে পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর

মহানবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি।" *(আহমাদ ২/৪৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮নং)*

দাম্পত্যে খিয়ানত

দাম্পত্য জীবন স্বামী-স্ত্রীর একটি চুক্তিবদ্ধ জীবন। 'তুমি আমার, আমি তোমার' অঙ্গীকার বড় নির্মল, বড় পবিত্র, বড় সূক্ষ্ম, বড় ঠুনকো, বড় ভঙ্গুর। প্রেমের এমন মনোমুগ্ধকর শিশমহল সামান্যতম সন্দেহেই চির ধরে যায়, একটু আঘাতেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

স্ত্রী যখন শরয়ী বিবাহ-বন্ধনের মাঝে স্বামীর সংসার করে, তখন তার দেহ-যৌবন তার স্বামীর আমানত, যেমন স্বামীর ধন-সম্পদও একটি আমানত।

স্বামী চায় না, তার স্ত্রী পরপুরুষের দিকে মুখ তুলে তাকাক। কিন্তু স্ত্রী তাতে খিয়ানত করে; স্ত্রী স্বামীর অজান্তে পরপুরুষকে তাকিয়ে দেখে, বাড়ির বাইরে দেখে, বিছানায় শুয়ে শুয়েও টিভির পর্দায় চোখ রেখে দেখে।

অনুরূপ কোন স্ত্রীও চায় না যে, তার স্বামী কোন পরস্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকাক। কিন্তু স্বামী তাতে খিয়ানত করে; স্বামী স্ত্রীর অজান্তে পরস্ত্রীকে তাকিয়ে দেখে, বাড়ির বাইরে দেখে, বিছানায় শুয়ে শুয়েও টিভির পর্দায় দেখে।

কোন স্বামী চায় না যে, তার স্ত্রীর দিকে কোন পরপুরুষ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখুক। কিন্তু স্ত্রী তাতে খিয়ানত করে এবং স্বামীর জানতে অথবা অজান্তে বেপর্দা হয়ে থাকে। অনেক সময় স্বামীর সামনে বা শ্বশুরবাড়িতে পর্দাবিবি সাজে এবং তার পিছনে বা মায়ের বাড়িতে টোটো-কোম্পানী মেয়ে হয়ে যায়।

কোন স্বামী চায় না যে, তার স্ত্রী কোন পরপুরুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলুক। কিন্তু বহু হতভাগিনী স্ত্রী তাতে খিয়ানত করে; স্বামীর অজান্তে সে সরাসরি পরপুরুষের সাথে রসালাপ করে, ভালবাসার কথা বলে, মজার কথা বলে ও শোনে। সরাসরি না হলে ফোনের মাধ্যমে রসের কথা চলে। আর সে কথা অবশ্যই ঘেসটা পড়া স্বামীর রুক্ষ কথা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক তৃপ্তিকর!

অনুরূপ কোন স্ত্রীও চায় না যে, তার স্বামী কোন পরস্ত্রীর সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলুক। কিন্তু বহু হতভাগা স্বামী তাতে খিয়ানত করে; স্ত্রীর জানতে অথবা অজান্তে সে সরাসরি পরস্ত্রীর সাথে রসালাপ করে, ভালবাসার কথা বলে, মজার কথা বলে ও শোনে। সরাসরি না হলে ফোনের মাধ্যমে রসের কথা চলে। আর সে কথা অবশ্যই

নিকটবর্তী। *(সূরা নিসা ৩ আয়াত)*

জাহেলী যুগে বিত্তশালিনী এবং রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী এতীম কন্যা কোন তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে থাকলে সে তার মাল ও সৌন্দর্য দেখে তাকে বিবাহ ক'রে নিত, কিন্তু তাকে অন্য নারীদের ন্যায় সম্পূর্ণ মোহর দিত না। মহান আল্লাহ এ রকম অবিচার করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা ঘরের এতীম মেয়েদের সাথে সুবিচার করতে না পার, তাহলে তাদেরকে বিবাহই করবে না। অন্য মেয়েদেরকে বিবাহ করার পথ তোমাদের জন্য খোলা আছে। *(বুখারী ২৪৯৪নং)* এমন কি একের পরিবর্তে দু'জন, তিনজন এবং চারজন পর্যন্ত মেয়েকে তোমরা বিবাহ করতে পার। তবে শর্ত হল, তাদের মধ্যে সুবিচারের দাবী যেন পূরণ করতে পার। সুবিচার করতে না পারলে, একজনকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর অথবা অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসী নিয়েই তুষ্ট থাক।

কোন মহিলার প্রতিই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবিচার করা যাবে না।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (١٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জোরজবরদস্তি করে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক রেখো না; যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার (বা স্বামীর অবাধ্যাচরণ) করে। আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

ইসলাম আসার পূর্বে মহিলার প্রতি এই অবিচারও করা হত যে, স্বামী মারা গেলে তার (স্বামীর) পরিবারের লোকেরা সম্পদ-সম্পত্তির মত এই মহিলারও জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী হয়ে বসত এবং নিজ ইচ্ছায় তার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহ ক'রে নিত অথবা তাদের কোন ভাই ও ভাইপোর সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিত। এমন কি সৎ বেটাও মৃত পিতার স্ত্রী (সৎ মা)কে বিবাহ করত অথবা ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোথাও বিবাহ করার অনুমতি দিত না এবং সে তার পূর্ণ জীবন বিয়ে ছাড়াই (বিধবা অবস্থায়) অতিবাহিত করতে বাধ্য হত। ইসলাম এই ধরনের সমস্ত প্রকারের যুলুম থেকে নিষেধ করেছে।

ঘোমটা পড়া স্ত্রীর রুক্ষ কথা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক তৃপ্তিকর!

কোন স্বামী চায় না যে, তার স্ত্রী কোন পরপুরুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় পত্রালাপ করুক। কিন্তু বহু পোড়ামুখী স্ত্রী তাতে খিয়ানত করে এবং পরপুরুষের সাথে প্রেম পত্রালাপ ক'রে থাকে, কোটনা বা কোটনীর মাধ্যমে, পোষ্টের মাধ্যমে, মোবাইল-ম্যাসেজের মাধ্যমে অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাতে থাকে প্রেম-ভালবাসার কথা, রসের কথা, মজার কথা, জীবনের কথা, যৌবনের কথা ইত্যাদি।

অনুরূপ কোন স্ত্রীও চায় না যে, তার স্বামী কোন পরস্ত্রীর সাথে অপ্রয়োজনীয় পত্রালাপ করুক। কিন্তু বহু পোড়ামুখো স্বামী তাতে খিয়ানত করে এবং পরস্ত্রীর সাথে প্রেম পত্রালাপ ক'রে থাকে, কোটনা বা কোটনীর মাধ্যমে, পোষ্টের মাধ্যমে, মোবাইল-ম্যাসেজের মাধ্যমে অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাতে থাকে প্রেম-ভালবাসার কথা, রসের কথা, মজার কথা, জীবনের কথা, যৌবনের কথা ইত্যাদি।

কোন স্বামীই চায় না যে, কোন পরপুরুষ তার স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করুক। কিন্তু বহু দ্বিচারিণী স্ত্রী তাতে খিয়ানত করে এবং পরপুরুষের সাথে যৌন-সম্পর্ক কায়েম ক'রে তাকে নিজের দেহ সমর্পণ করে! স্বামীর প্রেমে অপরকে শরীক করে! স্বামীর শয়ন-শয্যায় অপরকে শয়নের অধিকার প্রদান করে!

অনুরূপ কোন স্ত্রীই চায় না যে, কোন পরস্ত্রী তার স্বামীর দেহ স্পর্শ করুক। কিন্তু বহু লম্পট স্বামী তাতে খিয়ানত করে এবং পরস্ত্রীর সাথে যৌন-সম্পর্ক কায়েম ক'রে তাকে নিজের দেহদান করে! স্ত্রীর প্রেমে অপরকে শরীক করে! স্ত্রীর শয়ন-শয্যায় অপরকে শয়নের অধিকার প্রদান করে!

এর থেকে কি বড় কোন খিয়ানত আছে? এর চাইতে কি বড় কোন দাম্পত্য-অপরাধ আছে?

প্রেমের দেবতা ভক্ত প্রেমিকের সহিতে পারে সবি,
দুর্বলতা ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা আরো যাতে নাহি খুবি।
কিন্তু প্রেমের সমকক্ষ শরীক ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী,
সহ্য করিতে পারে না রাখিতে ছিন্ন হৃদয়কে বন্দী।

এই খিয়ানত যখন ধরা পড়ে, তখন সংসারে অশান্তি নেমে আসে। এমনকি অনেক সংসারে বিবাহ-বিচ্ছেদও ঘটে যায়। আর অনেক স্ত্রীর অযাচিতভাবে সতীন এসে পড়ে এবং অনেক স্বামীর স্ত্রী তাকে 'বাই-বাই' দিয়ে নতুন বরের সাথে বাই-পাশ রাস্তা বেয়ে পগাড় পার হয়ে যায়। অনেক স্ত্রী কোলের ছেলে জলে ফেলে যৌবন সাজায়। এদের কি হিসাব হবে না বলছেন? সমাজের হিসাব থেকে বেহায়ার মত

বেঁচে গেলেও কিয়ামতের হিসাব থেকে কি রেহাই পাবে?

বলাই বাহুল্য যে, স্ত্রী হবে নিজের দেহ-যৌবনের ব্যাপারে আমানতদার। সে স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে সে সম্পদের মালিক বানাবে না। সাময়িকভাবে ক্ষণিকের তরেও সে তাতে কোন প্রকার খিয়ানত করবে না। সেই হল সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী।

মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খোশ ক'রে দেয়, যাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ)*

কত বড় খিয়ানতকারী সে মহিলা, যে গোপনে তার স্বামীর বংশে ভেজাল ঢুকিয়ে দেয়। মাসিক অথবা গর্ভের কথা গোপন ক'রে স্বামীর ক্ষতি চায়।

অন্য এক শ্রেণীর খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা মহান আল্লাহ বলেন,

{ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ}

অর্থাৎ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন; তারা ছিল আমার দাসদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে তারা (নূহ ও লূত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর। *(সূরা তাহরীম ১০ আয়াত)*

তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা তাদের স্বামীদের উপর ঈমান আনেনি। তারা মুনাফেকী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল এবং নিজেদের কাফের জাতির প্রতি তারা সমবেদনা পোষণ করত। যেমন, নূহ ؑ-এর স্ত্রী নূহ ؑ-এর ব্যাপারে লোকদেরকে বলে বেড়াত যে, এ একজন পাগল। আর লূত ؑ-এর স্ত্রী তার গোত্রের লোকদেরকে নিজ বাড়ীতে আগত অতিথির সংবাদ পৌঁছে দিত। কেউ কেউ বলেন, এরা উভয়ই তাদের জাতির লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বামীর চুগলি করে বেড়াত।

স্ত্রী যার মুখাপেক্ষিণী, যার সে খায়-পরে, যার কাছে সে নিজ দেহ-যৌবন সমর্পণ করে, সে যার শয্যাসঙ্গিনী, তার মনের বিরোধিতা করা খিয়ানত নয় তো আবার কি?

পতির খায়, কিন্তু গুণ গায় উপপতির, স্বামীর খায়, কিন্তু প্রশংসা করে পরপুরুষের, স্বামীর খায়-পরে ও শয্যা গ্রহণ করে, কিন্তু অপরের কাছে তার বদনাম গায়, গীবত করে, চুগলী করে, স্বামীর খায়, অথচ তার হিতাকাঙ্ক্ষিণী নয়, স্বামীর খায়, অথচ তার শুভকামনা করে না, সহমর্মিতা প্রদর্শন করে না ও সহযোগিতার হাত বাড়ায় না, স্বামীর

খায়, কিন্তু তার আনুগত্য করে না, স্বামীর খায়, অথচ সে তার অবাধ্য, এমন স্ত্রী খিয়ানতকারিণী নয় তো আবার কি?

ধন-সম্পত্তি আমানত

আপনার হাতে যে ধন-সম্পত্তি আছে, তা আপনার নয়। ঐ বাড়ি আপনার নয়, ঐ মাটি আপনার নয়। আপনাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে মাত্র। সুতরাং যে মালিক আমানত স্বরূপ আপনাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন, তাঁর সন্তুষ্টি ও ইচ্ছামতে তা ব্যবহার করতে হবে। তা না করলে তাঁর আমানতে খিয়ানত হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় দুনিয়া মধুর ও সবুজ (সুন্দর আকর্ষণীয়)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োজিত করেছেন; তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করছ? অতএব তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও, তাহলে) দুনিয়ার ধোকা থেকে বাঁচ এবং নারীর (ফিৎনা থেকে) বাঁচ। কারণ, বানী ঈস্রাইলের সর্বপ্রথম ফিৎনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।" *(মুসলিম)*

ধন-সম্পত্তি চাহে আপনি ওয়ারেস-সূত্রে অর্জন করেন অথবা চাকুরি বা ব্যবসাসূত্রে উপার্জন করেন অথবা কারো অনুগ্রহ ও অনুদানে তা লাভ করেন, কোন ক্ষেত্রেই তা আপনার নয়।

সুতরাং আপনার উচিত, কারূনকে তার সম্প্রদায়ের দেওয়া উপদেশ গ্রহণ করা, "দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৭৬-৭৭ আয়াত)*

আর খবরদার! তার জবাবে আপনি কারূনের মত বলবেন না যে, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' নচেৎ আপনারও সেই অবস্থা হতে পারে, যা তার হয়েছিল।

ধন-মাল যেহেতু আল্লাহর দান আপনার নিকট আমানত, সেহেতু আপনি তা পাপের পথে ব্যয় করতে পারেন না। তা করলে, তাঁর আমানতে খিয়ানত হবে।

তাতে অপচয় ও অপব্যয় করতে পারেন না, করলে আমানতে খিয়ানত হবে।

জ্ঞানহীন ও শিশুদেরকে সে মাল দিতে পারেন না। কারণ, তারা তা অপচয় ও নষ্ট করতে পারে অথবা এমন জিনিস কিনতে পারে, যা ক্ষতিকারক। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} (٥) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের সম্পদকে যা তোমাদের উপজীবিকা (জীবনযাত্রার অবলম্বন) করেছেন, তা নির্বোধদের (হাতে) অর্পণ করো না। তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কর এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বল। *(সূরা নিসা ৫ আয়াত)*

বান্দার হক বিষয়ক আমানত

মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় সামাজিক জীবরূপে পাঠিয়েছেন। মানুষ এখানে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করবে, একে অপরের সহযোগিতা করবে, পরস্পর সহানুভূতি রাখবে, আপোসের মাঝে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখবে, একে অন্যের অধিকার চিনবে এবং তা আদায় করবে। প্রত্যেক হকদার তার হক ফিরিয়ে পাবে। নারী-শিশু-দুর্বল কেউই নিজ নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। মহান আল্লাহ কুরআন ও নবী দ্বারা সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন। প্রত্যেককে তার অধিকার আদায় ক'রে দিতে আদেশ করেছেন। কিন্তু দুনিয়াতে কেউ যদি তা পালন না করে, তাহলে আখেরাতে অবশ্যই তিনি প্রত্যেককে তার অধিকার ফিরিয়ে দেবেন। অধিকার হরণকারীর নিকট থেকে যে কোন প্রকারে বিনিময় গ্রহণ ক'রে যার অধিকার হরণ করা হয়েছে, তাকে প্রদান করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া হবে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার (কোন মুসলমান) ভাইয়ের উপর তার সম্ভ্রম অথবা কোন বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল করে নেয়, ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। তার যদি কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম এর পরিমাণ অনুযায়ী তা হতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেকী না থেকে, তবে তার (মযলূম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালেমের) উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মানুষ সভ্য জাতি। জ্ঞান-গরিমায় মায়া-মমতায় এ জাতি অনন্য। কিন্তু যে জাতির মধ্যে সভ্যতা নেই, জ্ঞানের পরিচয় নেই, গরিমার বহিঃপ্রকাশ নেই,

অপরের প্রতি দয়া-মায়া নেই, সেই জাতি কি সফলকাম হতে পারে? সেই জাতিকে কি সভ্য জাতি বলা যেতে পারে?

সে জাতির রসূল ﷺ বলেন, "সে জাতি পবিত্র হবে না, যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে অর্জন না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বায্যার, ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১নং)*

'ধর্ম্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি---
আমরা সেই সে জাতি।।
পাপ বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যা'রা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙারি' শীতল শান্তি ধারা
উচ্চ নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি।
আমরা সেই সে জাতি।।
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি'ক ইসলাম
সত্যে যে চায়, আল্লায় মানে, মুসলিম তা'রি নাম।
আমীর ফকীরে ভেদ নাই, সবে ভাই সব এক সাথী।
আমরা সেই সে জাতি।।'

স্বজাতি না হলেও, বিজাতিরও অধিকার আছে। তাদের সাথেও কৃত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করতে হবে। বিজাতি বলে তাদের অধিকার দৃষ্টিচ্যুত নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ, বুখারী ৩১৬৬, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে বের হয়ে তার ভালো-মন্দ সমস্ত লোককে হত্যা করবে এবং তার মু'মিনকেও বাদ দেবে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তি রক্ষা করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।" *(মুসলিম)*

অপরের মাল আমানত

কোন মুসলিমের জন্য অপর মানুষের মাল হালাল নয়। অপরের হাতে থাকা অবস্থায় তো নয়ই, নিজের আয়ত্তে থাকলে বা এলেও তা নিজের অধিকারভুক্ত

ক'রে নেওয়া কোনভাবেই বৈধ নয়। বৈধ নয় জোর-জবরদস্তি ক'রে অথবা কোন ছল-বাহানা বা ধোঁকাবাজি করে তা আত্মসাৎ ও ভক্ষণ করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বিদায়ী হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, "সতর্ক হয়ে যাও, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি তোমাদের রক্ত ও মাল হারাম করে দিয়েছেন। যেমন তোমাদের এদিন হারাম তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে। শোনো! আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি?" সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।" *(বুখারী, কিছু অংশ মুসলিম)*

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" সাহাবাগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই।' তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশিগুলি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(মুসলিম)*

অপরের মাল যে কোন প্রকারে আপনার নিকট আসুক বা থাকুক, তা আমানত তাতে খিয়ানত অবশ্যই বৈধ নয়।

আপনি যদি হিসাব রক্ষক বা বাড়ির চাকর হন, তাহলে মালিকের মাল আপনার নিকট আমানত। সে মালের হিসাব যেমন মালিক নেবে, তেমনি নেবেন আসল মালিক।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার

করে দেওয়া হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে খুন হও, তাহলে।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কি যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন করে দেওয়া হবে?' রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে (খুন হও, তাহলে)। কিন্তু ঋণ (ক্ষমা হবে না)। কেননা জিব্রীল ﷺ আমাকে এ কথা বললেন।" *(মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, যখন আমার পিতা যুবাইর) 'জামাল' যুদ্ধের দিন দাঁড়ালেন তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। সুতরাং আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে বৎস! আজকের দিন যারা খুন হবে সে অত্যাচারী হবে অথবা অত্যাচারিত। আমার ধারণা যে, আমি আজকে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে যাব। আর আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা আমার ঋণের। (হে আমার পুত্র!) তুমি কি ধারণা করছ যে, আমার ঋণ আমার কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রাখবে (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু মাল বেঁচে যাবে)? অতঃপর তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! তুমি আমার সম্পদ বেচে আমার ঋণ পরিশোধ ক'রে দিও। আর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ তার অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ-এর ছেলেদের জন্য অসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, যদি ঋণ পরিশোধ করার পর আমার কিছু সম্পদ বেঁচে যায়, তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য।

(হাদীসের এক রাবী) হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহর কিছু ছেলে যুবাইরের কিছু ছেলে খুবাইব ও আব্বাদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় তাঁর নয়টি ছেলে ও নয়টি মেয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর তিনি (যুবাইর) তাঁর ঋণের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করতে থাকলেন এবং বললেন, হে বৎস! যদি তুমি ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যাও, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আমার মওলার সাহায্য নিও। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারলাম না। পরিশেষে আমি বললাম, আব্বাজান! আপনার মওলা কে? তিনি বললেন, আল্লাহ। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ঋণের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছি তখনই বলেছি, হে যুবাইরের মওলা! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দাও। সুতরাং আল্লাহ তা আদায় করে দিয়েছেন।

দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আপনি যদি কোন ব্যবসায়ীর শরীক অথবা প্রতিনিধি হন, তাহলে সেই ব্যবসায়ীর মাল আপনার কাছে আমানত। শরীকের কাছে লাভ গোপন ক'রে আপনি ভাগে বেশী নিতে পারেন না।

ক্রেতার কাছে মাল বিক্রয় করার সময় আপনি মালের দোষ গোপন করতে পারেন না। তা করলে ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয় এবং আমানতে খিয়ানত হয়।

পক্ষান্তরে আমানতদার ব্যবসায়ীর মাহাত্ম্য বর্ণনায় হাদীস এসেছে। মহানবী ﷺ বলেন, "আমানতদার, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৫৩নং)*

ভোজ ইত্যাদিতে কাউকে গোশ্ত বা মিষ্টির দায়িত্বে রাখা হলে, তাকে তার আমানতদার বানানো হয়। কিন্তু তাকে যার রক্ষক বানানো হয়, তারই সে ভক্ষক হয়ে বসে। নিজে খায়, নিজের ছেলেদেরকে খাওয়ায়, অনেক সময় ঘরেও পাচার করে। এরা যে কত নিকৃষ্ট খিয়ানতকারী, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

ঋণ একটি আমানত

মানুষের নিকট থেকে যে ঋণ নেওয়া হয়, তা কিন্তু এক আমানত। সে আমানতে খিয়ানত করলে তার শাস্তি সহজ নয়। যেহেতু সে পাপ বান্দার হক সম্পর্কিত, সেহেতু ঋণদাতা বান্দা মাফ না করলে, মহান আল্লাহ মাফ করেন না।

আবূ ক্বাতাদাহ হারেস ইবনে রিবয়ী ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাঁদের জন্য বর্ণনা করলেন যে, "আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল।" এ শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে আল্লাহর পথে হত্যা করে দেওয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন

আব্দুল্লাহ বলেন, (সেই যুদ্ধে) যুবাইর খুন হয়ে গেলেন এবং তিনি (নগদ) একটি দীনার ও দিরহামও ছেড়ে গেলেন না। কেবল জমি-জায়গা ছেড়ে গেলেন; তার মধ্যে একটি জমি 'গাবাহ' ছিল আর এগারোটি ঘর ছিল মদীনায়, দুটি বাসরায়, একটি কুফায় এবং একটি মিসরে। তিনি বলেন, আমার পিতার ঋণ এইভাবে হয়েছিল যে, কোন লোক তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য মাল নিয়ে আসত। অতঃপর যুবাইর ﷺ বলতেন, না, (আমানত হিসাবে নয়) বরং তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে থাকবে। কেননা, আমি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। (কারণ আমানত নষ্ট হলে তার আদায় করা জরুরী নয়, কিন্তু ঋণ আদায় করা সর্বাবস্থায় জরুরী)।

তিনি কখনও গভর্নর হননি, না কদাচ তিনি ট্যাক্স, খাজনা বা অন্য কোন অর্থ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (যাতে তাঁর মাল সংগ্রহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে।) অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্র, উমার ও উসমান ﷺদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন (এবং তাতে গনীমত হিসাবে যা পেয়েছিলেন সে কথা ভিন্ন)।

আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি তাঁর ঋণ হিসাব করলাম, তো (সর্বমোট) ২২ লাখ পেলাম। অতঃপর হাকীম ইবনে হিযাম আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাকীম বললেন, হে ভাতিজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত ঋণ আছে? আমি তা গোপন করলাম এবং বললাম, এক লাখ। পুনরায় হাকীম বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পদ এই ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট হবে। আব্দুল্লাহ বললেন, কি রায় আপনার যদি ২২ লাখ হয়? তিনি বললেন, আমার মনে হয় না যে, তোমরা এ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখো। সুতরাং তোমরা যদি কিছু পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়, তাহলে আমার সহযোগিতা নিও।

যুবাইর 'গাবাহ' ১ লাখ সত্তর হাজারে কিনেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ সেটি ১৬ লাখের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমার সঙ্গে 'গাবাহ'তে সাক্ষাৎ করুক। (ঘোষণা শুনে) আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর নিকট এলেন। যুবাইরকে দেওয়া তাঁর ৪ লাখ ঋণ ছিল। তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, তোমরা যদি চাও তবে এ ঋণ তোমাদের জন্য মকুব করে দেব? আব্দুল্লাহ বললেন, না। তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও যে, ঋণ (এখন আদায় না ক'রে) পরে আদায় করবে, তাহলে তাও করতে পার। আব্দুল্লাহ বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আমাকে এই জমির এক অংশ দিয়ে দাও। আব্দুল্লাহ বললেন, এখান থেকে এখান পর্যন্ত তোমার রইল।

অতঃপর আব্দুল্লাহ ঐ জমি (ও বাড়ি)র কিছু অংশ বিক্রি ক'রে তাঁর (পিতার)

ঋণ পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ ক'রে দিলেন। আর ঐ 'গাবাহ'র সাড়ে চার ভাগ বাকী থাকল। অতঃপর তিনি মুআবিয়াহর কাছে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাছে আম্র ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবাইর এবং ইবনে যামআহ উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়াহ তাঁকে বললেন, 'গাবাহ'র কত দাম হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক ভাগের এক লাখ। তিনি বললেন, কয়টি ভাগ বাকী রয়ে গেছে? তিনি বললেন, সাড়ে চার ভাগ। মুনযির ইবনে যুবাইর বললেন, আমি তার মধ্যে একটি ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম। আম্র ইবনে উসমান বললেন, আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম। ইবনে যামআহ বললেন, আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম। অবশেষে মুআবিয়াহ বললেন, তার কত ভাগ বাকী থাকল? তিনি বললেন, দেড় ভাগ। তিনি বললেন, আমি দেড় লাখে তা নিয়ে নিলাম।

আব্দুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর ভাগটি মুআবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করলেন।

অতঃপর যখন ইবনে যুবাইর ঋণ পরিশোধ ক'রে শেষ করলেন, তখন যুবাইরের ছেলেরা বলল, (এবার) তুমি আমাদের মধ্যে আমাদের মীরাস বন্টন করে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে (তা) বন্টন করব না, যতক্ষণ না আমি চার বছর হজ্জের মৌসমে ঘোষণা করব যে, যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে, সে আমাদের কাছে আসুক, আমরা তা পরিশোধ করে দেব। অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর (হজ্জের) মৌসমে ঘোষণা করতে থাকলেন। অবশেষে যখন চার বছর পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের মধ্যে (মীরাস) বন্টন ক'রে দিলেন এবং এক তৃতীয়াংশ মাল (যাদেরকে দেওয়ার অসিয়ত ছিল তাদেরকে তা) দিয়ে দিলেন। আর যুবাইরের চারটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে পড়ল বারো লাখ করে। তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি দু'লাখ। *(বুখারী)*

আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ ঋণকে বড্ড ভয় করেন। ঋণ থেকে পানাহ চান। পক্ষান্তরে বহু লোক আছে, যারা অপ্রয়োজনে বিলাসিতা রক্ষার জন্য ঋণ ক'রে থাকে। পরন্তু পরিশোধের মেয়াদ খেয়াল করে না। তারা ভয় করে না যে, আমানতে খিয়ানত হয়ে যেতে পারে।

কিছু টাকা আপনার নিকট সাময়িকভাবে আসে-যায়। আপনি তা নিজের কাজে লাগিয়ে মালিককে কলা দেখালে আমানতে খিয়ানত হয়। মনি-অর্ডারের টাকা, মানি-ট্র্যান্স্ফারের টাকা নিজের কাজে লাগিয়ে প্রাপককে ঘুরাতে থাকলে সেই খিয়ানতের দরুন ধরা পড়তে হবে কিয়ামতের দিন।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর বকেয়া দেনমোহরও স্বামীর নিকট তার আমানত। তাতে খিয়ানত করা অথবা ছলে-কৌশলে তা তাকে আদায় না দিয়ে ফাঁকি দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয়।

অসিয়ত একটি আমানত

ইসলামী শরীয়তে বঞ্চিতদের জন্য অথবা দানের জন্য অসিয়তের বিধান রয়েছে। সেই বিধানে হেরফের করা আমানতে খিয়ানত করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)

অর্থাৎ, তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে 'অসিয়ত' করার বিধান দেওয়া হল। ধর্মভীরুদের জন্য এটা অবশ্য পালনীয়। অতঃপর এ (বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর (সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশদাতার) পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাদের পরস্পরের মধ্যে (কিছু রদ-বদল করে) সন্ধি করে দেয়, তবে তার কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮০-১৮২ আয়াত)*

'অসিয়ত' (উইল) করার এ নির্দেশ উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর উক্তি হল, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক অধিকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ, ওয়ারেসীনদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন)। অতএব কোন উত্তরাধিকারের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নয়।" *(আবূ দাউদ ২৮৭০, তিরমিযী ২১২১, নাসায়ী ৩৫৮১, ইবনে মাজা ২৭১৩, আহমদ ১৭২১২নং)* তবে এমন আত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করা যাবে, যে ওয়ারিস নয়। অনুরূপ সৎপথে ব্যয় করার জন্য অসিয়ত করা যাবে; আর তার সর্বাধিক পরিমাণ হল (মোট সম্পত্তির) এক তৃতীয়াংশ। এর বেশী অসিয়ত করা যাবে না। *(বুখারী)*

আর পক্ষপাতিত্ব করা বা ঝুঁকে পড়া-এর অর্থ হল, ভুলে গিয়ে কোন এক

আত্মীয়র প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে অন্যের অধিকার হরণ করে। আর 'অন্যায়'-এর অর্থ হল, জেনে-শুনে এ রকম করা। অথবা 'অন্যায়'এর অর্থ হল, অন্যায় অসিয়ত, যা পরিবর্তন করা এবং তা কার্যকরী না করা অত্যাবশ্যক। এ থেকে জানা গেল যে, অসিয়তে ন্যায় ও সুবিচারের খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। তা না হলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় অবিচার করার অপরাধে তার পারলৌকিক মুক্তি অতীব কঠিন হয়ে যাবে। *(আহসানুল বায়ান)*

বৈধ অসিয়ত কার্যকর না করলেও আমানতে খিয়ানত করা হয়।

ওয়াক্‌ফ একটি আমানত

ওয়াকফের সম্পত্তি কেউ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতে পারে না। যে কাজে ওয়াকফ করা হয়েছে, সেই কাজে তা ব্যয় হওয়া জরুরী। মসজিদের সম্পত্তি মসজিদের কাজে ব্যয় হবে। প্রয়োজন না থাকলে অন্য মসজিদ বা ওয়াকফের কাজে ব্যয় হবে। কোন সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত কাজে তা ব্যয় করা যাবে না।

অনুরূপ মাদ্রাসা, এতীমখানা, মুসাফিরখানা প্রভৃতির মাল-সম্পত্তি কারো ব্যক্তিগত কাজে লাগানো বৈধ নয়।

এতীমের মাল-সম্পত্তি আমানত

যে ব্যক্তি কোন এতীমের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর কাছে এতীমের মাল কিন্তু আমানত। সেই মালে কোন প্রকার খিয়ানত বৈধ নয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন,

{وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (٢) سورة النساء

অর্থাৎ, পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত ক'রে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ। *(সূরা নিসা ৬ আয়াত)*

অর্থাৎ, পিতৃহীন, অনাথ বা এতীম যখন সাবালক হয়ে যাবে এবং ভাল-মন্দ বুঝতে শিখবে, তখন তাকে তার ধন-সম্পদ বুঝিয়ে (ফিরিয়ে) দাও। 'খাবীস' বলতে নিকৃষ্ট জিনিস এবং 'ত্বাইয়্যিব' বলতে উৎকৃষ্ট জিনিসকে বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ, এমন করো না যে, তাদের মাল থেকে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে তার পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস দিয়ে গুনতি পূরণ করে দেবে। এই নিকৃষ্ট জিনিসগুলোকে 'খাবীস' (নাপাক) এবং উৎকৃষ্ট জিনিসগুলোকে 'ত্বাইয়্যিব' (পবিত্র) আখ্যা দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এইভাবে পরিবর্তন করা মাল যদিও প্রকৃতপক্ষে 'ত্বাইয়্যিব' (পবিত্র ও হালাল), তবুও তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। কাজেই এখন তা আর পবিত্র নেই, বরং তোমাদের জন্য তা অপবিত্র ও হারাম হয়ে গেছে। অনুরূপ বেঈমানী ক'রে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত ক'রে খাওয়াও নিষেধ। তবে যদি তাদের কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাদের মালকে নিজের মালের সাথে মিশ্রিত করা জায়েয। *(আহসানুল বায়ান)*

এতীমের আমানত আদায় ক'রে দেওয়ার তাকীদে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} (٦) سورة النساء

অর্থাৎ, পিতৃহীনদেরকে পরীক্ষা করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় ক'রে ও তাড়াতাড়ি ক'রে তা খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত, সে যেন যা অবৈধ তা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। আর তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে, তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা নিসা ৬ আয়াত)*

এতীমদের মালের ব্যাপারে অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশাদি দেওয়ার পর এ কথা বলার অর্থ হল, যতদিন পর্যন্ত এতীমের মাল তোমার কাছে ছিল, তার তুমি কিভাবে হিফাযত করেছ এবং যখন তার মাল তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ, তখন তার মালে কোন কম-বেশী বা কোন প্রকার হেরফের করেছ কি না? সাধারণ মানুষ তোমার বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে জানতে না পারলেও মহান আল্লাহর নিকট তো কিছু গোপন নেই। যখন তোমরা তাঁর কাছে যাবে, তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের হিসাব নিবেন। এই জন্যই হাদীসে এসেছে যে, এটা বড়ই দায়িত্বের কাজ। নবী করীম ﷺ আবূ যার ؓ-কে বললেন, "হে আবূ যার্র! আমি দেখছি তুমি বড়ই দুর্বল। আর আমি তোমার জন্য তা-ই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য করি। কোন দু'জন মানুষের

তুমি আমীর হয়ো না এবং এতীমের মালের দায়িত্ব গ্রহণ করো না।" *(মুসলিম ১৮২৬নং)*

মহান আল্লাহ এতীমদের মালের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন; তিনি বলেছেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (١٥٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। *(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত)*

{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} (٣٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া এতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

পক্ষান্তরে যারা খিয়ানত ক'রে এতীমের মাল ভক্ষণ করে, তাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (١٠)

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। *(সূরা নিসা ১০ আয়াত)*

যাঁরা এতীমখানার দায়িত্বশীল, তাঁদেরকেও এ আমানতের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত।

সঊদী আরবে এতীমের মালে এক প্রকার খিয়ানত দেখা যায়। এক লোক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রেখে এ দেশে কাজ করতে আসে। কোন দুর্ঘটনায় তার প্রাণ হারায় এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী তার ওয়ারেসরা এক লক্ষ রিয়াল মৃত্যুপণ

(দিয়াত) পায়। কিন্তু সে রিয়াল বের করতে কিছু কাগজপত্র ও দৌড়ধাপের দরকার হয়। সঊদী আরবে কর্মরত কোন লোককে তাদের প্রতিনিধি হয়ে সে অর্থ তুলতে হয়। নিজের এলাকার কোন লোক অথবা কোন আত্মীয় প্রতিনিধি হয়ে সেই অর্থ তুলে নেয়। অতঃপর অর্থের লোভে পড়ে সবটুকু অর্থ না দিয়ে এতীমদেরকে ফাঁকি দেয়। অবশ্য দৌড়ধাপ ক'রে সে যতটুক খরচ করেছে, তা নিতে পারে। কিন্তু সেই অর্থ থেকে নাহক ভাগ গ্রহণ ক'রে নিজের পেটে দোযখের আগুন ভক্ষণ করে। সুতরাং আল্লাহই হিসাবকর্তা।

সরকারী মাল আমানত

সরকারী যে কোন প্রকারের অর্থ-সম্পত্তি আপনার আয়ত্তে এলে আপনি তাতে খিয়ানত করতে পারেন না। সরকারী পদ পেলে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, তহবীল তসরুফ ইত্যাদি ইসলামে হারাম।

সরকারী কোন সম্পত্তি বা সম্পদ ব্যবহার করতে পেলে তার অপব্যবহার খিয়ানতে পরিণত হয়। বৈধ নয় 'সরকার কা মাল দরিয়া মেঁ ডাল' বলে অপচয় করা। 'মালে মুফ্‌ত দিলে বেরহম' হওয়া উচিত নয়।

বহু লোক আছে, যারা 'পরের জিনিস পায়, হাগা-পোঁদে খায়।' সরকারী মাল বলে তাতে অপচয় ঘটায়, প্রয়োজনের অধিক খরচ করে, নোকসান ক'রে কাজে লাগায়, অযত্ন ক'রে ব্যবহার করে।

কারেন্ট, পানি, গ্যাস (ফ্রি বা মিনিমাম চার্জ হলে) অতিরিক্ত ব্যয় করে। দিনে-রাতে বাতি জ্বালিয়ে রাখে। ঘরে কেউ না থাকলেও এসি চলতে থাকে। অনেকে একটি দেশলাই কাঠি খরচের ভয়ে পরক্ষণ পর্যন্ত গ্যাসচুলা জ্বালিয়েই রেখে দেয়!

সরকারী ফোন বলে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে, নানা লোকের গীবত করে।

সরকারী গাড়ি বলে চালাতে যত্ন নেয় না। সেই গাড়ি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে।

সরকারী বাড়ি বলে তার সঠিক হিফাযত করে না। তার কোন আসবাবপত্র ভাঙ্গলে, ফাটলে, কাটলে, ছিঁড়লে নতুন হবে বলে হতযত্ন করা হয়।

সরকারী ওষুধ পেলে বেআইনীভাবে গরীব-সেবা করে, বন্ধু-বান্ধবদেরকে দেয়,

উপহারের বিনিময়ে ওষুধ উপহার দেয়, বিক্রি ক'রে পয়সাও করে।

এ সব কি আমানতে খিয়ানত নয়?

জনগণের মাল আমানত

যে অর্থ বা অনুদান জনসাধারণের নামে আসে, তা জনসাধারণের। তা জনসাধারণের মাঝে নিয়মিত ভাগ-বিতরণ হওয়া উচিত। সে দান কোন নেতা বা প্রধানের কুক্ষিগত করা আদৌ বৈধ নয়। বৈধ নয় নিজের আত্মীয়কে ভাল জিনিসটা দেওয়া অথবা বড় ভাগটা দেওয়া অথবা যে হকদার নয়, তাকে হক দেওয়া। এতে অবশ্যই আমানতে খিয়ানত হয়।

বন্যাত্রাণ, রাস্তার টাকা, পঞ্চায়েতের টাকা, যে কোন সরকারী টাকা যা জনগণের নামে আসে, তা জনগণের স্বার্থে ব্যয় হওয়া জরুরী, তাতে খিয়ানত করা কারো জন্য বৈধ নয়।

কন্ট্রোলের তেল-চিনি, চাল-ডাল, আটা-গম আসে জনসাধারণকে কমদামে বিক্রি করার জন্য। সেসব ব্লাকে বেশী দামে বিক্রি করা এবং হকদারদেরকে হক থেকে বঞ্চিত করা খিয়ানত বৈ কি?

'কেউ মরে বিল হেঁচে, কেউ খায় কই।' অনধিকার কোন জিনিস ভক্ষণ করা খিয়ানত নয় তো কি? অথচ নিয়ম হল, 'দল ভাঙ্গলে যে, কই খাবে সে।' কিন্তু 'পা না ভিজল যার, বড় কইটা তার।' এইভাবে গরীবদের হক আত্মসাৎ করা খিয়ানত নয় তো কি?

যুদ্ধলব্ধ মাল ও বায়তুল মালের মাল আমানত

যুদ্ধে জয় হলে শত্রুপক্ষ যে সব মাল ছেড়ে যায় অথবা তাদের যে সকল মাল হাতে আসে, তাকে 'গনীমতের মাল' বলা হয়। এই মাল জমা করার সময় অনেক হতভাগা কিছু জিনিস লুকিয়ে রেখে নেয়। এটি এক প্রকার চুরি এবং গনীমতের মালে খিয়ানত।

অনুরূপ যাকাতের মাল জমা করা হয়। জমাকারী বা আদায়কারী সেই মাল তসরুফ করে। বেতনভোগী আদায়কারী ঠিকমত আদায় করে না। অনেকে কিছু হাদিয়া বলে নিজের ভাগে রেখে নেয়। অতিরিক্ত রাহা-খরচ দেখিয়ে কিছু কেটে নেয়। আর অনেকে নয়কে ছয় ক'রে ধোঁকাবাজি ক'রে ফাঁকি দিয়ে নিজের ভাগ বাড়ায়!

অনেকে ৫০ টাকা লিখতে শূন্য হাল্কা ক'রে লিখে ৫ টাকা দেখায়। অনেকে ৫ কেজি না লিখে কেবল ৫ লিখে ৫ টাকা দেখিয়ে হিসাব দেয়!

অনেক মানুষ ভাল নিয়তে রসিদ নিতে চায় না। কিন্তু সে এই শ্রেণীর চোরদেরকে চুরি করতে সহযোগিতা করে। যেহেতু রসিদ বাইরে তো আর কোন হিসাব দেয় না আদায়কারী।

অনেকে জাল চেক ছাপিয়ে আদায় করে ও উদরে ভরে। অনেকে কন্যাদায়ে পড়ার দোহাই দিয়ে ওশর-যাকাৎ আদায় ক'রে পেটে ভরে। অনেকে নামে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নও-মুসলিম সেজে যাকাতের মাল খায়। অনেকে নানা ভেক দেখিয়ে ভিক আদায় ক'রে অর্থ সঞ্চয় করে।

যে সর্দারদের কাছে যাকাত, ওশর, ফিতরা বা কুরবানীর চামড়ার পয়সা জমা হয়, তারাও তাতে তসরুফ করে। বিতরণ করার সময় আত্মীয়গত, পার্টিগত অথবা অন্য কোন স্বার্থগত কারণে নয়ছয় করে। অনেকে নিজের কাজে খরচ ক'রে ফেলে।

এ সবকিছু খিয়ানত; বায়তুল মাল ও আল্লাহর মালে খিয়ানত। এর শাস্তি কি আর ছোট হবে ভেবেছেন?

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} (١٦١)

অর্থাৎ, যে (গনীমতে) খিয়ানত করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা আমল করেছে, তার পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান লাভ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। *(সূরা আ-লে ইমরান ১৬১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে (বিশেষ) পতাকা নির্দিষ্ট হবে। বলা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির (বিশ্বাসঘাতকতার) প্রতীক।" *(বুখারী, মুসলিম)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন, "কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছায় একটা পতাকা থাকবে, যাকে তার বিশ্বাসঘাতকতা অনুপাতে উঁচু করা হবে। জেনে রেখো! রাষ্ট্রনায়ক (বিশ্বাসঘাতক হলে তার) চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর অন্য কেউ হতে পারে না।" *(মুসলিম)*

একবার গদি পেলে যে নেতারা সরকারী মালে জালিয়াতি ও দুর্নীতি ক'রে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়, তাদের থেকে বড় খিয়ানতকারী আর কে হতে পারে?

জনসাধারণ তথা বায়তুল মালে কোন প্রকার খিয়ানত অবশ্যই বড় ভয়ঙ্কর খিয়ানত।

এই খিয়ানতের ভয়াবহতা নিম্নের কয়েকটি হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাবে ঃ-

উবাদাহ বিন স্বামেত ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ হুনাইনের দিন গনীমতের একটি উটের পাশে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি হাত বাড়িয়ে উট থেকে কিছু গ্রহণ করলেন। বুঝা গেল, তিনি কিছু লোম হাতে নিয়েছেন। অতঃপর তা দুটি আঙ্গুলের মাঝে রেখে বললেন, "হে লোক সকল! এ হল তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা অথবা ছুঁচ, এর চাইতে কোন বেশী দামের জিনিস অথবা কম দামের জিনিস তোমরা আদায় (জমা) করে দাও। কেন না, গনীমতের মালে খিয়ানত হল কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা, কলঙ্ক ও দোযখ যাওয়ার কারণ।" *(ইবনে মাজাহ ২৮৫০, সিলসিলা সহীহাহ ৯৮৫নং)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল দেখাশুনা করার জন্য কারকারা নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। সে মারা গেলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "ও তো জাহান্নামী!" (এ কথা শুনে) তার ব্যাপার দেখতে সকলে তার নিকট উপস্থিত হল; দেখল, একটি আলখাল্লা সে খিয়ানত করে রেখে নিয়েছিল। *(বুখারী ৩০৭৪, ইবনে মাজাহ ২৮৪৯নং)*

যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﵁ হতে বর্ণিত, খাইবারের দিন নবী ﷺ-এর এক সহচরের মৃত্যু হলে সে কথা তাঁর নিকট উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" এ কথা শুনে লোকেদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তোমাদের ঐ সঙ্গী আল্লাহর পথে খিয়ানত করেছে। (তাই আমি ওর জানাযা পড়ব না।)" আমরা তার আসবাব-পত্রের তল্লাশী নিলাম, এর ফলে তাতে আমরা ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত একটি মাত্র মালা পেলাম; যার মূল্য দুই দিরহামও নয়! *(মালেক, আহমাদ ৪/১১৪, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহকামুল জানাইয, আলবানী ৭৯ ও ৮৫পৃঃ)*

উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﵁ বলেন, যখন খাইবারের যুদ্ধ হল তখন রসূল ﷺ-এর কিছু সাহাবী এসে বললেন, 'অমুক অমুক শহীদ হয়েছে।' অতঃপর তাঁরা একটি লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, 'অমুক শহীদ।' নবী ﷺ বললেন, "কখনোই না। সে (গনীমতের) মাল থেকে একটি চাদর অথবা আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) চুরি করেছিল, সেজন্য আমি তাকে জাহান্নামে দেখলাম।" *(মুসলিম)*

আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে গনীমতের মালে খিয়ানতের কথা উল্লেখ করলেন এবং

আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা ক'রে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন, তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সহিত সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ ﷺ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী-মুসলিম)*

আদী ইবনে আমীরাহ ﷺ বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর সে আমাদের কাছে ছুঁচ অথবা তার চেয়ে বেশী (কিম্বা কম কিছু) লুকিয়ে নেয়, তো এটা খিয়ানত ও চুরি করা হয়। কিয়ামতের দিন সে তা সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে।" এ কথা শুনে আনসারদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উঠে দাঁড়ালেন, যেন আমি তাকে (এখন) দেখছি। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি (যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন) তা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন।' তিনি বললেন, "তোমার কি হয়েছে?" সে বলল, 'আমি আপনাকে এ রকম কথা বলতে শুনলাম।' তিনি বললেন, "আমি এখনো বলছি যে, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, সে যেন অল্প-বেশী (সমস্ত মাল) আমার কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তা হতে তাকে যতটা দেওয়া হবে, তাইই সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে তাকে বিরত রাখা হবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে।" *(মুসলিম)*

মসজিদের মাল আমানত

বিষয়টির প্রতি ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উট ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' আর আমি বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট এ (দুরবস্থার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট ঘোড়া ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে 'আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' তখন আমি বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করতে সমর্থ নই। আমি তো (পৃথিবীতে) তোমার নিকট (এ দুর্দিনের কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান।' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সহায়তা করতে সক্ষম নই। আমি তো তোমার নিকট (এ করুণ অবস্থার কথা দুনিয়াতে) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিৎকার আওয়াজ-বিশিষ্ট কোন জীব ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' আর আমি সে সময় বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট (এ নিদারুন অবস্থার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামতের দিন উড়ন্ত কাপড় ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন!' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট (এ দুর্দশার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন সোনা-চাঁদি ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন!' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে সমর্থ নই। আমি তো (পৃথিবীতে) তোমাকে (শরীয়তের কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।" *(বুখারী ৩০৭৩, মুসলিম ১৮৩১নং)*

আবূ হুমাইদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, নবী ﷺ আযদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মাল সহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা

মসজিদের সম্পত্তি মসজিদের কাজে ব্যয় হবে। প্রয়োজন না থাকলে অন্য মসজিদ বা ওয়াক্ফের কাজে ব্যয় হবে। কোন সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত কাজে তা ব্যয় করা যাবে না।

মসজিদের মাল থেকে ইফতারী বা ভোজবাজী জামাআতের লোক করতে পারে না।

মসজিদের যে কোন জিনিস ওয়াক্ফ। সে সব জিনিস মসজিদের বাইরে বা ঘরে ব্যবহার করা যাবে না।

সুতরাং কুরআন মসজিদ থেকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়া বৈধ নয়।

মসজিদে রাখা টিসু-পেপার ইত্যাদি পকেটে ভরে বাইরে ব্যবহার বৈধ নয়।

মসজিদে রাখা বালতি-বদনা প্রভৃতি ব্যক্তিগত কারো কাজে ব্যবহার বৈধ নয়।

মসজিদের মাইক ইত্যাদি কোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার বৈধ নয়।

মসজিদের গাছের ফল জামাআতের লোক ব্যবহার করতে পারে না। বরং তা বিক্রি ক'রে মসজিদের কাজে লাগানো উচিত।

'পরের ঘি পেলে, প্রদীপে দেয় ঢেলে। পরের জিনিস পায়, হাগা-পোঁদে খায়। পরের ভাতে পেট নষ্ট, পরের তেলে কাপড় নষ্ট।' বাংলায় এ প্রবাদগুলি কিন্তু বড় অভিজ্ঞতালব্ধ কথা।

যেখানে ফ্রি কিছু বিতরণ হয়, সেখানেই মানুষ প্রয়োজন না থাকলেও হাত পেতে নেয়। খাই না খাই চিবিয়ে ফেলি। মসজিদে টিসু পেপার রাখা আছে। প্রয়োজনে মুসল্লীগণ ব্যবহার করতে পারেন। সর্দি-কাশির সময় দরকার হলে তা টেনে নিয়ে নাক-মুখ মুছে নির্দিষ্ট ডিব্বায় ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু 'ফ্রি মাল' সেহেতু অনেকেই তা বক্স্ থেকে টেনে নিয়ে ঘাম মুছে। অনেকে পকেটে ভরে বাইরে ব্যবহার করার জন্য! কেউ তাকিয়ে দেখলে মিছামিছি একবার নাক ঝেড়ে নেয়। অথচ বুঝা যায় যে, তার নাকে কিছু নেই। উদ্দেশ্য বাহানা ক'রে পকেটে ভরা!

কেউ একটার জায়গায় দু'টো-তিনটে নিয়ে ব্যবহার করে। বিনামূল্যে বলে আমানতদারীর খেয়ালও রাখা হয় না।

অনুরূপ পানি রাখা থাকলে, বহু লোকে অপ্রয়োজনে পানি পান করে। কেউ আধা পান ক'রে আধা ফেলে যায়। আর সেটা অন্য কেউ পান করে না। যেহেতু সে ডিব্বা বা বোতলটা এঁটো। অনেকে পান না ক'রে বাসায় নিয়ে যায়। অনেকে ভাত খেয়ে বাসায় পানি পান না ক'রে মসজিদে স্বাস্থ্যসম্মত ফ্রি পানি খায়। যে পানির একটি বোতলের দাম আমাদের টাকায় প্রায় ৫ থেকে ১০ টাকা বা তারও বেশী।

মসজিদে ওয়াক্ফের মাল মসজিদের আমানত। মসজিদের ভিতরে প্রয়োজনে

ব্যবহার করার জন্য তা রাখা হয়। সে মাল অপ্রয়োজনে ব্যবহার করা অথবা মসজিদের বাইরে নিয়ে গিয়ে নিজের প্রয়োজনমত সময়ে ব্যবহার করা আমানতে খিয়ানত নয় কি?

অনুরূপ মসজিদে যে দান আসে, সে দান মসজিদের মতওয়াল্লী বা ইমাম সাহেব আত্মসাৎ করতে পারেন না। মসজিদের মাল মসজিদের প্রয়োজনে ব্যবহার হবে। প্রয়োজন না থাকলে অন্য ওয়াক্ফের কাজে ব্যবহার হবে।

মসজিদের কারেন্ট ও পানি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না। মসজিদের মাল ব্যবহার নিশ্চয় আমানতের খিয়ানত। কোন কোন এলাকায় মনে করা হয়, মসজিদের মাল অবৈধভাবে ব্যবহার করলে ধ্বংস অনিবার্য। এই জন্য সে এলাকার একটি বদ্দুআমূলক গালি হল, 'তোর ঘরে মসজিদের মাল ঢুকুক!'

যাঁরা মসজিদের জমি চাষ করেন, তাঁরা সাবধান! খবরদার এক ছটাক ধানও লুকিয়ে রাখবেন না। কোন বাহানায় ভাগে বেশী নেবেন না। মসজিদকে ফাঁকি দিয়ে আপনি জিততে পারবেন না।

মসজিদের জমি যারা জবরদখল করে, মসজিদের জমির উপর যারা নিজের ঘর বানায় অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক মিলে অবৈধ খেলা ও অবৈধ গান-বাজনা তথা অশ্লীল ফিল্ম্ দেখার আড্ডাখানা বানায়, তাদের বিবেকে কামড় দেওয়ার মত হিদায়াত যেন মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেন। নচেৎ জেনে রাখা ভাল যে,

{فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١٨١)

অর্থাৎ, অতঃপর এ (অসিয়তের বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮১ আয়াত)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ঘাড়ে ঐ জমির (নীচের) সাত (তবক) জমিনকে বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ২৪৫৩, মুসলিম ১৬১২নং)*

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত খুঁড়তে আদেশ করবেন। অতঃপর তা তার গলায় বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত লোকেদের বিচার-নিষ্পত্তি শেষ হয়েছে (ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাত তবক আধ হাত জমি তার গলায় লটকানো থাকবে)!"

বাগান বা ক্ষেতের ফল-ফসলের দায়িত্বে থেকে ফল-ফসল খাওয়া। মালিকের বিনা অনুমতিতে দান করা, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবকে উপহার দেওয়া, কোন উপহার বা উপকারের বিনিময়ে ফল-সব্জি উপহার দেওয়া, বিক্রি ক'রে পয়সা করা।

ছাগল-ভেড়া-গরুর পালের রাখাল হয়ে 'বাঘে খেয়ে নিয়েছে' বা 'হারিয়ে গেছে' বাহানা দিয়ে বিক্রি ক'রে নিজের পকেট ভরা।

এ সব নিঃসন্দেহে আমানতে খিয়ানত। এ সবে আমানতদারদের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ-

মুবারক আবু আব্দুল্লাহর ব্যাপারে কথিত আছে যে, তিনি তাঁর প্রভু (মনীব)এর বাগানে কাজ করতেন। তাঁর প্রভু বাগান-মালিক হামাযানের বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন বাগানে এসে দাসকে বললেন, 'মুবারক! একটি মিষ্টি বেদানা আনো তো।'

মুবারক গাছ হতে খুঁজে খুঁজে একটি বেদানা প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু তো ভেঙ্গে খেতেই চটে উঠলেন। বললেন, 'তোমাকে মিষ্টি বেদানা আনতে বললাম, অথচ টক বেদানা নিয়ে এলে? মিষ্টি বেদানা নিয়ে এস।'

মুবারক অন্য একটি গাছ থেকে আর একটি বেদানা এনে দিলে তিনি খেয়ে দেখলেন সেটাও টক। রেগে তৃতীয়বার পাঠালে একই অবস্থা। প্রভু বললেন, 'আরে তুমি টক আর মিষ্টি বেদানা কাকে বলে চেন না?' বললেন, 'জী না। (আমি তো আর কোন গাছের বেদানা খেয়ে দেখিনি।) আপনার বিনা অনুমতিতে খাই কি করে?'

দাসের এই আমানতদারী ও সততা দেখে প্রভু অবাক হলেন। তাঁর চোখে তাঁর কদর ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

মালিকের ছিল এক সুন্দরী কন্যা। বহু বড় বড় পরিবার থেকেই তার বিয়ের সম্বন্ধ আসছিল। একদা প্রভু মুবারককে ডেকে বললেন, 'আমার মেয়ের সাথে কেমন লোকের বিয়ে হওয়া উচিত বল তো?' মুবারক বললেন, 'জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা বংশ ও কুলমান দেখে বিয়ে দিত, ইয়াহুদীরা দেয় ধন দেখে, খ্রিষ্টানরা দেয় রূপ-সৌন্দর্য দেখে। কিন্তু এই উম্মত কেবল দ্বীন দেখেই বিয়ে দিয়ে থাকে।'

এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ কথা প্রভুর বড় পছন্দ হল। মুবারকের কথা প্রভু তাঁর স্ত্রীর নিকট উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আমি তো মেয়ের জন্য মুবারকের চেয়ে অধিক উপযুক্ত পাত্র আর কাউকে মনে করি না।'

হয়েও গেল বিবাহ। পিতা উভয়কে প্রচুর অর্থ দিয়ে তাঁদের দাম্পত্যে সাহায্য করলেন। এই সেই দম্পতি যাঁদের ঔরসে জন্ম নিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, যাহেদ, বীর মুজাহিদ আব্দুল্লাহ বিন মুবারক। *(অফায়াতুল আ'ইয়ান, ইবনে খাল্লেকান ২/২৩৮)*

একদা খলীফা উমার অথবা ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মক্কার পথে

(আহমাদ ৪/১৭৩, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে হিব্বান ৫১৪২, সহীহুল জামে' ২৭২২নং)

অনেক মসজিদে মুসল্লীদের মাঝে বিতরণের জন্য মিষ্টি বা কোন খাবার আসে। সে খাবার বাঁচিয়ে ইমাম সাহেব নিজের পরিবারের জন্য ব্যবহার করতে পারেন না। বিতরণের জিনিস বিতরণ করা কর্তব্য। অপরকে ফাঁকি দিয়ে নিজের কুক্ষিগত করা নিশ্চয় আমানতের খিয়ানত।

কবি নজরুলকেও তাঁর মোল্লাগিরির জীবনে এ আচরণ বড় খারাপ লেগেছিল। তাই তিনি লিখেছিলেন,

"মস্‌জিদে কাল শিরণী আছিল, --- অঢেল গোস্ত ও রুটি,
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি।
এমন সময় এলো মুসাফির, গায়ে আজারির চিন্
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা --- 'ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ, মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামায পড়িস্ বেটা?'
ভুখারী কহিল, 'না, বাবা।' মোল্লা হাঁকিল 'তা হলে শালা,
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত্ রুটি নিয়া মস্‌জিদে দিল তালা!"

এ রকম মোল্লা বিরল হলেও থাকতে পারে। আর তাঁর এ কাজ অবশ্যই খিয়ানত ও অন্যায়।

অনুরূপ মাদ্রাসায় যে দান ও সাদকা ছেলেদের নামে আসে। সে দান কেবল মুদার্রিসদের জন্য খাস ক'রে নেওয়া বৈধ নয়। ছাগল-মুর্গী-মাছ যাই হোক, সকলের তাতে ভাগ থাকা উচিত।

মালিকের মাল আমানত

মালিক কোন কাজে পাঠালে, রাহাখরচ পাবে বলে এসি কোচে যায়, ফাইভ স্টার হোটেলে থাকে-খায়, সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে বেশী বিল করে।

অনেকে না খেয়েও বিল দেখায়। লোকালে গিয়ে এক্সপ্রেসের বিল দেখায়। হক ছাড়া হকের বাইরে অর্থ উপার্জন করে, আসলে কিন্তু আমানতে খিয়ানত করে।

কাউকে কোন মাল খরচ করতে দিলে, তাতে জাল ভাউচার বানিয়ে অথবা ভুল হিসাব দিয়ে কিছু মাল কুক্ষিগত করা অবশ্যই হারাম এবং আমানতে খিয়ানত।

মালিক মার্কেট করতে পাঠিয়েছে। জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলে কিছু টাকা হরফ করা।

ছিলেন। এক জায়গায় রাত কাটাতে নামলে এক রাখাল তাঁর কাছে আসে। তিনি তার কাছে একটি ছাগল কিনতে চান। রাখালটি বলে, 'এ ছাগল তো আর আমার নয়। মালিকের অনুমতি ছাড়া কেমন ক'রে বেচি?' তিনি (তাকে পরীক্ষা করার জন্য) বললেন, 'তুমি তোমার মালিককে বলো, নেকড়েতে খেয়ে ফেলেছে।'

রাখালটি বলল, 'আর আল্লাহ কোথায়?'

উমার রাখালের কথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, '(তা বটে।) আল্লাহ কোথায়?' অতঃপর তার আমানতদারী দেখে তিনি তাকে ক্রয় করে স্বাধীন ক'রে দিলেন। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৩/২১৬)*

একদা উমার ﷺ রাত্রিবেলায় ছদ্মবেশে শহরে ঘুরছিলেন। এক ঘর থেকে মা-বেটির আওয়াজ তাঁর কানে এল; মা মেয়েকে বলছে, 'দুধে পানি দিয়ে দে, বেশী হবে।' মেয়ে বলছে, 'আমীরুল মু'মিনীন এক ঘোষক দ্বারা ঘোষণা করিয়েছেন যে, দুধে পানি মিশানো যাবে না।' মা বলছে, 'এখানে না তোকে উমার দেখতে পাবে, আর না তাঁর ঘোষক।' মেয়ে বলছে, 'না মা! লোকালয়ে যার বাধ্য, নির্জনে তার অবাধ্যতা করতে পারি না! তাঁরা দেখেননি, তাঁদের রব তো দেখছেন!'

এমন আমানতদারীর কথোপকথন শুনে খলীফা উমার ﷺ ঐ মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ করে নিলেন। আর সেই মহিলার বংশসূত্রে জন্ম নিয়েছিলেন পঞ্চম খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীয। *(অফিয়াতুল আ'য়ান ৬/৩০২, সিফাতুস স্বাফ্ওয়াহ ২/৩৭)*

মানুষকে ভয় ক'রে, মানুষকে গোপন ক'রে, মানুষকে ঠকিয়ে যা করা হয়, তাই আমানতে খিয়ানত। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর প্রতি ঠিকমত বিশ্বাস রাখে, তাহলে সে খিয়ানত করতেই পারে না। আরবী কবি বলেন,

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ... خلوت ولكن قل علي رقيب

ولا تحسبن الله يغفـــل ما مضى ... ولا أن ما تخـــفى عليه يغيب

অর্থাৎ, যদি কোন সময় তুমি একাকিত্ব অবলম্বন কর, তাহলে বলো না যে, আমি নির্জনে একা আছি। বরং বল, 'আমার উপর পর্যবেক্ষক আছেন।' তুমি এ ধারণা করো না যে, যা ঘটে গেছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর আছেন। আর এও ধারণা করো না যে, গোপন জিনিস তাঁর অগোচর থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, কেউ কোন অর্থভাণ্ডারের দায়িত্বশীল হলে এবং সে গাড়ি-বাড়ি জমি-জমা করলেই জরুরী নয় যে, সে অর্থ আত্মসাৎ ক'রে সেসব করছে। অনেক অদূরদর্শী মানুষ ধাঁ ক'রে ধারণা ক'রে বসে, সে চুরি করেছে! কুধারণা বশে পরের

সমালোচনা ক'রে নিজের ক্ষতি করে। কুধারণা মহাপাপ। তা মুখে প্রকাশ ক'রে অপবাদ প্রচার আর এক মহাপাপ। গীবত করা আর এক মহাপাপ। মিথ্যা বলা অন্য একটি মহাপাপ। আর গায়বী খবর দাবী করা তো আরো বড় মহাপাপ। কিন্তু এ সব পাপের পরোয়া না ক'রেই চোখ বুজে অপরকে চোর বানায়!

বলবেন, 'ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমান করা যায়।'

হ্যাঁ, তা ঠিকই। কিন্তু এ কথা তো অনুমান করা যায় না যে, তা চুরি করা ঘি দ্বারা জ্বলছে।

এক জায়গায় যুবক-যুবতী বসে হেসে হেসে গল্প করছে। আপনি ধারণা ক'রে আন্দাজ লাগাতে পারেন যে, তাদের মাঝে প্রেম-ভালবাসা আছে। কিন্তু এ ধারণা করতে পারেন না যে, তারা অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকা বটে এবং স্বামী-স্ত্রী বা ভাই-বোন নয়।

আপনি কারো বাড়ি-গাড়ি বা জমি-জায়গা কেনা দেখে তার প্রচুর পয়সা হয়েছে অনুমান করতে পারেন। কিন্তু এ কথা তো অনুমান করতে পারেন না যে, সে ঐ পয়সা হারাম পথে উপার্জন করেছে।

তাছাড়া আপনি হিসাব নেওয়া-দেওয়ার কে? কেন আপনি আপনার চামড়ার বন্দুকে এমন হাওয়ার গুলি ছুঁড়বেন? তাতে কি আপনার লাভ আছে? পরকীয় কথায় থেকে আপনার নোকসান নয় কি?

পরচর্চা করা কোন ভাল মুসলিমের পরিচয় নয়। বরং এমন সমালোচককে বাহ্যতঃ ভাল মনে হলেও আল্লাহর নিকট সে ভাল নয়।

উহুদ যুদ্ধে সাহাবী কা'ব ﷺ কাফেরদের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। দেহের কাপড় সরিয়ে দেখা গেল তাঁর পেটে পাথর বাঁধা আছে। তাঁকে দেখে তাঁর মা কেঁদে উঠে বললেন, 'তুমি শহীদ হয়েছ বেটা! তোমার জন্য জান্নাত মুবারক হোক।' মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি কি ক'রে জানলে, সে শহীদ এবং সে জান্নাতী? তুমি হয়তো জান না যে, সে এমন কথাবার্তা বলত, যা তার বিষয়ীভূত নয়।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১০৩নং)*

সাহাবী এবং জিহাদে শহীদ। তা সত্ত্বেও তাঁর বেহেশ্তের নিশ্চয়তা নেই। যেহেতু পরচর্চা ও পরকীয় বিষয়ীভূত কথা সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়! সুতরাং আমি-আপনি কে?

এক মহিলা এক পুরুষের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিজ দেহ-যৌবনের মালিক বানায় তাকে। 'তুমি আমার, আমি তোমার'-এর অঙ্গীকারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ভালবাসার আবেগে একে অপর ছাড়া অন্য কাউকে চিনে না। উভয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, 'তুমিই আমার প্রথম ও শেষ।' অনেক সময় স্বামী তার সকল আত্মীয়র উপর প্রাধান্য দেয় স্ত্রীকে। উন্নতির রহস্য সকলকে গোপন ক'রে প্রকাশ করে কেবল প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীর কাছে। গোপনে শ্বশুরগ্রামে জমি-সম্পত্তি করে। নিজের ভাই-বোনেরা যাতে ভাগ না বসায়, তার জন্য গোপনে কোন ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামে অথবা উভয়ের নামে জয়েন্ট একাউন্ট খোলে। নিজেদের ভাবী বংশধরদের জন্য গোপনে সঞ্চয় করে। অনেক সময় মা-বাপের অধিকার আদায়ে ত্রুটি ক'রে, ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা প্রদর্শন ক'রে অর্থ জমা করে।

স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ থেকেও প্রিয় জানে, স্ত্রীও তার থেকে কম নয়। সুখের জোয়ারে আনন্দের পুলক জীবন-যৌবনে শিহরণ আনে। রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্নঘোরে স্বামী-স্ত্রী মুগ্ধ থাকে। কত আশা, কত বাসনা মনের মাঝে সঞ্চিত হয়। কিন্তু তকদীর তাদের সঙ্গ দেয় না। কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় হঠাৎ স্বামী ভালবাসার রজ্জু ছিন্ন ক'রে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

এখন স্ত্রী কি করবে?

স্বামীর স্মৃতি জাগরুক রেখে শ্বশুরবাড়িতে কালাতিপাত করে। কিন্তু কতদিন?

সেখানে কত রকম অসুবিধা হয় তার। মানুষ তো। যৌবনের যৌন-জ্বালাও দেহমনকে নিষ্পেষিত করে। কতদিন তা সহ্য করা যায়? বিধবার অভিশপ্ত জীবন এইভাবে কাটবে, নাকি অন্য কোন নতুন স্বামীর পাণি গ্রহণ করবে?

মনের মাঝে দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় সরাসরি, চিঠি অথবা ফোনের মাধ্যমে নতুন সংসার গড়ার অথবা ভালবাসার ইঙ্গিত আসে। যৌন-জীবন যুবতী বিধবাকে হাতছানি দেয়।

শ্বশুরবাড়ির কোন লোকে চায় না যে, বউ তাদেরকে ছেড়ে চলে যাক। কিন্তু বাড়ির মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে তার নতুনভাবে দাম্পত্য সম্ভব। সুতরাং তারা তাকে বাধা দেওয়ারও শরয়ী অধিকার রাখে না।

ওদিকে মায়ের বাড়ির লোকেরা মেয়ের নতুন সংসার চায়। এক সময় স্বামীর ভালবাসার উত্তাপ তার হৃদয়ে কম হয়ে আসে। নতুন সংসার ছাড়া সে আর অন্য কোন বিকল্প পথ পায় না।

এতদিন সে সঞ্চিত টাকার কথা গোপন ক'রে এসেছে। আজও গোপন আছে। স্বামীর

স্বামীর মাল আমানত

স্ত্রী হয় সংসারের রানী। তার হাতে আমানত থাকে স্বামীর মাল, টাকা-পয়সা। তাতে সে তসরুফ করতে পারে না, অন্যায়ভাবে খরচ করতে ও অপচয় করতে পারে না। সে মাল নিজের আত্মীদেরকে গোপনে বিতরণ করতে পারে না। তার বিনা অনুমতিতে আল্লাহর রাহে দান করতেও পারে না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ঘরের কিছু খরচ না করে।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খাবারও না?' তিনি বললেন, "তা তো আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাল।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৯৩১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খোশ ক'রে দেয়, যাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ)*

অবশ্য স্বামী যদি স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য যথেষ্ট খরচ দিতে কার্পণ্য করে, তাহলে প্রয়োজন অনুপাতে অর্থ তার অজান্তে নিয়ে ব্যয় করতে পারে। তবে অযথা হলে অবশ্যই হিসাব লাগবে স্ত্রীকে।

স্ত্রী স্বামীর গোপন খবর রাখে। কোথায় তার ধন-মাল আছে, সেই বেশী জানে। এ মাল তার আমানত। বিশেষ ক'রে স্বামী আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালে এবং তার নামে অথবা যৌথ একাউন্ট থাকলে এবং ছেলে-মেয়ে না থাকলে অথবা কেবল মেয়ে থাকলে টাকার কথা গোপন ক'রে তার আত্মীয়দেরকে বঞ্চিত করা খুব বড় খিয়ানত।

স্বামীর সম্পদের হিফাযত করবে স্ত্রী এবং তাতে কোন প্রকার খিয়ানত করবে না।

বন্ধক নেওয়া জিনিস আমানত

এক মুসলিম অপর মুসলিমকে বিপদে-আপদে সহযোগিতা করবে, এটাই হল তার ইসলামের দাবী। একে অপরকে দান অথবা ঋণ দিয়ে সাহায্য করবে, এটাই হল ইসলামের সহমর্মিতা। ঋণ দিয়ে তাতে পার্থিব কোন প্রকার উপকার বা মুনাফা পাওয়ার নিয়ত রাখবে না, এটাই হল ইসলামের স্বার্থত্যাগের নীতি। ঋণগ্রহীতা সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করবে, এটাই হল ইসলামী আইন।

কিন্তু অনেক মুসলিম আছে, যারা এ সব নীতি-আইন মানে না। ঋণ নিয়ে নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করে না বা করতে পারে না। ঋণদাতার দেওয়া অর্থ যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, তার নিশ্চয়তা পেতে তার নিকট ঋণগ্রহীতার কোন জিনিস বন্ধক রাখে।

এই বন্ধকী কিন্তু আমানত। যা ঋণদাতার কাছে আমানতস্বরূপ কেবল রাখা থাকবে এবং ঋণ পরিশোধ ক'রে দিলে তা মালিকের কাছে ফেরৎ যাবে। পরন্তু ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে প্রয়োজনে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তা বিক্রি ক'রে ঋণ পরিশোধ করা যাবে। তা কিন্তু ঋণদাতার মালিকানাভুক্ত হয়ে যায় না। সে তা ব্যবহার করতেও পারে না। ব্যবহার করলে আমানতে খিয়ানত করা হয়, ঋণের উপর সূদ খাওয়া হয়।

এই বন্ধক রাখা জিনিসটি যদি এমন হয় যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাহলে তার উপকারিতার অধিকারী হবে মালিক; ঋণদাতা নয়। অবশ্য বন্ধকে রাখা জিনিসে যদি ঋণদাতার কোন কিছু ব্যয় হয়, তবে সে তার খরচ নিতে পারবে। খরচ নিয়ে নেওয়ার পর অবশিষ্ট লাভ মালিককে দেওয়া জরুরী হবে।

যদি সফরে ঋণ লেনদেনের প্রয়োজন পড়ে এবং সেখানে লেখার লোক অথবা কাগজ-কলম ইত্যাদি না থাকে, তাহলে তার বিকল্প ব্যবস্থা হল, ঋণগ্রহীতা কোন জিনিস ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধকী হাতে রাখা বিধেয়। আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে

আমানত তার কাছে গুপ্তভাবে গচ্ছিত আছে। যদি সে পুনর্বিবাহ করে, তাহলে সে আমানত কি হবে ? তা কি সব গ্রহণ করতে পারবে ? সে তো কেবল চার ভাগের একভাগ অংশ পাওয়ার অধিকারিণী। বাকী তিন অংশ সে কিভাবে হাতছাড়া করবে ?

এক সময় নতুন নাগরের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভুলে যায় পুরনো ব্যথা, পুরনো প্রেম, পুরনো স্বামীর স্মৃতিকথা। একদিন সে প্রিয়তম বলেছিল,

'তার পরে কি আমার মত
দেখলে কাকেও বাসবে ভালো,
মুখখানি যার তোমার বুকে
আমার সুখের জ্বালবে আলো?'

প্রিয়তমা বলেছিল, 'না-না প্রিয়! তোমার পর আমি আর কারো মুখ দেখতেও রাজি নই।' কিন্তু আজ সে বলল অথবা বলতে বাধ্য হল,

'তোমার পরে তোমার চেয়ে
পেয়েছি আমি অনেক ভালো,
মুখখানি যার আমার বুকে
পরম সুখের জ্বালছে আলো?

তোমার সঞ্চিত সেই টাকা আমার সুখের আলোতে আরো শোভাবর্ধন করেছে।'

বলা বাহুল্য, সেই টাকা গোপন ক'রে মহিলা নতুন নাগরের সাথে সুখে মত্ত হয়। অথচ সেই টাকাতে অন্য ওয়ারেসের হক আছে। হয়তো বা তাতে এমন লোকের হক আছে, যে তার পূর্ব স্বামীকে মানুষ ক'রে উপার্জনশীল করে তুলেছিল। সুতরাং এটা কি আমানতে খিয়ানত নয়?

গোপন করা এই (চুরির) মাল খেয়ে কি ঐ বিশ্বাসঘাতক মহিলার দুআ কবুল হবে? সেই মাল খেয়ে তৈরী রক্ত-মাংস কিসের উপযুক্ত? জান্নাতের না জাহান্নামের? সে মাল প্রকৃত হকদারকে ফেরৎ না দিয়ে কি মহিলার তওবা কবূল হবে?

তেমনি স্বামীর জন্য উচিত নয়, স্ত্রীধন গোপন ক'রে তার ওয়ারেসদেরকে বঞ্চিত করা। যদি কেউ করে, তাহলে সে আমানতে খিয়ানত করে।

অনুরূপ কোন হিসাব-রক্ষক বা খাজাঞ্চী জানে, মালিকের মাল কোথায় কত আছে। কোন দুর্ঘটনায় মালিক প্রাণ হারালে সেই মাল তার কাছে আমানত। তাতে খিয়ানত ক'রে আত্মসাৎ করা এবং পরের মাল হরফ করা নিশ্চয়ই হারাম মাল জমা করার শামিল। মৃত মালিকের সে মাল গনীমতের মাল নয়। আর তা হলেও তাতে খিয়ানত করা আরো বড় পাপ।

অপর ব্যক্তির তুলে তা খাওয়া বৈধ নয়। (অবশ্য পুকুর-মালিকের অনুমতি থাকলে সে কথা ভিন্ন।) পুকুরের ঘাটে পড়ে থাকা ঘটি-বাটির মালিক কে তা জানতে পারলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মালিক জানা না গেলে, পুকুরের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া জরুরী নয়। কারণ, ঘাটে সাধারণ মহিলারাও ঘটি-বাটি ধুয়ে থাকে। সুতরাং তা প্রচার করে মালিক চিনতে হবে।

চাকর বা দাস-দাসী মালিকের বাড়ি বা গাড়ির ভিতরে কোন মাল কুড়িয়ে পেলে, তাও আমানত। সে আমানতে খিয়ানত বৈধ নয়।

গাড়ির ড্রাইভার তার গাড়িতে ছেড়ে যাওয়া মাল পেলে তা মালিকের মাল। ভাড়ার গাড়ি হলে এবং প্যাসেঞ্জার পরিচিত হলে, সে মাল তাকে যে কোন প্রকারে ফেরৎ দেওয়া জরুরী। অপরিচিত হলে ঘোষণা করতে হবে।

মসজিদে বা তার বাথরুমে কোন কিছু কুড়িয়ে পেলে তা গোপন করা বৈধ নয়। ইমাম সাহেবের কাছে জমা দিয়ে নিজের কর্তব্য আদায় করে দিন। নচেৎ যথারীতি ঘোষণা করুন।

৩। পড়ে থাকা জিনিস যদি এমন নিম্ন পর্যায়ের হয়, যা হারিয়ে গেলে সাধারণতঃ লোকেরা তার খোঁজ করে না অথবা তার প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না, তাহলে তা কুড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করায় দোষ নেই। যেমন কাষ্ঠখন্ড, কোন ফল ইত্যাদি।

একদা পথ চলতে চলতে মহানবী ﷺ একটি খেজুর পড়ে থাকতে দেখে বললেন, "যদি আমার ভয় না হতো যে, এটি সদকার খেজুর, তাহলে তা আমি খেয়ে নিতাম।" *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)* যেহেতু যাকাত ও সাদকাহ তাঁর জন্য হারাম ছিল।

৪। পড়ে থাকা মালিকহীন জিনিস যদি কোন এমন প্রাণী হয়, যাকে কোন হিংস্র প্রাণী সাধারণতঃ শিকার করতে সক্ষম নয় (যেমন ঃ উট, ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি), তাহলে তা ধরে আনা বৈধ নয়। তদনুরূপ এমন জিনিস কুড়িয়ে আনা বৈধ নয়, যা নষ্ট হবার নয়; যেমন ঃ গাছের গদি, লোহার বড় পাত ইত্যাদি।

আল্লাহর নবী ﷺ-কে হারিয়ে যাওয়া উটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "তোমার সাথে তার সাথ কি? তার সঙ্গে তার পানীয় থাকে, জুতা থাকে। পানির জায়গায় এসে পানি খেয়ে এবং গাছপালা ভক্ষণ (করে বেঁচে থাকতে) পারে। পরিশেষে (খুঁজতে খুঁজতে) তার মালিক এসে তাকে পেয়ে যায়।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "ভ্রষ্ট ছাড়া অন্য কেউ (এলান উদ্দেশ্য বিনা) ভ্রষ্ট পশুকে জায়গা দেয় না।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ ১৭২০নং)*

৫। পড়ে থাকা মাল যদি এমন হয়, যা পড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, (যেমন ঃ

যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন (বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুতঃ যে তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপময়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩নং)*

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বন্ধক রাখা শরীয়ত সম্মত একটি বৈধ জিনিস। নবী করীম ﷺও তাঁর লোহার বর্মটি একজন ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। *(বুখারী ২২০০নং, মুসলিম)*

লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করলে কিছু বন্ধক রাখা ছাড়াই ঋণের আদান-প্রদান করতে পারে। (আয়াতে 'আমানত' অর্থ ঋণ।) অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় ক'রে তা (আমানত) সঠিকভাবে আদায় করা জরুরী।

কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস আমানত

কোন জিনিস কুড়িয়ে পাওয়া কিন্তু সৌভাগ্যের জিনিস নয়। বানে ভেসে আসা মালও তাই। যেহেতু সে মাল আপনার হাতে এলে তা একটি আমানত। এ ব্যাপারে 'হারাম রুযী ও রোযগার'-এ বিস্তারিত লেখা হয়েছে, তবুও যেহেতু তা আমানত সংক্রান্ত, সেহেতু এখানে তার পুনরাবৃত্তি করছি ঃ-

ইসলাম পরের মালকে হারাম ঘোষণা করেছে। পরের মাল আত্মসাৎ করাকে অবৈধ গণ্য করেছে। কেউ কোন মাল পথে-ঘাটে মালিকহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলে তা কুড়িয়ে নেবে এবং খাবে কি না, তারও বিধান দিয়েছে ইসলাম।

১। পড়ে থাকা যে কোন জিনিসের যদি মালিক চিনতে পারেন, তাহলে সে জিনিস কুড়িয়ে রেখে তার মালিককে যে কোন প্রকারে সম্ভব হলে ফিরিয়ে দিন। জিনিসটি কার তা জানা গেলে, তা কুড়িয়ে গোপন করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "মুমিনের হারিয়ে যাওয়া জিনিস দোযখের শিখা স্বরূপ।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬২০নং)*

২। কারো মালিকানাভুক্ত সীমানায় কিছু পড়ে থাকলে এবং তারই মাল বুঝা গেলে তা কুড়ানো বৈধ নয়। নষ্ট হওয়ার ভয় থাকলে কুড়িয়ে মালিককে প্রত্যর্পণ করা উচিত। আর এ সবে আপনি অবশ্যই আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন। পরন্তু মালের মালিক যদি খুশী হয়ে বখশিস স্বরূপ আপনাকে কিছু দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই।

কারো পুকুরে মরা মাছ ভেসে উঠলে, সে মাছের মালিকও পুকুরের মালিকই।

সহ তাকে ফেরৎ দিয়ে দেবে। অবশ্য সে মালিকের নিকট থেকে লালন-পালনের খরচ নিতে পারে।

৭। ফলের ঝুড়ি বা কার্টুন পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নিয়ে প্রাপক এই নিয়তে খেতে বা দান করতে পারে যে, মালিক এলে তার মূল্য আদায় করে দেবে। নচেৎ কুড়িয়ে বিক্রি করে তার মূল্য জমা রেখে দেবে। অতঃপর এলানের এক বছরের ভিতরে অথবা তার পরে এলে সেই মূল্য মালিককে ফেরৎ দিয়ে দেবে। বলাই বাহুল্য যে, তা ভরে রেখে নষ্ট করা যাবে না। অবশ্য তা ডাস্‌বিনে পড়ে থাকলে সে কথা ভিন্ন।

৮। মক্কায় হাজীদের মাল কুড়ানো বৈধ নয়। হারাম-সীমানার ভিতরের কোন জিনিস কুড়ালে সারা জীবন এলান করতে হবে, কোন সময়ই তা প্রাপকের জন্য হালাল নয়। হারাম-সীমার বাইরের জিনিস হলে ১ বছর এলান করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৯৮০)*

আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এই শহরকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। এর কোন কাঁটা তোলা যাবে না, কোন শিকার (পশু-পাখী) চকিত করা যাবে না এবং প্রচার উদ্দেশ্যে ছাড়া এর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না।" *(বুখারী ১৫৮৭নং)*

তিনি হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস কুড়াতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম ১০৬১নং)*

উল্লেখ্য যে, বহু জুতার মাঝে আপনার জুতা হারিয়ে গেলে পড়ে থাকা অন্য জুতা নেওয়া আপনার জন্য বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৯৭৮)* তদনুরূপ অন্য জিনিসও। অবশ্য যদি আপনার জুতা বা জিনিসের জায়গায় কেবল এক জোড়া জুতা বা একটি জিনিসই পড়ে থাকে এবং সেখানে তার কোন মালিক না থাকে, তাহলে যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারা যায় যে, সে নিজের পরিবর্তে আপনারটা নিয়ে গেছে, তবে তা আপনি উঠিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সমমানের না হলে আপনাকে ঘোষণার মাধ্যমে সে মালিক খুঁজে বের করা উচিত। এ ক্ষেত্রে আপনারটা বেশী দামের হলে আপনারটা যে নিয়েছে তাকে খুঁজবেন এবং কম দামের হলে খুঁজবেন না, তা কিন্তু চলবে না।

৯। পথে চলতে চলতে কোন পথিক যদি তার সওয়ারী মরণোন্মুখ হওয়ার জন্য ছেড়ে যায়, তাহলে প্রাপক তা নিয়ে বাঁচিয়ে তুললে, সে তার মালিক হয়ে যাবে। *(আবূ দাঊদ ৩৫২৪নং)*

১০। শিশু বা পাগল যদি কোন জিনিস কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে আসে, তাহলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক অনুরূপ এলান করবে।

১১। কোন জিনিস কুড়িয়ে আনার পর, তা পুনরায় সে জায়গায় ফেলে আসা বৈধ

সোনা-রূপা, টাকা, কাপড়, আসবাব-পত্র, ছাগল, ভেড়া, বাছুর গরু, উট বা ঘোড়ার বাচ্চা, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি।) তাহলে তা কুড়িয়ে আনা বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল ঃ-

(ক) আমানতদারী তথা লোভ সংবরণ করার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

(খ) মালের সর্বপ্রকার গুণাগুণ জেনে নিতে হবে; অর্থাৎ, তার বাঁধন, পাত্র, পরিমাণ, প্রকার, রঙ ইত্যাদি মনে রাখতে হবে। যাতে সেই সূত্র ধরে আসল মালিককে তার মাল প্রত্যর্পণ করা সহজ হবে এবং নকল মালিক থেকে বাঁচা সম্ভব হবে।

(গ) এক বছর ধরে ঘোষণা করে তার মালিক খুঁজতে হবে। যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে লিখিত অথবা মৌখিক এলান দিয়ে এ কথা জানাতে হবে যে, সে পড়ে থাকা অমুক জিনিস পেয়েছে। যার জিনিস সে তার সঠিক পরিচিতি দিয়ে যেন তার কাছ থেকে নিয়ে যায়। চুপ থেকে গোপন করা অথবা কেউ খুঁজতে এলে দেব, নচেৎ না - এই মনে করে ভরে রাখা বৈধ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের ভিতরে ঘোষণা বৈধ নয়। তবে মসজিদের বাহির দরজায় ঘোষণা করতে পারা যায়।

(ঘ) যখন তার মালিক এসে সঠিক পরিচিতি দিয়ে তার জিনিস বলে দাবী করবে, তখন বিনা দলীল ও কসমে সে জিনিস তাকে ফেরৎ দিতে হবে। ফেরৎ দিতে হবে সেই জিনিসও, যা ঐ জিনিস থেকে বৃদ্ধিলাভ করেছে।

এখানে এ কথাও খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি দাবীদার মালিক তার ঐ জিনিসের সঠিক পরিচিতি না বলতে পারে অথবা তার ঐ বলাতে তার জিনিস নয় বলে সুনিশ্চিত হয়, তাহলে নিজে ঐ জিনিস থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাকেই দিয়ে দেওয়া বৈধ নয়। কারণ, তাতে আসল মালিক নিজ মাল হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

(ঙ) এক বছর ঘোষণার পর যদি মালিক না আসে, তাহলে প্রাপক ঐ মালের পরিচিতি মনে রেখে ব্যবহার বা ভক্ষণ বা বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু এক বছর পরেও যদি মালিক এসে তার সঠিক পরিচিতি বলে সেই মাল দাবী করে, তাহলে তাকে তার মূল্য ফেরৎ দিতে হবে।

৬। ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাপক ৩টির মধ্যে একটি কাজ করতে পারে ঃ-

(এক) সঠিক পরিচিতি মনে রেখে সে তা এই নিয়তে যবেহ করে খেয়ে ফেলতে পারে যে, তার মালিক এলে তার মূল্য তাকে আদায় করে দেবে।

(দুই) সঠিক পরিচিতি মনে রেখে তা বিক্রি করে তার মূল্য আমানত রাখতে পারে। যাতে মালিক এলে তাকে তার আমানত ফিরে দিতে পারে।

(তিন) সেই পশু লালন-পালন করতে পারে। অতঃপর মালিক এলে তার বাচ্চা

ধার করা জিনিস আমানত

যে জিনিস আপনি কারো নিকট থেকে ধার স্বরূপ ব্যবহার করতে নিয়েছেন, তা আপনার হাতে আমানত; তাতে খিয়ানত করবেন না। অর্থাৎ, তা সঠিক ও উত্তমরূপে ব্যবহার করবেন। সে জিনিসের কোন ক্ষতি করবেন না এবং আপনার কাজ শেষ হলে অথবা জিনিসের মালিকের প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে তা ফেরৎ দেবেন।

কারো নিকট থেকে গাড়ি বা সাইকেল ধার নিলেন ৫ কিলোমিটার রাস্তার কোথাও যাবার জন্য। সেই গাড়ি বা সাইকেল নিয়ে ৬ বা তার বেশী কিলোমিটার রাস্তা গেলে আমানতে খিয়ানত হয়।

গাড়ি বা সাইকেল নিয়েছেন নিজে চড়ার জন্য, তাতে ডবল চড়লে বা অতিরিক্ত ভার বহন করলে আমানতে খিয়ানত হবে।

ধারে নেওয়া জিনিসের কোন ক্ষতি ক'রে ফেরৎ দিলে আমানতে খিয়ানত হয়।

জিনিস দেরী ক'রে ঘরে ভরে রেখে দিলে অথবা একবারের অনুমতি নিয়ে কয়েকবার ব্যবহার করলে আমানতে খিয়ানত হয়।

অনেকে লাইব্রেরীর বই ধার নিয়ে পড়ে, অতঃপর ভাল লাগলে আর ফেরৎ দেয় না। অনেকে মনে করে দাওয়াত অফিসের বই-ক্যাসেট ফ্রি, তা ফেরৎ না দিলেও চলে। এ ধারণা ভুল। যা ধার বলে বা ফেরৎ দেব বলে এনেছেন, তা ফেরৎ দিন এবং আমানতে খিয়ানত করেন না।

বিশেষ ক'রে আরবী কিতাব হলে অনেকে তা ফেরৎ দিতে চান না। আর সেই কারণেই অনেকে তাঁর বইয়ের উপর আরবী এই কবিতাটি লিখে রাখেন,

إذا استعرت كتابي وانتفعت به   فاحذر وقيت الردى من أن تؤخره

فاردده لي سالماً إني شغـــفت به   لولا مخـــافة كتم العـــلم لم تره

অর্থাৎ, আমার কিতাব ধার নিলে এবং তার দ্বারা উপকৃত হলে সতর্ক হন -- (আল্লাহ) আপনাকে খারাপ থেকে রক্ষা করুন -- তা ফেরৎ দিতে দেরী করবেন না। তা অক্ষত অবস্থায় আমাকে ফেরৎ দিন। আমি আমার কিতাবকে খুব ভালবাসি। ইল্‌ম গোপন করার (গোনাহর) ভয় না থাকলে, আপনি কিতাবটি দেখতে পেতেন না।

পক্ষান্তরে কোন জিনিস ধার নিয়ে তা ফেরৎ না দিয়ে গোপন বা অস্বীকার করা এক প্রকার চুরি।

মহানবী ﷺ-এর যুগে (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা লোকের কাছে জিনিস ধার

নয়। ফেলে এলে মালিককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১২। বিক্রীত পশু বা পাখী ঘরে পালিয়ে এলে এবং ক্রেতার ঠিকানা অজানা থাকলে, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের মত তার ব্যাপারে এক বছর এলান করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও গোপন করে, তা পুনরায় অন্যের কাছে বিক্রয় করা অথবা নিজে ভক্ষণ করা বৈধ নয়।

১৩। কারগো করা মাল প্রাপক ছাড়াতে না এলে অথবা ছাড়াতে না পারলে তা নিলাম করে বিক্রি করা হয়। অন্য কারো জন্য তা ক্রয় করা বৈধ। কিন্তু কর্তৃপক্ষের জন্য জরুরী তার মূল্য প্রেরককে ফেরৎ দেওয়া। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৮/৯৬)*

১৪। মহানবী ﷺ বলেন, অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত নদী একটি স্বর্ণভান্ডার (সোনার পাহাড়) প্রকাশিত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হবে সে যেন তা হতে কিছুও গ্রহণ না করে। *(বুখারী, মুসলিম)*

১৫। মাটির নিচে পোঁতা স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা অথবা অলংকার যার জায়গায় পাওয়া যাবে, তা তারই। তা বের করার পর ৫ ভাগ করে ১ ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দান করতে হবে। *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

প্রকাশ থাকে যে, কুড়িয়ে পাওয়া মাল যদি কেউ না খেয়ে আল্লাহর নামে দান করে দেয়, তবে সেটাই উত্তম। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে, দান করলেও মালিকের বিনা অনুমতিতে দান করা হবে। অতএব দান করার পরে যদি মালিক এসে তার মাল ফেরৎ চায়, তাহলে তা বা তার মূল্য অবশ্যই আদায় করতে হবে।

বলাই বাহুল্য যে, কোন জিনিস কুড়িয়ে পাওয়াটা তত বড় বা মোটেই কোন সৌভাগ্যের দলীল নয়, যতটা লোকে মনে করে। কারণ, পরের জিনিস মালিক হয়ে ভোগ করার আগে যে সকল কর্তব্য আছে, তা পালন করা সকলের জন্য সহজ ব্যাপার নয়।

উল্লেখ্য যে, (ব্যাংক, দোকান অথবা কোন ব্যক্তির) কেউ যদি হিসাবে আপনাকে ভুল করে বেশী দেয় অথবা কম নেয় এবং আপনি তা বুঝতে পারেন ,তাহলে সে মাল আপনার জন্য হালাল নয়। সাথে সাথে সে মাল তার মালিককে ফেরৎ দিন। এ ক্ষেত্রে 'যো আপসে আতা হ্যায়, হালাল হ্যায়' বলে সে মাল ভক্ষণ করবেন না। কারণ তা হারাম মাল।

মালিক যদি ভুল ক'রে বেশী বেতন দেয় অথবা দিয়ে ভুলে গিয়ে পুনরায় দেয়, তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন না। তাকে স্মরণ করিয়ে ভুল সংশোধন করার পরেও যদি দেয়, তাহলে তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করুন।

নিত, অতঃপর তা অস্বীকার করত। এই শ্রেণীর চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজন সহ কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?' সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)।

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" *(বুখারী ৬৭৮৮, মুসলিম ১৬৮৮নং, আসহাবে সুনান)*

মাল মুশরিক বা কাফেরের হলেও তা ফেরৎযোগ্য। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদীরা দাবী করত যে, কিতাবহীনরা যেহেতু মুশরিক, তাই তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ; এতে কোন গুনাহ নেই। মহান আল্লাহ বললেন, এরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে। অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার অনুমতি আল্লাহ কিভাবে দিতে পারেন? কোন কোন তফসীরের বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম ﷺ এ কথা শুনে বললেন, "আল্লাহর শত্রুরা মিথ্যা বলেছে। কেবল আমানত ছাড়া জাহেলী যুগের সমস্ত জিনিস আমার পায়ের নীচে। আমানত সর্বাবস্থায় আদায় করতে হবে, তাতে তা কোন সৎ লোকের হোক বা অসৎ লোকের।" *(ইবনে কাসীর-ফাতহুল ক্বাদীর)*

মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের সেই চরিত্র বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٧٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, ঐশীগ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তার কাছে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও (চাওয়া মাত্র) সে ফেরৎ দেবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে এমন

লোকও আছে, যার নিকট একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও আমানত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরৎ দেবে না। কারণ, তারা বলে যে, 'এই অশিক্ষিত (অইয়াহুদী)দের অধিকার হরণে আমাদের কোন পাপ নেই।' বস্তুতঃ তারা জেনে-শুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। *(সূরা আলে ইমরান ৭৫ আয়াত)*

অনুতাপের বিষয় যে, ইয়াহুদীদের মত বর্তমানেও অনেক মুসলিম মুশরিকদের মাল আত্মসাৎ করার জন্য বলছে যে, 'দারুল হারব' (ইসলামের শত্রু কাফের দেশ)এ সূদ হালাল এবং শত্রুর মালের কোন হিফাযত নেই! *(আহসানুল বায়ান)*

ভাড়া নেওয়া জিনিস আমানত

ভাড়া নেওয়া দোকান, ফ্লাট, বাড়ি, গাড়ি আপনার নয়। চুক্তির মেয়াদ অনুসারে যথাসময়ে আপনি তা ছেড়ে দিতে বাধ্য। না দিয়ে জোর ক'রে ব্যবহার করলে আমানতে খিয়ানত হয়।

দয়া ক'রে থাকতে দেওয়া বাড়ি তো আরো বড় আমানত। আপনি সে বাড়ি জবরদখল করতে পারেন না। 'ইঁদুরে দর করে, সাপে ভোগ করে।' সাপের শক্তিতে ইঁদুর না পেরে উঠলেও একদিন মহাশক্তিমান আল্লাহর কাছে তো শক্তিহীন হতে হবে। পরের ঘরে বাস ক'রে জবরদখল করা বাড়ির হিসাব কড়ায়-গন্ডায় আদায় করতে হবে।

যে জিনিস ভাড়াতে নিয়েছেন, তা সুন্দরভাবে ব্যবহার না করলে, তার কোন ক্ষয়-ক্ষতি করলে, কোন জিনিস নষ্ট করলে, আপনি তা ঠিক ক'রে দিন। নচেৎ আমানতে খিয়ানত করাকে ভয় করুন।

সরকারী পদ একটি আমানত

সরকারী যে কোন পদ একটি বিরাট বড় আমানত। এ পদে ঈমানদারী, আমানতদারী, ন্যায়পরায়ণতা ও বীরত্বের বড় প্রয়োজন আছে। রাজনীতির সাম-দান-ভেদ-দন্ডে পদস্খলন ঘটার বড় আশঙ্কা আছে। প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধির দায়িত্ব আছে নেতার ঘাড়ে। সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে, হিসাব লাগবে কিয়ামত-কোর্টে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার

রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।” *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯নং)*

নিশ্চয়ই নেতৃত্ব ও বিচারকার্য বড় কঠিন কাজ। এ কাজ মোটেই সৌভাগ্যের কিছু নয়। এ কাজ চেয়ে নেওয়ার মত অথবা তাতে লোভ রাখার মত কিছু নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি বিচারক-পদ গ্রহণ করল অথবা যাকে লোকেদের (কাযী বা) বিচারক নিযুক্ত করা হল, তাকে যেন বিনা ছুরিতে যবাই করা হল।” *(আবূ দাউদ ৩৫৭১, তিরমিযী ১৩২৫, ইবনে মাজাহ ২৩০৮, হাকেম ৪/৯১, সহীহুল জামে’ ৬৫৯৪ নং)*

সাহাবী আবূ যার্র গিফারী رضي الله عنه বলেন, একদা আমি বললাম, ‘হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে (কোন স্থানের সরকারী) কর্মচারী নিযুক্ত করছেন না কেন?’ তিনি নিজ হাত আমার কাঁধের উপর মেরে বললেন, “হে আবূ যার্র! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত ও এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করল এবং নিজ দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করল (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও অনুতাপের কারণ নয়)।” *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন (রাজ)কার্যে নিযুক্ত হল, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।” (তা পূরণ করবেন না।) *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৬৫৯৫নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে বান্দাকে আল্লাহ প্রজাদের রাজা নির্বাচন করেন, অতঃপর সে যেদিন মরে, সেদিন তাদের খিয়ানত ক’রে মরে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম ক’রে দেন।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, “সে তাদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হয় না, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৩১নং)*

এই জন্যই এমন লোককে বড় যোগ্য হতে হবে। আর যোগ্য লোক নিজে থেকে নেতৃত্ব চেয়ে নেবে না। সে চাইবে না, কিন্তু তার যোগ্যতার কারণে লোকে তাকে তাদের নেতা নির্বাচন করতে চাইবে। আর সে নির্বাচন যে-সে মূর্খ-অবোধ ও মন্দ

লোকে করতে পারে না, পারবে না। জ্ঞানী ও ভাল লোকেরাই সে নেতা নির্বাচন করতে পারেন। যেহেতু এটি একটি বড় আমানত। আর তাতে খিয়ানত বৈধ নয়। পরন্তু অযোগ্য লোককে নিজেদের নেতা নির্বাচন করলেও আমানতে খিয়ানত হয়।

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ (মসজিদে) লোকেদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করল, ‘কিয়ামত কখন হবে?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্ণপাত না ক’রে আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বলল যে, ‘তার কথা তিনি শুনেছেন এবং তার কথা তিনি অপছন্দ করেছেন।’ কেউ কেউ বলল, ‘বরং তিনি শুনতে পাননি।’ অতঃপর তিনি যখন কথা শেষ করলেন, তখন বললেন, “কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?” সে বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে, আমি।’ তিনি বললেন, “যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।” সে বলল, ‘কিভাবে আমানত বিনষ্ট হবে?’ তিনি বললেন, “অনুপযুক্ত লোকের প্রতি যখন নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।” *(বুখারী)*

বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর নেতা-নির্বাচন শেষ যামানায় বেশী হবে। তখন যোগ্যতা ও সৎশীলতার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন হবে না। বরং জনপ্রিয়তা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তা করা হবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে মন্দ লোকের সংখ্যাই সর্বযুগে বেশী। শেষ যামানায় তো আরো বেশী হবে। ফলে মন্দ লোকেরা তাদের পছন্দ মত মন্দ লোককে নেতা নির্বাচন করবে। যারা নাচ পছন্দ করে, তারা নাচিয়েকে, অভিনয় পছন্দকারীরা অভিনেতাকে, খেলা-প্রিয়রা খেলোয়াড়কে নেতা নির্বাচন করবে। স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রীকে, ছেলে না থাকলে মেয়েকেই নেত্রী নির্বাচন করবে। অথচ তার থেকে বেশী উপযুক্ত লোক দেশে বর্তমান থাকবে। আর এইভাবে অযোগ্য লোকেদের হাতে নেতৃত্ব সমর্পিত হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোট নেওয়ার জন্য নিম্নশ্রেণীর নিচু জাতের মানুষদেরকেও নেতা মনোনয়ন করা হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত না হয়ে আমানতে খিয়ানত হতে থাকবে। যার পরবর্তীতে কিয়ামত আসবে।

কিয়ামতের পূর্বে অযোগ্য লোকই যোগ্য বিবেচিত হবে। অনিসলামী গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে অধিকাংশ খারাপ লোক দ্বারা খারাপ লোকই জিরো থেকে হিরো হবে। এরই মাধ্যমে সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী তথা ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল লোকে পরিণত করা হবে। খুনীকে বীর এবং বীরকে খুনী, রক্ষককে ভক্ষক এবং ভক্ষককে রক্ষক বিবেচনা করা হবে। আমানতদারকে খিয়ানতকারী এবং খিয়ানতকারীকে আমানতদার গণ্য করা হবে।

হয়, তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত!' তাঁকে প্রশ্ন করা হল, '(হে ইবনে মাসউদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।' *(আব্দুর রায্যাক এটিকে ইবনে মসউদের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করছেন। সহীহ তারগীব ১০৫নং)*

প্রতিষ্ঠান-পরিচালনা আমানত

আপনি যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সম্পাদক বা অন্য শ্রেণীর হর্তকর্তা হন, তাহলে আপনিও একজন আমানতদার। আপনি সেই প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদের রক্ষক ও দায়িত্বশীল।

খেয়াল ক'রে দেখুন ----

সে প্রতিষ্ঠান যদি ঠিকমত না চলছে, তাহলে আপনার আমানতে খিয়ানত হচ্ছে।

সে প্রতিষ্ঠান যদি অভীষ্ট পথে চলমান না আছে, তাহলে আপনার আমানতে খিয়ানত হচ্ছে।

সে প্রতিষ্ঠান যদি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যপথে ধাবমান না হচ্ছে, তাহলে আপনার আমানতে খিয়ানত হচ্ছে।

সে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা যদি কর্মে ফাঁকি দিচ্ছে, তাহলে আপনার আমানতে খিয়ানত হচ্ছে।

সে প্রতিষ্ঠানে যদি কোন রকম দুর্নীতি হচ্ছে, তাহলে আপনার আমানতে খিয়ানত হচ্ছে।

সে প্রতিষ্ঠানে যদি কোন রকম নৈরাজ্য চলছে, তাহলে আপনার আমানতে খিয়ানত হচ্ছে।

আপনি আপনার ভূমিকা ও কর্তব্য যথারীতি পালন করুন।

কর্মচারীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখুন।

প্রতিষ্ঠানের কোন জিনিস ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করবেন না।

ব্যক্তিগত কাজে প্রতিষ্ঠানের গাড়ি ব্যবহার করবেন না, ব্যক্তিগত কাগজ লিখতে প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ব্যবহার করবেন না, ব্যক্তিগত কাগজ জেরক্স করতে

এ কথার ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী ﷺ বলেন,

"কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হল, অশ্লীলতা ব্যাপক হবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, খিয়ানতকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারকে খিয়ানতকারী বিবেচনা করা হবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/২৮০)*

"নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলতাকে পছন্দ করেন না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! ততদিন কিয়ামত কায়েম হবে না, যতদিন না আমানতদারকে খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীকে আমানতদার বিবেচনা করা হয়েছে, অশ্লীলতা ব্যাপক হয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়েছে এবং প্রতিবেশীর খারাপ ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছে।" *(ঐ ৫/৩৬০)*

"সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! ততদিন কিয়ামত কায়েম হবে না, যতদিন না অশ্লীলতা ও কৃপণতা ব্যাপক হবে, খিয়ানতকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারকে খিয়ানতকারী বিবেচনা করা হবে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক ধ্বংস হয়ে যাবে এবং হীন ও নীচ লোক প্রকাশ (প্রাধান্য ও নেতৃত্ব) পাবে।" *(ঐ ৮/২১৮)*

"মানুষের নিকট এমন ধোকাব্যঞ্জক যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৫০ নং)*

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ।" ইমরান বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসাবে দুই যুগ উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগ তা আমার জানা (স্মরণ) নেই।' "অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের দেহে (ভাল ভাল খাদ্য খেয়ে) স্থূলত্ব প্রকাশ পাবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

ইবনে মাসউদ ؓ বলেছেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে। যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে।) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা

মানলে তাঁর ক্ষতি নেই। কাউকে ভাল কথা বলতে গেলে যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তাহলে তাঁর দায়িত্ব শেষ। হিকমতের সাথে সদুপদেশের মাধ্যমে কারো ভুল সংশোধন করতে গিয়ে যদি কেউ বলে, 'কার তোয়াক্কা রাখি আর, বাপ মরেছে বালাই গেছে, কোন্ শালার বা ধারি ধার?' তাহলে তাঁর কর্তব্য আদায় হবে। গোনাহ হবে ঐ পাপাচারীর।

কুরআন হাদীসের জ্ঞান সঠিকভাবে না পৌঁছালে আমানতে খিয়ানত হয়। কুরআন-হাদীসের অর্থানুবাদ ঠিকমত না করলে, উদ্ধৃতি ঠিকমত না হলে, ব্যাখ্যা সঠিক না হলে, নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য মনগড়া ব্যাখ্যা করলে, দূর ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করলে আমানতে খিয়ানত হয়।

হাদীস যয়ীফ ও জাল কি না, তা না জেনে নকল করা ইল্মী খিয়ানত।

মহানবী ﷺ বলেন, "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (বিনা বিচারে) তা-ই বর্ণনা করে।" *(মুসলিম)*

আর জেনেশুনে যয়ীফ ও জাল হাদীস নকল ও বয়ান করলে আরো বড় খিয়ানত।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, তবে সে দুই মিথ্যুকের একজন।" *(মুসলিম)*

হাদীস নকল বা অনুবাদ করার সময় তার শেষে লেখা 'মওযূ, বাতিল, যয়ীফ' ইত্যাদি নকল বা অনুবাদ না করাও এক প্রকার ইল্মী খিয়ানত।

ইল্ম শিক্ষার পর যে আলেম তার দ্বারা দুনিয়া কামান এবং আখেরাতের কাজ করেন না, ইল্ম অনুযায়ী আমল করেন না এবং ইল্ম তার আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ করেন না, তিনিও কি কম বড় খিয়ানতকারী মনে করছেন?

ইল্ম প্রচার করা ফরয এবং গোপন করা হারাম। ইল্ম গোপন করা খিয়ানত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই খিয়ানত ক'রে চলেন বহু আলেম। তাঁরা নিজের দায়িত্ব বহন করেন না, তাঁদের যে দায়িত্ব আছে, তা তাঁরা মনে করেন না। কেউ নিজ গদি ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য ইল্ম প্রচার না ক'রে খিয়ানত করেন। কেউ কারো মন রক্ষার জন্য ইল্ম গোপন করেন। কেউ কারো তোষামদের জন্য ইল্মী খিয়ানত করেন! কেউ রাজনৈতিক চাপে পড়ে ইল্ম প্রচারের দরজা বন্ধ ক'রে দেন। কেউ মযহাবী সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে সহীহ হাদীস গোপন করেন। কেউ নিজ দল ভারী করার জন্য সহীহ হাদীস প্রচারে বিরত থাকেন। কেউ ফিতনাজড়িত মনে ধারণা করেন যে, সহীহ হাদীস প্রচার করলে ফিতনা সৃষ্টি হবে! আকীদার কথা বললে ফিতনা লাগবে! মূল তওহীদের কথা প্রচার করলে মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে!

প্রতিষ্ঠানের জেরক্স-মেশিন ব্যবহার করবেন না, ব্যক্তিগত কথা বলতে টেলিফোন ব্যবহার করবেন না। যেহেতু আপনি একজন আমানতদার মুসলিম।

প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্যপথে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যদি আপনি 'মুখলিস' ও আন্তরিক হন, তাহলে আপনি একজন আমানতদার মুসলিম।

দ্বীনী ইল্ম আমানত

মানুষ এ পৃথিবীতে এসে জ্ঞানপ্রাপ্ত হলে প্রথম যে জিনিস তার উপর ফরয হয়, তা হল জ্ঞান শিক্ষা করা।

কে আনল তাকে? তার রব্ব কে?

পৃথিবীতে তাকে কি করতে হবে? কোন্ পথ ধরে চলবে সে? তার দ্বীন কি?

কে সঠিক পথ দেখাবে তাকে? তার নবী কে?

দ্বিতীয় যে জিনিস তার উপর ফরয হয়, তা হল আমল। যা জানা হয়, তা মানা ও পালন করা।

তৃতীয় যে জিনিস তার উপর ফরয হয়, তা হল তবলীগ ও প্রচার করা। যা জানা, মানা ও পালন করা হয়, তা অপরকে জানিয়ে দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া।

আর চতুর্থ যে জিনিস তার উপর ফরয হয়, তা হল ধৈর্য ধরা। অর্থাৎ, উপর্যুক্ত তিনটি বিষয় পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট আসবে, তাতে ধৈর্য ধারণ করা।

বলা বাহুল্য দ্বীনী ইল্ম আলেমের ঘাড়ে একটি আমানত। এই আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে পৌঁছে দাও; যদিও বা একটি আয়াত হয়।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমাদের নিকট কিছু শ্রবণ ক'রে তা অন্যের নিকট ঠিক সেই ভাবেই পৌঁছে দেয়, যেভাবে সে শ্রবণ করেছিল। কেননা যাদের কাছে (হাদীস) পৌঁছানো হয়, তাদের কেউ কেউ এমনও আছে, যে ঐ শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক স্মৃতিমান্ ও সমঝদার।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৩নং)*

প্রাতিষ্ঠানিক ইল্ম থেকে ফারেগ হওয়ার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে আলেমের মাথায় একটি পাগড়ী বেঁধে দেওয়া হয়, সেই ফারেগী পাগড়ী আসলে একটি আমানত।

আলেম ও দ্বীনের দাঈর উচিত, দাওয়াতের আমানত পৌঁছে দেওয়া। কেউ না

তাহলে কি প্রচার করবেন?

তাঁরা বলেন, 'যে গরু খায়, তাঁর কাছে গরুর ফযীলত বয়ান করুন। যে শাক খায়, তার কাছে শাকের ফযীলত বয়ান করুন। যে বিষ খায়, তাকে কিছু বলবেন না, কারণ ফিতনা লাগবে!'

এমন হিকমত নিয়ে বলুন, যাতে ফিতনা না লাগে।

'না, না, তার থেকে চুপ থাকাই ভাল!'

সর্দি, ফোঁড়া, বাতের যন্ত্রণার উপর গত রাতে তাকে সাপে কেটেছে। আপনি ডাক্তার হয়ে যদি সর্বপ্রথম সর্দির চিকিৎসা করেন এবং সাপে কাটার চিকিৎসা না করেন, তাহলে আপনি কি চিকিৎসক?

ফিতনার ভয়ে সাময়িকভাবে ইল্‌ম গোপন করা বৈধ হলেও, চিরদিনকার জন্য মুখ বন্ধ রাখবেন, কারো মন যাতে চটে না যায়, তার জন্য ইল্‌ম গোপন করবেন, কারো মান বা মন রক্ষার জন্য ইল্‌ম গোপন করবেন, কোন স্বার্থবশে তা গোপন করবেন, তা তো বৈধ নয়।

কিতাব ও সুন্নাহর ইল্‌ম গোপন করা হারাম। যারা গোপন করে, তারা অভিশপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ} (١٥٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৯ আয়াত)*

আল্লাহর বিধান গোপন ক'রে যারা অর্থ উপার্জন করে, গদি বজায় রেখে পুরস্কার ও উপহার অর্জন করে অথবা ঘুসের বিনিময়ে আল্লাহর আইনকে ধামাচাপা দেয়, তাদের শাস্তি আরো ভয়ানক। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١٧٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট পূর্ণ করে।

শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *(ঐ ১৭৪ আয়াত)*

আহলে কিতাবদেরকে সত্য গোপন তথা তাদের কিতাবের কোন অংশ গোপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা মানুষের কাছে আগত সত্য প্রকাশ করে না, জানা সত্যকে প্রকাশ ও প্রচার করে না, তারা নিশ্চয়ই অপরাধী। মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন ক'রে বলেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٧١)

অর্থাৎ, হে ঐশীগ্রন্থধারীরা! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন কর? *(সূরা আলে ইমরান ৭১ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে আহলে কিতাবদের দু'টি অতি বড় অপরাধের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রথম অপরাধ হল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মিশ্রিত করণ; যাতে মানুষের কাছে সত্য ও মিথ্যা পরিষ্কার না হয়। দ্বিতীয় অপরাধ হল, সত্যকে গোপন করা। অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ-এর যে নিদর্শন ও গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা মানুষ থেকে গোপন করা, যাতে কমসে-কম এই নিদর্শনাদির দিক থেকে যেন তাঁর সত্যতা প্রকাশ না হয়ে পড়ে এবং মানুষ তাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে মুহাম্মাদের ধর্ম অবলম্বন না ক'রে বসে! আর এই উভয় প্রকার অপরাধ তারা জেনে-শুনেই করত। যার কারণে তারা বড়ই দুর্দশার শিকার হয়েছিল। তাদের অপরাধের কথা সূরা বাক্বারাতেও (৪২নং আয়াতে) উল্লেখ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ]

অর্থাৎ, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করো না। *(সূরা বাক্বারাহ ৪২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট

প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট। যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ তুমি কখনও মনে করো না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৭- ১৮৮ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে আহলে-কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে মহান আল্লাহ এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁর কিতাবে (তাওরাত ও ইঞ্জীলে) যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং শেষ নবীর যে গুণাবলী তাতে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলো তারা মানুষের কাছে বর্ণনা করবে ও তার কোন কিছুই গোপন করবে না। কিন্তু তারা সামান্য পার্থিব স্বার্থের কারণে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলে। অর্থাৎ, আলেম সমাজকে জ্ঞাত ও সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁদের নিকট উপকারী যে জ্ঞান রয়েছে, যে জ্ঞান দ্বারা মানুষের যাবতীয় আক্বীদা ও আমলের সংশোধন হওয়া সম্ভব, সে জ্ঞান যেন তাঁরা মানুষের নিকট অবশ্যই পৌঁছে দেন। পার্থিব স্বার্থ ও লাভের খাতিরে তা গোপন করা অতি বড় অপরাধ।

পরবর্তী আয়াতে এমন লোকদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে, যারা কেবল তাদের বাস্তব কৃতিত্ব নিয়েই খোশ নয়, বরং তারা চায় যে, তাদের খাতায় এমন কৃতিত্বও লেখা হোক বা প্রকাশ করা হোক, যা তারা আদৌ করেনি। এই রোগ যেরূপ রসূল ﷺ-এর যুগে ছিল এবং যার কারণে আয়াত নাযিল হয়েছিল, অনুরূপ বর্তমানেও পদাভিলাষী ও যশান্বেষী প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এবং প্রোপাগান্ডা ও আরো বিভিন্ন চালাকী ও চাতুর্যের মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভকারী নেতাদের মধ্যেও ব্যাপকহারে এ রোগ পাওয়া যায়। আয়াতের প্রসঙ্গসূত্র থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদীরা আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন ও তা গোপন করার অপরাধে অপরাধী ছিল এবং তারা তাদের এই কুকৃতিত্বে আনন্দিতও ছিল।

বর্তমানের বাতিলপন্থীদের অবস্থাও অনুরূপ। তারাও মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট ক'রে, ভুলপথ প্রদর্শন ক'রে এবং আল্লাহর আয়াতের অর্থগত পরিবর্তন ও অস্পষ্ট ব্যাখ্যা ক'রে বড়ই আনন্দবোধ করে এবং দাবী করে যে, তারাই হক্বপন্থী ও তাদেরকে তাদের এই প্রতারণার জন্য সাবাসীও দেওয়া হোক! *(আহসানুল বায়ান)*

ইয়াহুদীদেরকে বলা হয়েছিল,

{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। আল্লাহর অনুগত নবীগণ, রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত)গণ এবং পন্ডিতগণও ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল ওর (সত্যতার) সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। (অর্থাৎ, লোকের ভয়ে ভীত হয়ে তাওরাতের আসল বিধান গোপন করো না এবং পার্থিব সামান্য সম্পদ লাভের জন্য তাতে কোন প্রকার রদবদল করো না।) আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)। *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)*

প্রকাশ থাকে যে, 'আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না' বা 'আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না' এর অর্থ এই নয় যে, বেশী মূল্য পেলে ইলাহী বিধানের বিনিময়ে তা গ্রহণ কর বা বহু মূল্যে তা বিক্রয় কর। (যেমন অনেক জাহেল তা মনে ক'রে থাকে।) বরং অর্থ হল, ইলাহী বিধানসমূহের মোকাবেলায় পার্থিব স্বার্থকে কোন প্রকার গুরুত্ব দিও না। আল্লাহর বিধানসমূহের মূল্য এত বেশী যে, দুনিয়ার বিষয়-সম্পদ এর মোকাবেলায় খুবই তুচ্ছ; খুবই নগণ্য, কিছুই না।

উক্ত আয়াতে বানী-ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হলেও এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য। যে ব্যক্তি সত্যকে বাতিল, বাতিলকে প্রতিষ্ঠা অথবা জ্ঞানকে গোপন করার কাজে জড়িত হবে এবং কেবল পার্থিব স্বার্থের খাতিরে সত্য-প্রতিষ্ঠা করা ত্যাগ করবে, সেও এই ধমকের অন্তর্ভুক্ত। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

যেভাবেই হোক, আল্লাহর বিধান পার্থিব স্বার্থবশে গোপন করা হারাম। আলেমের ইল্মী খিয়ানত। তার শাস্তিও আছে বড়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ইল্ম গোপন করবে, সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতে আগুনের লাগাম পরাবেন।" *(ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ইল্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন করে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের একটি লাগাম পরানো হবে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, হাকেম অনুরূপ।)*

ইবনে মাজার এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি তার সংরক্ষিত (ও জানা) ইল্‌ম গোপন করবে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন মুখে আগুনের লাগাম দেওয়া অবস্থায় হাজির করা হবে।" *(সহীহ তারগীব ১১৫ নং)*

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরীয়তের কোন ইল্‌ম গুপ্ত নেই এবং বাতেনী ইল্‌ম বলে কোন ইল্‌ম নেই। যেহেতু ইল্‌ম গোপন করা হারাম এবং গোপনকারী অভিশপ্ত। সুতরাং আল্লাহর নবী, তাঁর কোন সাহাবী, কোন তাবেয়ী অথবা আল্লাহর কোন ওলী ইল্‌ম গোপন করতে পারেন না।

ইলমে যাহেরী শরীয়ত ও ইবাদতের ইল্‌ম এবং ইলমে বাতেনী শরীয়ত ও ইবাদতের হিকমত বা যুক্তি জানাকে বলা যায়। এ ছাড়া মুসলিমের জন্য এমন কোন বাতেনী (গুপ্ত) ইল্‌ম নেই, যাতে তার মঙ্গল থাকতে পারে। (বরং অধিকাংশ বাতেনী ইল্‌ম গোমরাহীর কারণ।) যারা শরীয়তের অনুসারীদেরকে ভাসমান পানাড়ি পাতার সাথে তুলনা করে, তারাই আসলে পানিতে ডুবে সর্বনাশগ্রস্ত। সলফে সালেহীনের কলবে কলবে কোন গুপ্ত ইল্‌ম ছিল না, যা ছিল তা তাঁরা প্রচার করে গেছেন। যেহেতু ইল্‌ম বাতেন বা গুপ্ত করা অবৈধ ও হারাম। *(তওহীদ ৮৭পৃঃ দ্রঃ)*

যারা মনে করে যে, 'নবীর কাছে যাহেরী ইল্‌ম ছিল এবং ওলীর কাছে বাতেনী ইল্‌ম আছে। নবী জিব্রীল মারফৎ শরীয়তের ইল্‌ম আল্লাহর নিকট থেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু ওলী সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে বাতেনী ইল্‌ম গ্রহণ করেন।' তারা আসলে মুসাইলিমাহ কায্যাব অপেক্ষা বড় মিথ্যাবাদী।

তারা বড় যালেম যারা দাবী করে যে, তাদেরকে তা দেওয়া হয়েছে, যা নবীকে দেওয়া হয়েছিল। যারা মনে করে, তাদের কাছে অহী হয়, অথচ তা হয় না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} (٩٣)

অর্থাৎ, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ (অহী) হয়, যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, আমিও ওর অনুরূপ অবতীর্ণ করব, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? যদি তুমি দেখতে পেতে (তখনকার অবস্থা), যখন (ঐ) যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে, আর ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ

তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দান করা হবে; কারণ তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর আয়াত গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে। *(সূরা আনআম ৯৩ আয়াত)*

যারা মনে করে, ওলীর ইল্‌ম নবীর ইল্‌ম থেকে বড়। যেমন খাযিরের ইল্‌ম মূসার ইল্‌ম থেকে বড়, তারা ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টান অপেক্ষা বেশী ভ্রষ্ট। কারণ, তারা কোনদিন কোন অনবীকে নবীর উপর, কোন অন্য মানুষকে মূসা-ঈসার উপর প্রাধান্য দেয় না।

যারা মনে করে, 'ওলী নবী অপেক্ষা বড়। খাযির ছিলেন মূসা নবীর ওস্তায!' তাদের ধারণা সঠিক নয়। কারণ, খাযির ওলী নয়; বরং তিনিও নবী ছিলেন।

যারা মনে করে, একজন ওলীর নবীর প্রয়োজন হয় না। তিনি সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে হকীকতের বাতেনী ইল্‌ম অর্জন করেন। নবীর যাহেরী শরীয়ত তাঁকে মানতে হয় না। তারা আসলে আহলে কিতাব অপেক্ষা অধিকতর ভ্রষ্ট। যেহেতু তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিরক্ষর আরবদের নবী বলে মানে, কিন্তু তাদের নবী বলে মানে না।

যারা মনে করে, মুহাম্মাদী শরীয়ত ও তরীকা ছাড়া অন্য কোন তরীকতে হকীকত ও মা'রেফত তথা আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যায়। অথবা মুহাম্মাদী শরীয়ত কোন ওলী মানতে বাধ্য নয়। অথবা মুহাম্মাদী শরীয়ত ছাড়া বিলায়াত (ওলীর মর্যাদা) পাওয়া যায়। অথবা শরীয়ত হল যাহেরী এবং বিলায়াত হল বাতেনী ইল্‌ম। তারা আসলে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'তে বিশ্বাসী নয়।

ইলমে গায়ব বাতেনী ইল্‌ম নয়। কারণ, সে ইল্‌ম আল্লাহ ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না। আর সেই গায়বের খবর যখন কোন বান্দাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তখন তা গায়বী থাকে না। খাযির ﷺ বা অন্য কোন নবী গায়েব জানতেন না।

বাতেনী ইল্‌ম অন্তরের আমলসমূহকে বলা যায়। যেমন মা'রেফাত, সবর, শুক্‌র, মহব্বত, তাওয়াক্কুল, রিয়া, ইখলাস, রিয়া থেকে পবিত্রতা, অন্তরের যাবতীয় রোগ থেকে পবিত্রতা প্রভৃতিকে বাতেনী ইল্‌ম বললেও তা শরীয়ত-পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে তথাকথিত যে বাতেনী ইল্‌ম শরীয়ত-বিরোধী, তা ইল্‌ম নয়, তা আসলে কুফরী। যে কেউই এমন বাতেনী ইলমের কথা দাবী করবে, যা কিতাব ও সুন্নাহতে নেই, তা বিদআত ও ভ্রষ্টতা। কোন মুসলিমের জন্য তা বিশ্বাস ও মান্য করা বৈধ নয়। *(শারহুস সুন্নাহ ১/৫০)*

যারা মনে করে শরীয়তের যাহের ও বাতেন আছে। বাতেন লাভ করলে যাহের আর মানতে হয় না। অথবা শরীয়তের ছাল ও শাস আছে। শাস লাভ করলে ছাল ফেলার যোগ্য হয়। অথা শরীয়ত সাধারণ মানুষদের জন্য এবং মা'রেফতে পৌঁছে গেলে আর

শরীয়ত মানতে হয় না। তারা আসলে ভ্রষ্টতা ও কুফরীর দলদলে ফেঁসে আছে।

শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মা'রেফত বলে ইসলামের কোন পর্যায় নেই। ইসলামের যে পর্যায় আছে, তা হল, ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। হাদীস শরীফে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে।

অনুরূপ যারা দাবী করে যে, কুরআন চল্লিশ, ষাট অথবা নব্বই পারা, তারাও বড় হাস্যকর গুমরাহ। তারা ভাবে, আমাদের কাছে যে কুরআন রয়েছে, তা যাহেরী। আর বাকী ১০, ৩০ বা ৬০ পারা বিশিষ্ট লোকের ক্বলবে বাতেন আছে!

তারা মনে করে, 'সেগুলি জিব্রীল ছাড়া সরাসরি সেই লোকের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।' অথবা শয়তানই তা অবতীর্ণ করেছে।

অথবা তারা মনে করে যে, আল্লাহর নবী ﷺ কিছু ইল্‌ম গোপন ক'রে কিছু লোককে দান ক'রে গেছেন। তারা মনে করে, আল্লাহর নবী ﷺ, সাহাবী, তাবেয়ী তথা অন্যান্য ইমামগণ ইল্‌ম গোপন করার গোনাহ করেছেন! অথবা মহানবী ﷺ আল্লাহর দেওয়া রিসালতের খিয়ানত করেছেন!

তাছাড়া তিনি তা প্রচার করে গেলেন না কেন? কেন কিছু লোককে বাদ দিয়ে অন্য কিছু লোককে কল্যাণের জ্ঞান 'বাতেনী ইল্‌ম' দান ক'রে গেলেন? এটা কি উম্মতের হকে খিয়ানত নয়? নাঊযু বিল্লাহে মিন যালিক।

অথচ মহান আল্লাহ নবীর উদ্দেশ্যে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (٦٧)

অর্থাৎ, হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর, যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। *(সূরা মাইদাহ ৬৭ আয়াত)*

অনুরূপ যারা মনে করে যে, আল্লাহর নবী ﷺ কিছু ইবাদত জানতেন না। অথবা তিনি দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে প্রচার ক'রে যাননি। অথবা দ্বীনের কিছু জিনিস অসম্পূর্ণ আছে। আর তার ফলে তারা কিছু ইবাদত আবিষ্কার (বিদআত) করে। তারাও আসলে মনে করে, আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর নবুঅত ও দ্বীন প্রচারে খিয়ানত করেছেন।

দারুল হিজরাহ (মদীনা)র ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যারা ইসলামে কিছু নতুন কাজ (বিদআত) রচনা ক'রে তা ভাল (বিদআতে হাসানাহ) মনে করে, সে আসলে ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতে খিয়ানত করেছেন! অথচ তা অসম্ভব। মহান আল্লাহর কথা পড়, তিনি বলেছেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً}

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম।' *(সূরা মাইদাহ ৩ আয়াত)*

ইমাম মালেক আরো বলেন, 'সুতরাং যে কাজ নবী ﷺ-এর যুগে দ্বীন বা ইবাদত ছিল না, সে কাজ আজ দ্বীন বা ইবাদত হতে পারে না।' *(আল-ই'তিস্বাম, শাত্বেবী ১/১১১)*

না কোন ইলহামলব্ধ নির্দেশ আর না কোন স্বপ্নলব্ধ আদেশ। আজ কোন কিছুকে দ্বীন বলে মানা যেতে পারে না।

পরন্তু মহানবী ﷺ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা ক'রে গেছেন,

"আমি এমন কোন জিনিস তোমাদেরকে আদেশ করতে বাদ দিইনি, যা তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করতে পারে এবং এমন কোন জিনিস তোমাদেরকে নিষেধ করতে বাদ দিইনি, যা তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূর ও দোযখের নিকটবর্তী করতে পারে।"

"জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে আদেশ করিনি এবং জাহান্নামের নিকটবর্তীকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে নিষেধ করিনি।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৭/৬৭)*

"জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এমন কোন আমল নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে আদেশ করিনি এবং জাহান্নামের নিকটবর্তীকারী এমন কোন আমল নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে নিষেধ করিনি।" *(হাকেম ২/৫)*

"আমি এমন কোন জিনিস তোমাদেরকে আদেশ করতে বাদ দিইনি, যা তোমাদেরকে বেহেশ্তের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূর করতে পারে এবং এমন কোন জিনিস তোমাদেরকে নিষেধ করতে বাদ দিইনি, যা তোমাদেরকে দোযখের নিকটবর্তী ও বেহেশ্ত্ থেকে দূর করতে পারে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭/২৯৯, মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ)*

"এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা আদেশ করেছেন এবং এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা নিষেধ করেছেন।" *(বাইহাক্বী ৭/৭৬)*

তিনি আরো বলেছেন, "আমার পূর্বে যে নবীই ছিলেন, তাঁর দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মতকে সেই কাজ বাতলে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য কল্যাণময়

এর সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'যে ব্যক্তি তিনটের মধ্যে একটি কথা বলে, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে ---

(১) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ তাঁর প্রতিপালক (আল্লাহ)কে দেখেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত।" *(সূরা আনআম ১০৩ আয়াত)* "কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা শূরা ৫১ আয়াত)*

বর্ণনাকারী মাসরূক বলেন, আমি হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। এ কথা শুনে সোজা হয়ে বসে বললাম, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! একটু থামুন, আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবেন না। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি যে, "নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।" *(সূরা নাজ্ম ১৩ আয়াত)* "অবশ্যই সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দর্শন করেছে।" *(সূরা তাকভীর ২৩ আয়াত)*

মা আয়েশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, "তিনি হলেন জিব্রীল। তাঁকে ঐ দুইবার ছাড়া অন্য বারে তাঁর সৃষ্টিগত আসল রূপে দর্শন করিনি। যখন তিনি আসমানে অবতরণরত ছিলেন, তাঁর বিরাট সৃষ্টি-আকৃতি আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল!"

(২) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর অবতীর্ণ কিছু অহী গোপন করেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর, (যদি তা না কর, তাহলে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।)" *(সূরা মাইদাহ ৬৭ আয়াত)*

(৩) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ভবিষ্যতের খবর জানেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" *(সূরা নাম্‌ল ৬৫ আয়াত) (মুসলিম ৪৫৭নং, তিরমিযী প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ অহীর কোন অংশ গোপন ক'রে যাননি। তাহলে বাকী ১০, ৪০ বা

জানবেন এবং তাদেরকে সেই কাজ থেকে সতর্ক করবেন, যা তিনি তাদের জন্য অকল্যাণময় জানবেন।" *(মুসলিম, আহমাদ ২/ ১৯১)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী যে, তিনি তাঁর উম্মতকে সেই কাজ বাতলে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল বলে জানবেন।" *(আল-ইহকাম ১/৯০)*

সাহাবী আবূ যার্র ﷛ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, আকাশে উড়ন্ত পাখীর ইল্‌মও আমাদেরকে দিয়ে গেছেন।' *(আহমাদ ৫/ ১৫৩, ১৬২)*

মুশরিকরাও এ কথা স্বীকার করেছে যে, মহানবী ﷺ মুসলিমদেরকে সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন। একদা এক মুশরিক সালমান ফারেসী ﷛-কে বলল, 'তোমাদের নবী দেখছি তোমাদেরকে সবকিছু শিখিয়েছে; এমনকি কেমন ক'রে পেশাব-পায়খানা করতে হবে তাও?' সালমান ﷛ বললেন, 'হ্যাঁ।' *(আহমাদ, মুসলিম ৫৭নং, সুনান)*

ইরবায বিন সারিয়াহ ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আমি তোমাদেরকে উজ্জ্বল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।" *(ইবনে আবী আসেম, আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

আব্বাস ﷛ বলেন, 'আল্লাহর কসম! রাস্তা স্পষ্ট না ক'রে, হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম না ক'রে, বিবাহ-তালাক, যুদ্ধ ও সন্ধির বিধান বর্ণনা না ক'রে আল্লাহর রসূল ﷺ ইন্তিকাল করেননি।' *(মাউসূআতুদ দিফা' আর রাসূলিল্লাহ ﷺ ৭/৫৭)*

বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ অথবা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবার সামনে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "তোমরা আমার ব্যাপারে কি বলবে?" তাঁরা সকলেই বলেছিলেন যে, 'আমরা সাক্ষ্য দেব যে, (আপনার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা) পৌঁছে দিয়েছেন, (আমানত) আদায় ক'রে দিয়েছেন এবং (উম্মতের জন্য) হিতাকাঙ্ক্ষা ও নসীহত করেছেন।' মহানবী ﷺ আসমানের দিকে আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত ক'রে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" অথবা তিনি তিনবার বললেন, "আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।" *(মুসলিম)* অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো।

যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহর নবী ﷺ কোন ইল্‌ম গোপন রেখেছেন, সে ব্যক্তি আসলে তাঁর প্রতি অপবাদ ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আল্লাহর রসূল ﷺ-

৬০ পারা কুরআন গোপন থাকল কিভাবে? আরো বাতেনী ইল্‌ম বাতেন হল কিভাবে? নাকি নবী ছাড়া আর কারো উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে? হ্যাঁ, হয়তো বা তাঁতীদের গ্রামের পীর সাহেবের উপর 'আসালাংলাং ফাসালাংলাং, আবে আয়ে, গাবে গায়ে, ফাবে থপথপ, ফাবে থপথপ'-এর মত কোন কুরআন অবতীর্ণ হতে পারে! আর মুসাইলামার অনুসারীদের মত তা কেউ বিশ্বাস করলে করতে পারে। কিন্তু তাতে তো কোন মুসলিম 'মুসলিম' থাকতে পারে না।

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ যে অহীর কোন অংশ গোপন করেননি, সে কথার সাক্ষ্য দিয়ে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যা প্রচার করতে আদিষ্ট ছিলেন, তার কোন অংশ যদি গোপন করতেন, তাহলে মহান আল্লাহর এই আয়াতকে গোপন করতেন, (যাতে পালিতপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে তাঁর বিয়ের কথা ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,)

{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} (٣٧)

অর্থাৎ, স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।' আর তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোককে ভয় করছিলে অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। *(সূরা আহযাব ৩৭ আয়াত) (মুসলিম ৪৫৮নং)*

আবুত তুফাইল বলেন, আলী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ কি আপনাদেরকে কোন বিশেষ জ্ঞান দান ক'রে গেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি আমাদেরকে বিশেষ কোন জ্ঞান দিয়ে যাননি, যা সাধারণ লোকে জানে না। তবে আমার এই তরবারির খাপে যা আছে, (তা হতে পারে।)' অতঃপর তিনি খাপ থেকে একটি লিখিত কাগজ বের করলেন। তাতে লিখা ছিল, "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি জমি-জায়গার চিহ্ন সরিয়ে ফেলে। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করুন, যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয়।" *(মুসলিম)*

আবূ জুহাইফাহ বলেন, একদা আমি আলী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের নিকট এমন কিছু (ইল্‌ম) আছে কি, যা কুরআনে নেই?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম! যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন,

আমাদের নিকট কুরআনে যা আছে, তার বাড়তি কিছু নেই। তবে আল্লাহর কিতাবের সমঝ এবং এই সহীফাতে যা আছে তাই।' আমি বললাম, 'সহীফাতে কি আছে?' তিনি বললেন, রক্তপণ ও বন্দী মুক্তির ব্যাপার এবং এই যে, "কোন কাফেরের খুনের বদলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।" *(বুখারী)*

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ দাস ছিলেন। তাঁকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, তা (উম্মতের নিকট) পৌঁছে দিয়েছেন। আর তিনটি জিনিস ছাড়া তিনি অন্যান্য মানুষকে ছেড়ে আমাদেরকে বিশেষ ক'রে কোন কিছু দিয়ে যাননি। (১) তিনি আমাদেরকে পূর্ণরূপে ওযূ করতে আদেশ করেছেন, (২) আমাদেরকে সদকা খেতে নিষেধ করেছেন এবং (৩) ঘুড়ীর সাথে গাধার মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছেন।' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, প্রমুখ)*

সুতরাং এ সত্ত্বেও যারা মনে করে যে, বাতেনী ইল্‌ম বিশিষ্ট কিছু লোকের অধিকারে আছে, তারা আসলে অমূলক দাবী করে এবং সেই ইল্‌ম প্রচার না ক'রে মুসলিমদের বড় খিয়ানত করে। প্রকৃতার্থে তারা মিথ্যা দাবী করে এবং নবী ﷺ-কে খিয়ানতকারী মনে করে! সুতরাং কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহই তাদের বিচার করবেন।

তাদের নিকট কোন স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ আছে কি? থাকলে তা পেশ করুক। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং শুধু অনুমানভিত্তিক কথাই বলে থাকে।

তারা মনের খেয়াল-খুশী ও অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই।

সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদান আমানত

আপনি অপর মুসলিমের জন্য, আপনার ভাইয়ের জন্য, আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গলকামী হবেন, এটাই আপনার কাছে প্রার্থনীয়। আর তার মানেই আপনি নিজের জন্য যা ভাল মনে করেন, তাদের জন্যও তাই মনে করবেন এবং যা খারাপ মনে করেন, তাদের জন্যও তাই মনে করবেন। বিধায় তাদেরকে ভাল কাজ করতে আদেশ দেবেন, উদ্বুদ্ধ করবেন এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবেন, বাধা সৃষ্টি করবেন। তা যদি না করেন, তাহলে তাদের প্রতি যে হিতাকাঙ্ক্ষিতার দায়িত্ব আছে, তাতে খিয়ানত হবে।

এই জন্য একজন মু'মিনের গুণ সৎকাজে আদেশ দেওয়া এবং মন্দকাজে

২৬৮৬, *তিরমিযী ২ ১৭৩নং)*

অপরাধী দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর অপরাধীর অপরাধ গোপন করলে সামাজিক ক্ষতি হতে পারে। এমন সমাজ-বিরোধীর অপরাধ গোপন না ক'রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তার শাস্তি দেওয়া উচিত। সমাজের মাঝে প্রচার ক'রে তার ব্যাপারে জনসাধারণকে সাবধান ও সতর্ক করা উচিত। তা না করলে গোপনকারী জনসাধারণের কাছে খিয়ানতকারী প্রমাণিত হবে।

আর দ্বিতীয় প্রকার অপরাধীর অপরাধ গোপন করলে সামাজিক কোন ক্ষতি হয় না। তাকে নসীহত করা উচিত এবং তার সে পাপ গোপন করা এবং লোক-সমাজে প্রচার না করা উচিত। এমন মুসলিমের ত্রুটি গোপন করলে, মহান আল্লাহ কিয়ামতে গোপনকারীর ত্রুটি গোপন করবেন। আর তা প্রচার করলে খিয়ানত গণ্য হবে।

যেমন যে পাপ কারো দ্বারা ঘটে গেছে এবং সে তওবাও করেছে, তার পাপকে অজানা জায়গায় প্রচার করার মানেই ঐ লোকের গীবত ও খিয়ানত করা।

ভেদ-রহস্য আমানত

রাষ্ট্রের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি রাষ্ট্রের ভেদ অপর শত্রুরাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করতে পারে না; করলে খিয়ানত হয়।

কোম্পানীর কোন কর্মচারী তার কোন গোপনীয় রহস্য যেখানে প্রকাশ করলে তার ক্ষতি হবে, সেখানে প্রকাশ করতে পারে না; করলে খিয়ানত হয়।

কোন মুসলিম ভাইয়ের কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করা বৈধ নয়; করলে তার খিয়ানত করা হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে নেবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন করে নেবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।........" *(মুসলিম ২৬৯৯ নং)*

শুধু মুসলিমের জীবদ্দশাতেই নয়; বরং তার মরণের পরেও তার গোপনীয় দোষ এক প্রকার আমানত। সে দোষ বয়ান ক'রে খিয়ানত করা যাবে না। পক্ষান্তরে সে আমানত রক্ষা করলে, পুরস্কার পাওয়া যাবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (মৃত) মুসলিমকে গোসল দেয়, অতঃপর তার ত্রুটি গোপন করে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা চল্লিশ বার ক্ষমা করে দেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'সে তার পাপরাশি হতে সেই দিনকার মত নিষ্পাপ

বাধাদান করা। পক্ষান্তরে একজন মুনাফিকের গুণ তার বিপরীত।

রাখাল যদি ঠিকভাবে রাখালি না করে এবং গরু-ছাগল দ্বারা লোকের ফল-ফসলের ক্ষতি করে অথবা বাঘের শিকার থেকে তা রক্ষা না করে অথবা হারিয়ে যাওয়া ও নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন পরোয়া না করে, তাহলে সে কি খিয়ানতকারী নয়?

বাড়ির মুরব্বী যদি বাড়ির লোকের পাপ-কাপ দেখে চুপ থাকে এবং ভাল কাজে তাদেরকে অনুপ্রাণিত না করে, তাহলে সে কি খিয়ানতকারী নয়?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

উক্ত আমানতে খিয়ানত করলে, খিয়ানতকারীকেও তার শাস্তি ভুগতে হয়। অন্যায় দেখে চুপ থাকা আর এক অন্যায়। অপরের ক্ষতি দেখে চুপ থাকা নিজেরও ক্ষতি।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র করে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।" *(বুখারী ২৪৯৩,*

"তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মত, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।" *(আহমাদ,ইবনে আবী শাইবাহ,আবূ দাউদ,বাইহাক্বী)*

দুঃখের বিষয় যে, অনেক হতভাগা কেবল নিজের স্ত্রীই নয়, বরং কোন বোন বা ভাবীর কত রূপ-রহস্যও প্রকাশ করে বন্ধুমহলে। তাদেরকে আপনি কোন্ শ্রেণীর খিয়ানতকারী মনে করবেন?

অনুরূপ বন্ধু আপন বন্ধুর বহু রহস্য জানে। বৈধ নয় তা অপরের কাছে প্রচার ক'রে বন্ধুকে লাঞ্ছিত করা। যে গুপ্ত কথা বন্ধুকে বলা হয়, তা আসলে আমানত। হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে সেই আমানতে খিয়ানত করা কি বৈধ হতে পারে? বন্ধু শত্রুতে পরিণত হলেও, সে আমানত আমানতই। তাতে খিয়ানত ক'রে নিজের আখেরাত বরবাদ করা উচিত নয় কোন মুসলিমের।

দাস-দাসীর নিকট থাকে বাড়ির কত রহস্য, ভৃত্যের কাছে থাকে মালিকের কত রহস্য, ডাক্তার-নার্সের কাছে থাকে রোগীর কত গুপ্ত ভেদ, গুপ্ত কত কথার আমানত। কারো জন্য বৈধ নয় সেসব কথা অপরের কাছে প্রকাশ করা।

কিছু কাজ আছে, যাতে অপর মানুষের হিংসা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের হিংসা হয়, সমমানের সাথীদের ঈর্ষা হয়, তেমন কাজ গোপনে করা ভাল। তেমন রহস্যকে রহস্য রাখাই ভাল। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণে সফলতা অর্জনের জন্য তা গোপন রেখে (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর। কারণ, প্রত্যেক নিয়ামতপ্রাপ্ত হিংসিত হয়।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৫৩নং)*

এমন হিংসিত ব্যক্তির রহস্যের কথা কেউ জানতে পারলে, তার জন্যও তা প্রকাশ ক'রে আমানতে খিয়ানত করা বৈধ নয়।

গোপন কথা আমানত

কেউ যদি নিজের কোন রহস্য কারো নিকট প্রকাশ ক'রে তা গোপন রাখতে বলে, তাহলে তা এক প্রকার আমানত; তা অন্যের নিকট প্রকাশ করা হারাম; করলে আমানতে খিয়ানত হয়। অনুরূপ প্রত্যেক গোপন কথাই আমানত; তা প্রকাশ ও প্রচার করা জিবের এক মহাপাপ। যাতে বহুমুখী ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন কেউ কোন কথা বলে এদিক-ওদিক তাকায়, তবে তা আমানত।" *(সহীহুল জামে' ৫০০নং)* সুতরাং শ্রোতার সেই কথাকে গোপন রাখা

হয়ে বের হয়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"

আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তার চল্লিশটি গোনাহ মাফ করা হয়।" *(হাকেম, বাইহাক্বী, ত্বাবারানীর কাবীর, আহকামুল জানায়েয ৫১ পৃঃ)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দেয়, অতঃপর তার ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তার গোনাহসমূহকে গোপন করে দেন। আর যে ব্যক্তি তাকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে (পরকালে) সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্র পরিধান করাবেন।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৫৩নং)*

স্বামী-স্ত্রীর রহস্য একে অন্যের কাছে আমানত। তাতে খিয়ানত করা বৈধ নয়। তারা উভয়ে এত কাছাকাছি হয় যে, যাবতীয় গোপন কথা একে অন্যের কাছে খুলে বলে। কিন্তু বহু মানুষ আছে, যারা সুখের সময় সেসব রহস্য গোপন রাখে, কিন্তু দুঃখের সময় প্রকাশ ক'রে ফেলে।

তালাক হলে অথবা স্বামী মারা গেলে অপর স্বামী বা মহিলার কাছে পূর্ব স্বামীর যাবতীয় দোষ-ত্রুটি খুলে ব'লে মজা নেয়। অনুরূপ স্বামীও স্ত্রীর ত্রুটির কথা অন্য স্ত্রীর কাছে ব'লে তৃপ্তি নেয়।

স্বামী-স্ত্রীর কোন চরিত্রগত গুপ্ত দোষ থাকলে অপরকে বলা বৈধ নয়। একে অন্যের দোষ ঢেকে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য অশ্লীলতা হলে অথবা সালিসী ব্যাপার হলে ভিন্ন কথা।

পক্ষান্তরে যৌন-মিলন সংক্রান্ত কোন প্রশংসা অথবা বদনাম, বদ অভ্যাস অথবা দুর্বলতা বয়ান করা বন্ধুমহলেও বৈধ নয়। প্রত্যেকের যৌনভাণ্ডার অপরের নিকট আমানত। তাতে খিয়ানত করা স্বামী-স্ত্রীর কারো জন্যই হালাল নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানের দিক থেকে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম মানুষ সেই ব্যক্তি, যে স্ত্রী-সঙ্গম করে এবং স্ত্রী স্বামী-সঙ্গম করে অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) রহস্য প্রচার ক'রে বেড়ায়।" *(মুসলিম)*

আসমা বিন্তে ইয়াযিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে, তা (অপরের কাছে) ব'লে থাকে এবং সম্ভবতঃ কোন মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে তা (অপরের নিকট) ব'লে থাকে?" এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে গেল। আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা ব'লে থাকে।' অতঃপর তিনি বললেন,

আমানতদারী এবং অন্যের নিকট প্রকাশ করা খিয়ানত।

কিন্তু বাস্তব পরিবেশে (বিশেষ ক'রে মহিলাদের নিকট) রহস্য গুপ্ত রাখা এক মানসিক চাপ। তা প্রকাশ না করলে যেন পেটের ভাত হজম হয় না। অনেকে ভাবে হয়তো একজনকে বললে তা প্রকাশ করা হয় না। অবশ্য সে অপরকে তাকীদ করে দেয় যে, 'কাউকে বলো না। আমাকে বলতে মানা করেছে।' এইভাবে প্রথম ব্যক্তি আর এক দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট বলে, 'অমুকের ব্যাপার এই, আমাকে বলতে মানা করেছে, কেবল তোমাকেই বলছি, তুমি যেন কাউকে বলো না।' অনুরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বলে এবং এইভাবে গুপ্ত রহস্য এক মজার গল্পে পরিণত হয়। যা ফিস্‌ফিসিয়ে ব'লে মনে মনে তৃপ্তি অর্জন করা হয়। অথচ তা আমানতে খিয়ানত হয়।

গোপন কথা আমানত বলেই লোকে তা গোপনে বলে, ফিসফিসিয়ে বলে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে তা লুকিয়ে কান পেতে শোনে। এটাও কিন্তু এক প্রকার খিয়ানত।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে, সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।" *(বুখারী ৭০৪২নং)*

কারো গোপন দোষ অনুসন্ধান করাও এক প্রকার আমানতে খিয়ানত। এই খিয়ানতে সামাজিক ক্ষতি হয় বড়। তার জন্য মহান আল্লাহ আমাদেরকে জাসুসী (গোয়েন্দাগিরি) করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا} (১২)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺও বলেছেন, "তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না (পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না), তোমরা আল্লাহ বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।---" *(মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ২৬৭৯নং)*

অপরের গুপ্ত রহস্য বা দোষ জানতে তার চিঠি খুলে পড়া, খাস নোটবুক চুরি ক'রে পড়া, মোবাইল-ম্যাসেজ খুলে দেখা, গোপনে ক্যামেরা মোবাইলে ছবি তোলা, কথা টেপ করা, মোবাইলে খাস ছবি খুলে দেখা, কম্পিউটারে খাস ফাইল খুলে দেখা

ইত্যাদি জাসুসীর মধ্যে পড়ে।

মুসলিমদের যে দোষ গোপন রাখতে বলা হয়েছে, সে দোষ গোপনে অনুসন্ধান করা নিশ্চয় আমানতে খিয়ানত।

পরামর্শদান আমানত

কেউ যদি কোন বিষয়ে আপনার নিকট পরামর্শ চায়, তাহলে তাকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য। বেঠিক অথবা কুপরামর্শ দিলে তার খিয়ানত করা হয়।

কেউ তার ছেলে বা মেয়ের বিয়ে অমুক ঘরে দেবে কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইল। আপনি জানেন যে, সে ঘরে বিয়ে দিলে তার ক্ষতি হবে। অথচ আপনি বললেন, 'ভাল হবে।'

কেউ অমুক ব্যবসা করবে কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইল। আপনি জানেন যে, সে ব্যবসায় লাভ নেই। অথচ তাকে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল ব্যবসা।'

কেউ অমুক জায়গা বা জমি কিনবে কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইল। আপনি জানেন যে, সে জায়গা বা জমি কিনলে তার ঠকা হবে। অথচ বললেন, 'খুব ভাল হবে।'

এইরূপ অথবা তার বিপরীত ভালর জায়গায় মন্দ পরামর্শ দিলে আমানতে খিয়ানত করা হয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "বিনা ইলমে যাকে ফতোয়া দেওয়া হয় (এবং সেই ভুল ফতোয়া দ্বারা সে ভুলকর্ম করে) তবে তার পাপ ঐ মুফতীর উপর এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দেয় অথচ সে জানে যে, তার জন্য মঙ্গল অন্য কিছুতে আছে, তবে সে ব্যক্তি তার খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে।" *(সহীহুল জামে' ৫৯৪৪নং)*

কারো প্রশংসা বা নিন্দা করা আমানত

কারো সার্টিফাই করতে হলে আমানতদারীর সাথে করতে হবে। না তার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা যাবে এবং না তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা যাবে। সুতরাং ব্যক্তির জানা বিষয়ে প্রশংসা বৈধ। অন্যথা 'কানা বলে নাচে ভাল, কালা বলে গায় ভাল'র মত অজানা বিষয়ে প্রশংসায় খিয়ানত হতে পারে।

সুতরাং গোপন বিষয় যেহেতু প্রশংসাকারীর অজানা, সেহেতু এইরূপ বলতে হয়, 'অমুককে আমি এই মনে করি এবং আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আর আল্লাহর তকদীর ও জ্ঞানের উপর কারো প্রশংসা করি না। যেহেতু পরিণাম ও গুপ্ত

{وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে বন্ধকী হাতে রাখা বিধেয়। আর যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন (বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুতঃ যে তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপময়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ} (١٠٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ৎ করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে নামাযের পর তাদেরকে অপেক্ষমাণ রাখবে। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলবে, আমরা ওর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না; যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না, করলে আমরা নিশ্চয় পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব। *(সূরা মাইদাহ ১০৬ আয়াত)*

যারা জাতিগত, দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ইত্যাদি হিংসায়-বিদ্বেষের ফলে সত্য সাক্ষ্য গোপন করে, তারা কি আমানতদার মনে করছেন?

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ

বিষয় তো আল্লাহই জানেন, আমি ওকে এই মনে করি......।' *(মুসলিম)*

কোন অপরাধী বা বিদআতীর ব্যাপারে কাউকে সাবধান করতে হলেও আমানতদারী লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে হিংসা বা ভুল ধারণাবশতঃ অথবা না জেনে লোকমুখে ভুল শুনে কোন মানুষের নিন্দা করা বৈধ নয়।

কেউ কোন আলেমের দাওয়াত-পদ্ধতি বা আক্বীদার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, বৈবাহিক-সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব গড়ার জন্য কেউ কারো দ্বীনদারী ও আখলাক-চরিত্র প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অথবা ব্যবসা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কেউ কারো আমানতদারী সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হলে, খুবই আমানতদারীর সাথে উত্তর দিতে হবে। নচেৎ এ খিয়ানতও বড় খিয়ানত।

একটি লোক ভাল অথবা মন্দ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষি দেওয়ার প্রয়োজন হলে, তাতেও আমানতদারী আছে। একটি লোকের রহস্য প্রকাশ ক'রে তাকে মন্দ প্রমাণ করার ব্যাপারটা আরো কঠিন। সাক্ষি দিয়ে একটি লোককে শাস্তি দেওয়া আরো বেশী কঠিন। সুতরাং সাক্ষিতে ন্যায়পরায়ণ হওয়া একান্ত জরুরী।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

{وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (١٥٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল। *(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত)*

সাক্ষ্য একটি বড় আমানত। তাই তা সঠিকভাবে আদায় করার গুরুত্ব এসেছে শরীয়তে। যেমন নিষেধ করা হয়েছে তা গোপন করতে। সত্য সাক্ষ্য গোপন ক'রে কোন মানুষকে অসহায় ছেড়ে দেওয়া, তার অধিকার আদায় সম্পন্ন করা হতে বঞ্চিত করা অথবা কোন অপরাধীকে শাস্তি দিতে সহযোগিতা না করা আমানতে খিয়ানত বৈ কি?

মহান আল্লাহ বলেন,

হয়েছে। যেমন ঃ-

۞ সর্বাবস্থায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর, তা থেকে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার অথবা অন্য কোন চাপ বা প্রবর্তনা যেন এ পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। বরং এর প্রতিষ্ঠার জন্য তোমরা একে অপরের সাহায্যকারী হও।

۞ তোমাদের কেবল লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। যেহেতু এ রকম হলে পরিবর্তন, হেরফের এবং গোপন করা থেকে তোমরা বিরত থাকবে। ফলে তোমাদের বিচার-ফায়সালা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

۞ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষতি যদি তোমার অথবা তোমার পিতা-মাতার কিংবা তোমার আত্মীয়-স্বজনের উপর আসে, তবুও তুমি কোন পরোয়া না ক'রে নিজের ও তাদের স্বার্থ রক্ষার তুলনায় সুবিচারের দাবীসমূহকে অধিক গুরুত্ব দাও।

۞ ধনের কারণে কোন ধনীর খাতির করো না এবং কোন দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রতার ফলে মায়া প্রদর্শন করবে না।

۞ সুবিচার কায়েম করার পথে প্রবৃত্তি, পক্ষপাতিত্ব এবং শত্রুতা যেন বাধা না হয়, বরং এ সব কিছুকে পরিহার ক'রে বাধাহীন সুবিচার করো।

যে সমাজে এই সুবিচারের যত্ন নেওয়া হবে, সে সমাজ হবে নিরাপত্তা ও শান্তির আধার এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সেখানে অজস্র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হবে। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ এ বিষয়টিকে খুব ভালোভাবেই হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিলেন। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ﷺ সম্পর্কে এসেছে যে, রসূল ﷺ তাঁকে খায়বারের ইয়াহুদীদের নিকট পাঠালেন, সেখানকার ফলসমূহ ও ফসলাদি অনুমান ক'রে দেখে আসার জন্য। ইয়াহুদীরা তাঁকে ঘুষ পেশ করল; যাতে তিনি তাদের ব্যাপারে একটু শিথিলতা প্রদর্শন করেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তাঁর পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, যিনি দুনিয়ায় আমার কাছে সব থেকে বেশী প্রিয়তম এবং তোমরা আমার নিকট সর্বাধিক অপ্রিয়। কিন্তু স্বীয় প্রিয়তমের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং তোমাদের প্রতি আমার শত্রুতা আমাকে তোমাদের ব্যাপারে সুবিচার না করার উপর উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।' এ কথা শুনে তারা বলল, 'এই সুবিচারের কারণেই আসমান ও যমীনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' *(ইবনে কাসীর, আহসানুল বায়ান)*

শত্রুর স্বার্থে হলেও ন্যায়পরায়ণতা বর্জন উচিত নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত

তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

নিশ্চয় তারা বড় যালেম, যারা সত্য সাক্ষ্যকে কোন স্বার্থের খাতিরে গোপন রাখে। দ্বীন-বিষয়ক কোন সত্য তত্ত্বকে গোপন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ] (١٤٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহর নিটক থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ যে গোপন করে, তার অপেক্ষা অধিকতর সীমালংঘনকারী আর কে হতে পারে? আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪০ আয়াত)*

ন্যায়পরায়ণতা আমানত

সবকিছুতে ন্যায়পরায়ণতা একটি মহৎ গুণ। ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখাও এক প্রকার আমানতদারী। বিশেষ ক'রে যখন তা নিজের স্বার্থ-বিরোধী হবে অথবা তা শত্রুর স্বার্থে হবে তখন।

সুতরাং ন্যায় কথা বলুন, যদিও তা নিজের স্বার্থ-বিরোধী হয় অথবা কোন আত্মীয়ের স্বার্থ-বিরোধী হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (١٣٥) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা নিসা ১৩৫ আয়াত)*

পেঁচালো কথা বলা, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়া বলতে (সত্য) সাক্ষ্য গোপন করা ও তা পরিত্যাগ করা। এই দু'টি জিনিস থেকেও বাধা প্রদান করা হয়েছে। এই আয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং এর জন্য যা যা প্রয়োজন তার প্রতি যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া

করবেন; 'সে কি তার যথার্থ রক্ষণা-বেক্ষণ করেছে, নাকি তার প্রতি অবহেলা করেছে?' এমন কি গৃহকর্তার নিকট থেকে তার পরিবারের লোকেদের বিষয়েও কৈফিয়ত নেবেন।" *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ৪৪৭৫, সহীহুল জামে' ১৭৭৪নং)*

কিছু ভাগ-বন্টনের সময় ইনসাফমত ভাগ না করলে আমানতে খিয়ানত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিছু লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বন্টন করবে। সুতরাং তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে।" *(বুখারী)*

অনেক মানুষ আছে যারা মাছ-গোশ্ত ইত্যাদি ভাগ করতে গিয়ে ন্যায়পরায়ণতা বজার রাখতে পারে না। অনেকে অপরকে বেশী দেয়। অনেকে ভাল ভাগটি নিজের কোলে রাখে। ভাল জিনিসটি বেছে রেখে নিজের পেছে ভরে। এরা কি আমানতদার বলছেন?

চাকুরী আমানত

যে চাকুরী করে, সে আসলে তার আমানত মাথায় বহন করে, যার সে চাকুরী করে। যে পরিমাণ সময় ও যে ধরনের কাজের বিনিময়ে সে বেতন নিতে চুক্তিবদ্ধ, সেইটুকু কর্তব্য পালন করলে তার আমানত আদায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তাতে অবজ্ঞা, অবহেলা ও ত্রুটি প্রদর্শন করলে সে আমানতে খিয়ানত হয় এবং সেই পরিমাণ বেতন হারাম খাওয়া হয়।

যেমন ঃ ডিউটিতে দেরী ক'রে এলে, আমানতে খিয়ানত হয়।

বিনা ওজরে কামাই করলে, আমানতে খিয়ানত হয়।

কাজে ফাঁকি দিলে, আমানতে খিয়ানত হয়।

ডিউটির কাজ বাদ দিয়ে নিজের বা অন্যের কাজ করলে, আমানতে খিয়ানত হয়।

ডিউটি বাদ দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করলেও, আমানতে খিয়ানত হয়। যেমন নফল নামায পড়লে, কুরআন তেলাঅত করলে, কোন অক্ষম বা গরীবের সহযোগিতা করতে ডিউটি ছেড়ে বাইরে গেলেও আমানতে খিয়ানত হয়। ফরয ছেড়ে নফল করা হয়। পুণ্য করতে গিয়ে পাপ হয়।

কর্তব্যরত কর্মচারী আমানত পালন না করলে অথবা সামান্য পরিমাণ অবহেলা করলে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ি চালক, যন্ত্রচালক, রেল লাইনের কর্মচারী, প্লেনচালক, এয়ারপোর্টের কর্মচারী যদি কর্তব্যে অবহেলা করে, তাহলে কতশত দুর্ঘটনা ঘটে। আর তাতে কতশত মানুষ মারা যায়, সম্পদ ধ্বংস হয়। এর দায়ী কিন্তু ঐ খিয়ানতকারী কর্মচারী, যার দায়িত্বে ত্রুটির ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

(এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

সুতরাং বিচারে কোল টেনে বিচার করা আমানতের খিয়ানত।

মহানবী ﷺ বলেন, "কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল সেও জাহান্নামী।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

একাধিক স্ত্রী থাকলে একটাকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেওয়া আমানতে খিয়ানত।

মহান আল্লাহ বলেন, "---তবে বিবাহ কর নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চারটি। আর যদি আশঙ্কা কর যে (স্ত্রীদের মাঝে) সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একটি (বিবাহ কর) অথবা অধিকারভুক্ত দাসী (ক্রীতদাসী বা যুদ্ধবন্দিনী দাসী ব্যবহার কর)। এতেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিক সম্ভাবনা আছে।" *(সূরা নিসা ৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধেক দেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" *(আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/ ১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)*

সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় না রাখলে আমানতে খিয়ানত হয়।

মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ হল, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।" *(বুখারী ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩নং)*

ছাত্রদের মাঝে ইনসাফ না করলে আমানতে খিয়ানত করা হয়।

যার ভরণ-পোষণ করা ফরয, তাকে উপেক্ষা করলে আমানতে খিয়ানত হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তার উপর যার আহারের দায়িত্ব আছে, সে তাকে তা না দিয়ে আটকে রাখে।" *(মুসলিম ৯৯৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় ভিন্ন শব্দে বলা হয়েছে, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যার আহার্য যোগায় তাকে অসহায় ছেড়ে দেয়।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ১৬৯২নং, হাকেম, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৪৪৮১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্বাধীন ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে (কিয়ামতে) প্রশ্ন

۞ চাকুরিজীবীর রুযী

পরের নিকট কোন প্রকার চাকরের কাজ ক'রে পারিশ্রমিক নিয়ে পেট চালায় যে, সেই চাকুরিজীবী। নিঃসন্দেহে তার প্রধান উদ্দেশ্য ও চিন্তা হল, সঠিক পারিশ্রমিক পাওয়া, সময় মত বেতন পাওয়া।

পক্ষান্তরে মালিকের প্রধান উদ্দেশ্য ও চিন্তা হল, সঠিক এবং যথাসম্ভব সুন্দর ও বেশী বেশী কাজ পাওয়া। অতএব উভয়ের উদ্দিষ্ট উভয়ের নিকট আমানত।

উচিত পারিশ্রমিক যথাসময়ে আদায় করা হল মালিকের আমানতদারী। মহানবী ﷺ বলেছেন, "শ্রমিকের ঘাম শুকাবার পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ১৯৩৫নং)*

আর সঠিক ও সুন্দরভাবে কাজ করা হল চাকুরিজীবীর আমানতদারী।

চাকুরি আপনার যেখানেই হোক এবং যেমনই হোক, কাজ ইসলামী শরীয়তে বৈধ হতে হবে। অবৈধ কোন কাজ বা তাতে কোন প্রকার সহযোগিতা ক'রে চাকুরি বৈধ নয়।

সরকারী-বেসরকারী সকল চাকুরিতে নিম্নের উপদেশমালা গ্রহণ করুন, তাহলে আপনার রুযী হালাল হবে এবং আমানত রক্ষা পাবে -- ইন শাআল্লাহ।

۞ নেকীর আশা করুন

আপনি যে কাজ করছেন, তাতে বেতন বা মজুরীর আগে আল্লাহর কাছে সওয়াব পাওয়ার নিয়ত করুন। তাতে আপনার ডবল লাভ আছে। আপনি যদি মনে করেন, আপনার কাজের তুলনায় আপনার মজুরী কম হচ্ছে অথবা আপনার নিকট থেকে উচিত সময়ের বেশী কাজ নেওয়া হচ্ছে, অথচ তার কোন বিনিময় দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে আল্লাহর কাছে বিনিময় পাওয়ার আশা করুন। নিয়ত করলে আপনি ইহকালে না পেলে পরকালে পেয়ে যাবেন। আর সওয়াবের নিয়ত না রাখলে ইহকালে তো আপনি পান না, আর পরকালেও তার বিনিময় কিছু পাবেন না। সুতরাং নেকীর নিয়ত না রেখে আপনি উভয় কালের বিনিময় হেলায় হারাবেন না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} (١١٤) سورة النساء

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়

(তাতে) কল্যাণ আছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে, তাকে আমি মহাপুরস্কার দান করব। *(সূরা নিসা ১১৪ আয়াত)*

অনেকে মনে করতে পারেন, আমি নিজের পেটে খাওয়ার জন্য চাকুরি করব, তাতে আবার সওয়াবের আশা করা যায় কিভাবে?

হ্যাঁ কাজের মাধ্যমে সে নিয়ত ও আশা করা যায়। তাতে আপনার কাজে মন বসে, কাজ ভাল হয়, উৎপাদন বেশী হয় ইত্যাদি। মালিকের উপকার হলে আপনার অবশ্যই সওয়াব হবে।

যেমন অনেকে মনে করতে পারেন, নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের পশ্চাতে খরচ করা তো নিজের কর্তব্য। তাতে আবার সওয়াব কি?

জী হ্যাঁ। তাতেও সওয়াব আছে। তবে নিয়তের দরকার। মহানবী ﷺ বলেন, "সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা সাদকাহ হিসাবে গণ্য হয়।" *(বুখারী ৫৫, মুসলিম ১০০২নং)*

একদা তিনি সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ-কে বলেছিলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যখনই কোন প্রকার খরচ করবে, তখনই তাতে সওয়াব পাবে। এমনকি সেই অন্নগ্রাসেও তুমি সওয়াব পাবে, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও।" *(বুখারী ৫৩৫৪, মুসলিম ১৬২৮নং)*

বুঝা এই গেল যে, মুসলিম যখন তার নিজ ফরয কাজ করে, তখন তার কর্তব্য আদায় হয়ে যায় এবং সেই সাথে সে সওয়াবপ্রাপ্ত হয়; যদি তার নিয়ত ও আশা রাখে। *(কাইফা য়ুআদ্দিল মুআযযাফুল আমানাহ ৪পৃঃ)*

۞ স্বকর্তব্য পালন করুন

অফিসার, শিক্ষক বা কর্মচারীর জন্য ওয়াজেব,

তিনি নির্দিষ্ট টাইমে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করবেন।

নির্দিষ্ট টাইমে কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করা।

ডিউটির সময়ের ভিতরে নিজের ব্যক্তিগত কোন কাজে ব্যস্ত না হওয়া। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সেই সময়ে মার্কেট বা অন্য কোন কাজে না যাওয়া। এমনকি কুরআন পাঠও না করা। কারণ কুরআন পাঠ মুস্তাহাব। আর ডিউটি পালন ওয়াজেব। সুতরাং ওয়াজেব ত্যাগ ক'রে মুস্তাহাব পালন করলে সওয়াব কামাতে গিয়ে গোনাহ হয়। অনুরূপ পরোপকার করার জন্যও ডিউটি বর্জন করা বৈধ নয়।

যেহেতু চাকুরিজীবি ব্যক্তি নিজের নির্দিষ্ট সময় বিক্রয় ক'রে তার বিনিময়ে অর্থ

গ্রহণ করে, সেহেতু বিক্রিত সময়কে অন্য কাজে ব্যবহার করা তার জন্য বৈধ নয়।

কর্মচারী যেমন তার পারিশ্রমিক বা বেতনের একটি পয়সাও ছাড়তে রাজি নয়, অনুরূপই তার উচিত নয় তার ডিউটির নির্ধারিত সময়ের একটি সেকেন্ডও অন্য কাজে ব্যয় করা। তার উচিত, বেতন ও কর্মকে সূক্ষ্ম নিক্তিতে ওজন করা। সে ওজনে কমবেশী করা বৈধ নয় তার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

অর্থাৎ, ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। এক মহা দিবসে; যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে। *(সূরা মুত্বাফ্ফিফীন ১-৬ আয়াত)*

۞ কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা

কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতার সাথে আমানতদারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিই চায়, তার কর্মচারী বলিষ্ঠ, কর্মঠ ও আমানতদার হোক। তা না হলে অভীষ্ট ফল লাভে সাফল্য অর্জন করা যাবে না।

এই প্রকৃতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করেই বিয়ের আগে মূসা ﷺ-এর স্ত্রী অথবা শালী তাঁকে কর্মচারী নিযুক্ত করার তাগীদে তাঁদের আব্বাকে বলেছিলেন,

{يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (٢٦) سورة القصص

অর্থাৎ, ওদের একজন বলল, হে আব্বা! আপনি এঁকে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে নিশ্চয় সে (ব্যক্তি) উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, আমানতদার (বিশ্বস্ত)। *(সূরা ক্বাস্বাস ২৬ আয়াত)*

সুলাইমান ﷺ-এর বিলকীস রানীর সিংহাসন আনার সময় এক শক্তিশালী জ্বিন নিজের যোগ্যতা প্রকাশ ক'রে বলেছিল,

{أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} (٣٩) سورة النمل

অর্থাৎ, আপনি আপনার বৈঠক হতে উঠবার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। *(সূরা নামল ৩৯ আয়াত)*

ইউসুফ ﷺ দেশের দুর্ভিক্ষের কথা জানতে পেরে নিজের যোগ্যতা প্রকাশ ক'রে

রাজাকে বলেছিলেন,

{اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (٥٥) سورة يوسف

অর্থাৎ, আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আমি সুসংরক্ষণকারী, সুবিজ্ঞ। *(সূরা ইউসুফ ৫৫ আয়াত)*

কর্মক্ষমতা ও বিশ্বস্ততার বিপরীত অক্ষমতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। আর এই উভয় প্রকার গুণই চাকরী পাওয়া ও চাকরী হারানোর মূল কারণ।

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে (কোন স্থানের সরকারী) কর্মচারী নিযুক্ত করছেন না কেন?' তিনি আমার কাঁধের উপর নিজ হাত মেরে বললেন, "হে আবূ যার্র! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত ও এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করবে এবং নিজ দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করবে (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হবে না)।" *(মুসলিম ১৮২৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "হে আবূ যার্র! আমি তোমাকে দুর্বল মনে করি। আর আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি, যা নিজের জন্য পছন্দ করি। সুতরাং তুমি অবশ্যই দু' ব্যক্তির নেতা হয়ো না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়কও হয়ো না।" *(ঐ ১৮২৬নং)*

۞ হিতাকাঙ্ক্ষিতা

পরোপকারিতা, পরহিতৈষিতা ও হিতাকাঙ্ক্ষিতা ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিমদের নরনারী, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। কেউ একাই একশ' হতে পারে না। মনুষ্য-সমাজ একে অন্যকে নিয়ে পরিপূর্ণ। একজন অপরজনের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ।

'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষিতার নাম।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম ৫৫নং)*

চাকুরিজীবী কর্মচারীদের জন্য কোন প্রকার হাদিয়া বা বখশিস আদি গ্রহণ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

পূর্বোক্ত ইবনে লুতবিয়্যার হাদীস; যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সহিত সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহি-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করেছ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

আবূ হুমাইদ সায়েদী رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কর্মচারীদের হাদিয়া (উপহার, উপঢৌকন, বখশিস) গনীমতে খিয়ানত করা (মালের মত)।" *(আহমাদ ২৩৬০১, ইরওয়া ২৬২২নং)*

হ্যাঁ, সত্যই তো 'ভেটে লোক হেঁট হয়।' ভেট বা উপহার গ্রহণ করলেই কর্মচারীকে মনে করতে হবে, প্রত্যেক দান প্রতিদান চায়। সুতরাং দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সে তখন বেআইনী কিছু করতে বাধ্য হয়। তার কাছে রাখা আমানতে হেরফের করতে বাধ্য হয়। একজনের হক অপরজনকে দিতে হয়। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে চুরি ক'রে দাতাকে প্রতিদান দিতে হয়। আর এর সবকিছুই হারাম।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যাকে আমরা কোন কর্মের কর্মচারী নিযুক্ত করলাম, অতঃপর সে আমাদের নিকটে একটি সুচ অথবা তার থেকে বড় কিছু গোপন করল, আসলে সে খিয়ানত করল। সে তা নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হবে।" *(মুসলিম ১৮৩৩নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমরা যাকে কর্মচারী নিযুক্ত ক'রে নিয়মিত রুযী (বেতন) দিয়ে থাকি, অতঃপর তার উপর সে যা গ্রহণ করে, তা খিয়ানতের মাল।" *(আবূ দাউদ ২৯৪৩নং)*

কাজের সুবাদে বেতন ছাড়া অন্য মাল গ্রহণ করা হারাম। আর তার জন্যই ইসলামী স্বর্ণযুগের মুসলিমরা হারাম খাওয়ার ব্যাপারে বড় সতর্ক ছিলেন।

আবূ বাক্র সিদ্দীক رضي الله عنه-এর একটি গোলাম ছিল। তিনি তার উপার্জন করা অর্থ

জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী رضي الله عنه বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাতে এ মর্মে বায়াত করেছি যে, নামায কায়েম করব, যাকাত আদায় করব এবং প্রত্যেক মুসলিমের মঙ্গল কামনা করব।' *(বুখারী ৫৭, মুসলিম ৫৬নং)*

কর্মচারী যেমন চায়, তার মালিক বা ম্যানেজার তার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হোক, তেমনি মালিক বা ম্যানেজারও চায়, তাদের প্রতি তাদের কর্মচারী হিতাকাঙ্ক্ষী হোক। বলা বাহুল্য, উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষিতা থাকলে অবশ্যই সাফল্য ও উন্নতির দুয়ার অনায়াসে উন্মুক্ত হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে তার নিকট এই অবস্থায় মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং লোকেদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, যা সে নিজের সাথে প্রদর্শন পছন্দ করে।" *(মুসলিম ১৮৪৪নং)*

কবি বলেন,

'নিজ প্রতি ব্যবহার আশা কর যে প্রকার,
করহ পরের প্রতি সেই ব্যবহার।'

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫নং)*

❁ ঘুস ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন

চাকুরিজীবীর কর্তব্য, কোন প্রকার ঘুস বা বখশিস গ্রহণ না করা। ঘুস বা বখশিস গ্রহণ ক'রে কাজ করা এক প্রকার আমানতের খিয়ানত।

একটি কাজ আজ বা এক্ষনি করা যায়, কিন্তু উনি করবেন না। বললেন, কাল আসুন। আপনি যতদূর থেকেই আসুন, আপনার আসা-যাওয়ার যত বড়ই অসুবিধা হোক, তাতে উনার কি আসে-যায় ? কিন্তু বখশিস পেলেই কালকের কাজটা আজকেই ক'রে দেন। অবশ্য উনারা এত ভদ্র যে, সরাসরি অর্থ চান না। বরং কাল বা পরে আসতে বলেন। আর তার মানে, শুধু হাত কি মুখে যায়?

ঘুস না পেলে উনারা কর্তব্য পালনে গড়িমসি করেন। মানুষের ক্ষতি করেন, ক্ষতি করেন নিজেদের। উনারা কিন্তু অভিশপ্ত। অভিশপ্ত আল্লাহর কাছে, তাঁর রসূল ﷺ-এর কাছে এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও। *(দেখুন ঃ আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৫১১৪নং)*

তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে (হালাল হলে) খেতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়ে তার উপার্জিত কিছু খাবার খেয়ে ফেললেন। গোলাম বলল, 'আপনি কি জানেন, আপনি আজ কি খেলেন?' তিনি বললেন, 'না তো। কিসের উপার্জন খাওয়ালে তুমি আজ?' গোলাম বলল, 'জাহেলী যুগে আমি গণকের কাজ করতাম। এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছিলাম। আমি ভাগ্য গণনার কিছুই জানতাম না। আসলে আমি তাকে ধোকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সে সেই পারিশ্রমিক আমাকে দান করল। আর তাই আপনি ভক্ষণ করলেন।' এ কথা শোনামাত্র তিনি নিজ মুখে আঙ্গুল ভরে সমস্ত খাবারটাই বমি করে দিলেন! *(বুখারী, ফাতহুল বারী ৭/১৫৪)*

ইয়ায বিন গুনম দ্বিতীয় খলীফা উমার ﷺ-এর শাসনামলে হিম্স শহরের গভর্নর ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আল্লাহর কসম! একটি ফিল্স (পয়সা) খিয়ানত বা হরফ করার চাইতে করাত দিয়ে চিরে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' *(স্বিফাতুস স্বাফওয়াহ ১/২৭৭)*

۞ আমানতদারীর সাথে চাকুরি না করলে বেতন বা মজুরী হারাম

সঠিক কর্ম না ক'রে সঠিক বেতন গ্রহণ করলে বিনা বিনিময়ে বাতিল উপায়ে অর্থ গ্রহণ হয়, যা ভক্ষণ করা বৈধ নয়। তা ভক্ষণ করলে হারাম খাওয়া হয়, তা খেয়ে দুআ কবুল হয় না এবং সে খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত দেহ জাহান্নামের উপযুক্ত হয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র (মালই) কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন আম্বিয়াগণকে। সুতরাং তিনি আম্বিয়াগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٥١)

অর্থাৎ, হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত)*

আর তিনি (মু'মিনদের উদ্দেশ্যে) বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (١٧٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধূলিমলিন বেশে নিজ হাত দু'টিকে আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে, 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!' কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয়

হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে। অতএব তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে? *(মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা'ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।" *(দারেমী ২৬৭৪ নং)*

"--- হে কা'ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।" *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

মহানবী ﷺ সাহাবাদেরকে দেওয়া এক অসিয়তে বলেন, "(মরণের পর) মানুষের যে অংশটি সবার আগে পঁচে দুর্গন্ধময় হবে তা হল তার পেট। সুতরাং যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে কেবল হালাল ছাড়া অন্য কিছু (হারাম) ভক্ষণ করবে না, সে যেন তাই করে। আর যে ব্যক্তি সক্ষম যে, সে আঁজলা পরিমাণ খুন বহিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করবে না, সেও যেন তাই করে।" *(বুখারী)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রুযীর সন্ধান তথা অধিক বিলাসিতার কামনা মানুষকে অন্ধ করে তোলে। ফলে অতিরিক্ত অর্থের নাগাল পেতে সে যে কোন উপায় অবলম্বন ক'রে বসে। একটু ভেবেও দেখে না যে, সে উপায় তার জন্য বৈধ, না অবৈধ।

আল্লাহর নবী ﷺ সত্যই বলেছেন, "মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসছে, যে যুগে সে যা উপার্জন করবে, তাতে সে পরোয়া করবে না যে, তা হালাল, না হারাম।" *(বুখারী)*

۞ আমানতদারীর সাথে কর্তব্য পালন না করলে কি হতে পারে?

গাড়ির ড্রাইভার ঠিকমত ডিউটি পালন না করলে গাড়ি এক্সিডেন্ট হতে পারে।

রেল লাইনের যে কোনও চাকুরে ঠিকমত ডিউটি পালন না করলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে।

চাকুরে ডাক্তার ঠিকমত ডিউটি পালন না করলে রোগী মারা যেতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে তিনি হবেন খুনী ডাক্তার।

নিরাপত্তা-বিভাগের কেউ ঠিকমত ডিউটি পালন না করলে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেবে।

পুলিশ-প্রশাসনের কেউ ঠিকমত ডিউটি পালন না করলে অপরাধী বেড়ে যাবে।

শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীরা ঠিকমত ডিউটি পালন না করলে শিক্ষার মান হ্রাস পাবে।

(অতঃপর তিনবার বললেন,) হে আল্লাহ! তুমি মুআয্যিনগণকে ক্ষমা কর এবং ইমামগণকে সঠিক পথে পরিচালিত কর।” *(বাইহাক্বী, ইবনে খুযাইমা)*

তিনি আরো বলেন, “মুআয্যিনগণ মুসলিমদের ইফতারী ও সেহরীর ব্যাপারে দায়িত্বশীল।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ৬৬৪৭নং)*

অতএব ঘড়িতে সঠিক টাইম দেখে আযান-ইকামত দেবেন মুআয্যিন। কেউ ‘ঐ হল নেন।’ অথবা ‘এটা কি অফিস নাকি, তাই ঘড়ি ধরে চলতে হবে?’ ইত্যাদি বললেও তার কথায় কান দেবেন না।

বিবাহ পড়ানো কাযী

সমাজে বিবাহ পড়ানোর কাযী একজন বড় আমানতদার। তাঁর আমানত হল মানুষের ইজ্জতের। বিবাহ-তালাক সঠিক-বেঠিক তাঁর হাতে।

কনের অলী বিবাহে রাযী না থাকলে অথবা অপহৃতা হলে, কনে বরের কোন মাহরাম হলে, কনে তার বর্তমান স্ত্রীর আপন বা সৎ বোন হলে, বুনঝি বা ভাইঝি অথবা খালা বা ফুফু হলে, কনে অন্য কোন স্বামীর বিবাহিতা স্ত্রী হলে, কনে গর্ভবতী হলে অথবা পূর্ব স্বামীর ইদ্দতে থাকলে এবং আরো যে সব ক্ষেত্রে বিবাহ বৈধ নয়, সে সব ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর অবস্থায় লুকিয়ে-ছুপিয়ে দুটো পয়সার লোভে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া আমানতে খিয়ানত।

তদনুরূপ তালাকনামা লিখার সময়ও সুন্নী না বিদয়ী তালাক, ন্যায় না অন্যায় তালাক তা দেখা দরকার কাযীকে।

একজন মহিলার ইজ্জতকে একজন পুরুষের জন্য হালাল বা হারাম ক’রে দেওয়ার ব্যাপার নিশ্চয়ই সহজ নয়। সুতরাং এই কাজের কাজীকে পাক্কা আমানতদার হওয়া জরুরী।

বক্তা

সমাজে বক্তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে। সাধারণ মানুষ বক্তা মানেই মুফতী মনে করে। সেহেতু ফতোয়ার ব্যাপারে বক্তাকে আমানতদারীর খেয়াল রাখতে হবে। বড় বক্তা হলেই বড় মুফতী হওয়া জরুরী নয়। অতএব ইজ্জত রাখার জন্য না জেনে ফতোয়া দেওয়া কোন আলেমের জন্য বৈধ নয়। অজানা ব্যাপারে ‘আমার জানা নেই’ বা ‘এ ব্যাপারে বড় আলেমকে জিজ্ঞাসা করুন’ বলতে কোন দোষ নেই। এ

কৃষি-বিভাগের লোকেরা ঠিকমত ডিউটি পালন না করলে উৎপাদন কমে যাবে।

যে কোনও দায়িত্বশীল ও কর্তব্যরত ব্যক্তি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমত পালন না করলে ক্ষতি হবে দশের, ক্ষতি হবে দেশের এবং ক্ষতি হবে খোদ চাকুরের।

পেশাগত আমানতদার

প্রিয় পাঠক! এক্ষণে কিছু পেশাগত আমানতদারের ‘আমানত ও খিয়ানত’ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

ইমাম

ইমাম সাহেব তাঁর যথা কর্তব্য পালন করবেন। ছুটির বেশী কামাই করলে আমানতে খিয়ানত হবে। আন্তরিকতার সাথে ইমামতির দায়িত্ব বহন করবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়াবেন। বেতন যেন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য না হয়। ঠিক ঠিক ওযূ-গোসলের সাথে নামায পড়াবেন। যথাসময়ে যথানিয়মে নামায পড়াবেন। রুক্ন-ফরয-সুন্নত জেনে নামায পড়াবেন। সঠিকভাবে জামাআতকে তা’লীম দেবেন। বিনা ইল্মে ফতোয়া দেবেন না। রাজনীতি জর্জড়িত জামাআতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করবেন। হিকমতের সাথে হক কথা বলবেন। চরিত্র সুন্দর করবেন, পরহেযগার ও পরিচ্ছন্ন হবেন। মক্তবে পড়তে আসা ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারেও আমানতদারী রক্ষা করবেন। তাদের প্রতি কোন প্রকার অস্বাভাবিক আচরণ তাঁর খিয়ানতের লক্ষণ হবে এবং চাকরি যাওয়ারও কারণ হতে পারে।

মুআয্যিন

মুআয্যিন জামাআতের সময়ের দায়িত্বশীল। তাঁকে যথাসময়ে আযান দিতে হবে। নামাযের সময় প্রবেশ করার পূর্বে আযান দিলে তাঁর আমানতে খিয়ানত হবে। যেহেতু তাতে মানুষের নামায ও রোযা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিশেষ ক’রে ফজরের আযান দেরীতে এবং মাগরেবের আযান আগে আগে দিলে রোযা নষ্ট হওয়ারই কথা।

মহানবী ﷺ বলেন, “মুআয্যিনগণ দায়িত্বশীল এবং ইমামগণ যামিনদার।

কথায় কারো মান ছোট হয়ে যায় না। ইমাম মালেক কত বড় আলেম? তাঁকে এক সময় ৪৮টি বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি ৩২টির উত্তরে বললেন, 'আমার জানা নেই।' কই? তাঁর ইজ্জতের তো কোন হানি হয়নি।

মানুষের মান-সম্মান, জান ও মালের ব্যাপারে ফতোয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং প্রসিদ্ধির লোভে অথবা 'প্রেস্টিজ' বজায় রাখতে গিয়ে বিনা ইলমে ফতোয়াবাজি করা আমানতদার আলেম বা বক্তার কাজ নয়। আর বক্তা যদি আলেমই না হন, তাহলে ফতোয়া দিলে তিনি যালেম হবেন। অবশ্য আমানতদারীর সাথে কোন মুফতীর ফতোয়া উদ্ধৃত করা দোষাবহ নয়। তবে সে ক্ষেত্রেও সমঝ-বুঝের দরকার আছে। নচেৎ বহু জাহেলের মত নকলে ভুলও হতে পারে। যেমন ঃ-

মুফতী সাহেব বলেছেন, 'বিয়ায হারাম হ্যায়।' আর বক্তা নকল করলেন, 'অমুক সাহেব বলেছেন, পিয়াজ হারাম।'

মুফতী সাহেব বলেছেন, 'শবেবরাত বিদআত' আর বক্তা নকল করলেন, 'অমুক সাহেব বলেছেন, শবেকদর বিদআত।'

মুফতী সাহেব বলেছেন, 'নামাযের নিয়ত পড়া বিদআত।' আর বক্তা নকল করলেন, 'অমুক সাহেব বলেছেন, নামাযের নিয়ত করা বিদআত।'

মুফতী সাহেব বলেছেন, 'টুপী মাথায় নামায বৈধ।' আর বক্তা নকল করলেন, 'অমুক সাহেব বলেছেন, টুপী ছাড়া নামায হবে না।'

মুফতী সাহেব বলেছেন, 'অমুক কাজ করা যায়।' আর বক্তা নকল করলেন, 'অমুক সাহেব বলেছেন, অমুক কাজ করতে হয়।' ইত্যাদি।

বক্তার আমানতদারী হল---

ওয়াদার খেয়াল রাখা এবং যথাসাধ্য ডেট ফেল না করা।

কোন কারণবশতঃ জালসায় হাজির হতে না পারলে অগ্রিম নেওয়া টাকা ফেরৎ দেওয়া।

বক্তৃতাকে ব্যবসায় পরিণত না করা।

প্রতিবাদ ছাড়া কাউকে আঘাত দিয়ে কথা না বলা।

জিহাদী ব্যাপারে অতিরঞ্জন ক'রে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি না করা।

হিকমতের সাথে হক কথা বলা এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোষামোদ না করা।

সঠিক দ্বীন প্রচার করা এবং বিনা ইলমে কোন বিষয়ে বক্তৃতা না করা।

যয়ীফ ও জাল হাদীস দিয়ে বক্তৃতা না করা।

তওহীদ-শির্ক, বিদআত, হালাল-হারাম ও ফরয বাদ দিয়ে কেবল ফাযায়েল

বর্ণনা না করা।

বলার পূর্বে নিজে আমল করা।

নিজের দিকে নয়, বরং আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান করা।

শিক্ষক, মুদার্রিস

শিক্ষকতা আমানত। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। সেই জন্য শিক্ষকতার গুরুত্ব অনেক। শিক্ষকের মাহাত্ম্য অনেক বেশী, তাই তাঁর দায়িত্ব অনেক বড়।

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় মানুষকে ভাল শিক্ষা দেয় যে, তার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন, তাঁর ফিরিশ্তা, এমনকি গর্তের পিঁপড়ে, এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত তার জন্য দুআ করে থাকে।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ১৮৩৮, ৪২১৩নং)*

শিক্ষা যদি ভাল না হয়, তাহলে শিক্ষাগুরুর আমানতে খিয়ানত করা হয়। মানুষ একটা আশা-ভরসা নিয়ে তাঁর নিকট ভাল কিছু শিখতে ছেলে পাঠায়। কিন্তু তিনি যদি খারাপ শিক্ষা দেন, তাহলে অবশ্যই তিনি খিয়ানতকারী।

শিক্ষক যদি মন দিয়ে না শিখান, আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা না দেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি আমানতদার নন।

শিক্ষার আমানত সঠিকভাবে নিজের ঘাড় থেকে নামাতে পারলে এবং তাতে সওয়াবের আশা রাখলে, তবেই তা সাদকায়ে জারিয়াহ হবে এবং মরণের পরেও তার সওয়াব তিনি পেতে থাকবেন।

যে শিক্ষক তরুণের আবেগময় তারুণ্যের অপব্যবহার ক'রে তাকে কট্টরপন্থী অথবা সন্ত্রাসী বানান, সে শিক্ষক নিশ্চয়ই আমানতে খিয়ানত করেন।

যে শিক্ষক তরুণীর প্রেম-প্রবণ তারুণ্যের অপব্যবহার ক'রে তাকে তাঁরই প্রেমিকা বানান, সে শিক্ষক নিশ্চয়ই আমানতে খিয়ানত করেন।

যে শিক্ষক আদর্শ দিতে গিয়ে নিজের আদর্শ হারিয়ে বসেন, সে শিক্ষক নিশ্চয়ই আমানতে খিয়ানত করেন।

যে শিক্ষক মুতালাআহ বা পঠিতব্য পাঠ পূর্বালোচনা না ক'রে পড়ান, তিনি খিয়ানতে পড়েন।

যে শিক্ষক ফেলের ছাত্রকে পাশ করিয়ে দয়া প্রদর্শন করেন, তিনি আসলে আমানতে খিয়ানত করেন এবং সেই ছাত্রের ভবিষ্যৎ বরবাদ করেন।

যে শিক্ষক নিজের আপনজন ছাত্রের কাছে প্রশ্ন আউট করেন, তিনি খিয়ানতকারী।

যে শিক্ষক ছাত্রকে পরীক্ষায় টুকলি করতে সহযোগিতা করেন, তিনিও আমানত রক্ষা করেন না।

যে শিক্ষক পড়াশোনা বাদ দিয়ে ছাত্রকে নিজের কাজে বা খিদমতে লাগান, তিনিও আমানতে খিয়ানত করেন।

যে শিক্ষক কামাই করেন, তিনিও আমানতদার নন। তাঁর বেতন কাটা গেলেও ছাত্রদের প্রতি খিয়ানত তো ক্ষমার যোগ্য নয়।

ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক তথা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলের ঘাড়ে একটি আমানত। তাতে কোন প্রকার খিয়ানত করলে, জবাবদিহি করতে হবে কিয়ামত কোর্টে।

আমানতদার শিক্ষক হ'তে নিম্নের উপদেশ গ্রহণ করুন ঃ-

আপনার আদর্শ শিক্ষক হোক, আপনার নবী মুহাম্মাদ ﷺ। যেহেতু তাঁর থেকে বড় আদর্শ শিক্ষক আর কেউ নেই।

আপনার শিক্ষকতায় ইখলাস, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা রাখুন। বিনিময় গ্রহণ করুন; কিন্তু তা যেন প্রধান উদ্দেশ্য না হয়।

ছাত্রদের জন্য আপনি আদর্শ হন। তাদের চোখে আপনি বড় হন। আপনার দেখে তারা শিখুক।

শিক্ষকতা আপনার ধান্দা হোক, শিক্ষাদান আপনার চিন্তা হোক। আপনি আপনার কাজে প্রমাণ করুন যে, আপনি ধার করা রোদনকারিণী নন।

মহান আল্লাহর তাঁর নবী ﷺ-কে দেওয়া মহান আদেশ থেকে আপনি শিক্ষা নিন।

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ)

অর্থাৎ, হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্ক কর। *(সূরা মুদ্দাসসির ১-২ আয়াত)*

আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ হোক সুন্দর ও সভ্য, আকার-আকৃতি হোক শোভনীয়, দেহ হোক দুর্গন্ধহীন, আচার-আচরণ হোক শালীনতাপূর্ণ।

ছাত্রদের সাথে কথাবার্তায় আপনার ওজন থাক, গাম্ভীর্য থাক চলনে-বলনে-আচরণে।

কর্তৃপক্ষের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করুন। আপনার কর্তাকে কর্তা বলে মেনে নিন।

কর্মে কর্মঠ হন, বৈশিষ্ট্যে সুযোগ্য হন, বিশেষজ্ঞতায় পারদর্শী হন।

আপনার ব্যক্তিত্ব সবল হোক। তার মানে কড়া ও কর্কশভাষী নয়। স্বেচ্ছাচারী ও মারমূর্তি নয়। কিন্তু আপনি যে দুর্বল নন, তা আপনার ব্যক্তিত্বে ফুটে উঠুক।

আপনি আপনার ছাত্রদের বুদ্ধি-গভীরতা অনুমান করুন এবং সেই অনুযায়ী

কথা বলুন। পাঠ-ব্যাখ্যায় পর্যায়ক্রম বজায় রাখুন। যৌন-সংক্রান্ত কথার অশ্লীল ব্যাখ্যা না ক'রে শ্লীলতাপূর্ণ ব্যাখ্যা করুন।

নানা ভঙ্গিমাতে পাঠে ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করুন। অজানা বিষয়ে ছাত্রদেরকে প্রশ্ন ক'রে পাঠ শুরু করুন। পুরনো পাঠের পুনরালোচনা করুন।

ব্যাখ্যাদানের সময় নানা মাধ্যম ব্যবহার করুন। অঙ্গ-ভঙ্গিমা ও বোর্ড ব্যবহার করুন। উপমা ও উদাহরণ দিন, সহায়ক কোন গল্প বলুন। অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞানের কথাকে বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝান।

ছাত্রদের মনোযোগ ও বিরক্তি খেয়াল রাখুন। বিরক্তি আঁচ করলে আপনার পদ্ধতি পরিবর্তন ক'রে ক্লাসে জীবনদান করুন।

আপনি শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ। আপনার মাঝে গাম্ভীর্যের সাথে বিনয় থাক, কপাল জড়ো না রেখে মুচকি হাসির ফুল ছড়ান। চোখ ডাগর করার সাথে সাথে ছাত্রদের প্রতি দয়ার্দ্র হন।

ছাত্রদের কাছাকাছি হন। তাদের সাথে হাসি-মজাক ছলে কথা বলুন। মজাকে সত্য কথা বলুন। তবে বেশী মজাক করবেন না, যাতে আপনার গাম্ভীর্যই নষ্ট হয়ে যায় এবং ছাত্রদের মন থেকে আপনার প্রতি সমীহই দূর হয়ে যায়।

এমন জিনিস করবেন না বা চাইবেন না, যা নৈতিকতা ও আদর্শ-বিরোধী।

ছাত্রদের কোন অসঙ্গত কথা বা আচরণে চট্‌-জলদি তেলে-বেগুনে হবেন না। ঠান্ডা ও হিকমতের সাথে তার সমাধা খুঁজুন।

কোন ছাত্রকে ঘৃণা বা তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবেন না। যাতে সে দুর্বল হলে আরো দুর্বল না হয়ে যায়।

ছাত্রদের কাছে অপর শিক্ষকের গীবত করবেন না। ছাত্রদের গীবত ও চুগলীতে কান দেবেন না। সব শিক্ষক নিশ্চয়ই সমান নয়। আপনি অন্য শিক্ষক থেকে ভাল হলেও তা প্রকাশ ক'রে ছাত্রদের কাছে গর্ব করবেন না। ছাত্রদের নজরে অপর শিক্ষককে ছোট করবেন না। প্রতিষ্ঠানের কারো বিরুদ্ধে কানভাঙ্গানি দেবেন না।

ছাত্রদের মাঝে আপনার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবশালিতা প্রতিষ্ঠা করুন। ভাল ছেলের প্রশংসা করুন। খারাপ ছেলেকে তুচ্ছ করবেন না। ছাত্রদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখুন। ব্যক্তিগত আক্রোশ অথবা উপহারগত আকর্ষণ যেন আপনার মনে প্রভাব না ফেলে। কোন ভুল সংশোধনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। অন্য শিক্ষক তথা কর্তৃপক্ষের পরামর্শ নিন। ধৈর্য ধরুন ও সহ্য ক'রে নিন।

ছাত্রদের সামনে প্রকাশ করুন যে, আপনি তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আপনি তাদের

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} (٨) سورة التين

অর্থাৎ, আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? *(সূরা তীন ৮ আয়াত)*

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٥٠)

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাগ-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর ? *(সূরা মাইদাহ ৫০ আয়াত)*

{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট ! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }

অর্থাৎ, যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন কর এবং সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা হুজুরাত ৯ আয়াত)*

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِّ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনও সুবিচার না করাতে

কল্যাণ চান এবং অকল্যাণ চান না। তাদের সমস্যার সমাধানে আপনি সযত্নতা ও আগ্রহ প্রকাশ করুন।

তবেই তারা আপনার নিকট থেকে সকল বিষয় গ্রহণ করবে এবং আপনি হবেন আদর্শ ও আমানতদার শিক্ষক।

ছাত্র-ছাত্রী

ছাত্র-জীবনেও বড় আমানতদারী আছে।

পরীক্ষার সময় যথোচিত পড়াশোনা ক'রে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা প্রত্যেক ছাত্রের কর্তব্য। এই আশাই থাকে প্রত্যেক অভিভাবকের, প্রত্যেক শিক্ষকের। কিন্তু অনেক ছাত্র-ছাত্রী সে আশাতে গোমূত্র ফেলে দেয়। পড়ার সময় ঠিকভাবে না পড়ে পরীক্ষা হলে চুরি করে, টুকলি করে, চিরকুটে নোট করা লেখা নকল করে পরীক্ষার খাতায়। এমনকি অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কথাও লিখে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের সময় বলিদানের মন্ত্রও উল্লেখ ক'রে থাকে। এটা কি খিয়ানত নয়?

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ১০১-১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাঊদ ৩৪৫২নং)*

ছাত্র-ছাত্রীর উচিত, শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা, সেই বই-পুস্তককে সম্মান দেওয়া, যাতে আল্লাহর নাম আছে। আর পড়াশোনায় ফাঁকি না দেওয়া। নিশ্চিত যে, যে ছাত্র পড়াশোনায় ফাঁকি দেবে, সে নিজে ফাঁকে পড়বে।

বিচারক, উকিল

উকিল ও বিচারক হক বিচার করবেন, এটাই তাঁদের আমানতদারী। এক পক্ষের কথা শুনে এবং অপর পক্ষের কথা না শুনে বিচার করলে, অন্যায় বিচার করলে, জেনে-শুনে বিচারে পক্ষপাতিত্ব করলে, কোল টেনে বিচার করলে আমানতে খিয়ানত হয়।

জালিয়াতি ক'রে দলীল-সাক্ষী বানিয়ে অপরাধীকে নিরাপরাধ ও নিরাপরাধকে অপরাধী বানালেও আমানতে খিয়ানত হয়।

যেমন আল্লাহর দেওয়া বিধান দ্বারা বিচার না করলেও তাতে খিয়ানত করা হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ অপেক্ষা বড় বিচারক আর কে আছে? তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, সুতরাং আমি কখনও অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক হব না। *(সূরা ক্বাস্বাস্ব ১৭ আয়াত)*

ডাক্তার

মুসলিম ডাক্তার হবেন বড় আমানতদার। মানুষের সুস্বাস্থ্য ও জীবন তাঁর হাতে আমানত থাকে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মানুষের সেবা ক'রে মানুষকে সুস্থ ও নতুন জীবন দান ক'রে থাকেন।

পক্ষান্তরে যদি কোন ডাক্তার নিছক ব্যবসাদার হন, তাহলে তিনি খিয়ানত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি রোগীর প্রতি যথেষ্ট ধেয়ান না দিতে পারেন। ওষুধে ভেজাল দিতে পারেন। নকল ওষুধ দিতে পারেন।

অপ্রয়োজনে রোগিণীর কোন গোপন অঙ্গ দেখতে পারেন।

অপ্রয়োজনে মহিলার দেহ স্পর্শ ক'রে রোগ-পরীক্ষা করতে পারেন।

নার্স বা রোগিণীর সাথে একাকিত্ব বা নির্জনতা অবলম্বন করতে পারেন।

বিনা মূল্যের সরকারী ওষুধ বিক্রয় করতে পারেন।

রোগীর কোন গুপ্তরোগের কথা অপরের কাছে প্রচার করতে পারেন।

অল্প খরচের চিকিৎসা-পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও ব্যয়বহুল চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগীর অর্থ অপচয় করতে পারেন।

অনিবার্য কারণ ব্যতীত ভ্রূণ হত্যা করতে পারেন।

জন্ম-নিরোধক ওষুধ দিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যভিচারে সহযোগিতা করতে পারেন।

যথেষ্ট পয়সা না পেয়ে যথোচিত চিকিৎসা না ক'রে রোগীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারেন।

না জেনে ডাক্তারি ও অনুমানে চিকিৎসা করতে পারেন।

ডেট পার হওয়া অথবা আন্দাজে ভুল ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দিয়ে অথবা চিকিৎসায় অবহেলা প্রদর্শন ক'রে কোন রোগীর অঙ্গহানি অথবা প্রাণহানি ঘটাতে পারেন।

বলাই বাহুল্য যে, না জেনে ডাক্তারি করা ডাক্তারের জন্য বৈধ নয়। নচেৎ তাঁর কুচিকিৎসার ফলে রোগীর যে ক্ষতি হবে, তার জন্য দায়ী হবেন ঐ নাড়ীটেপা হাতুড়ে ডাক্তার।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ডাক্তারি করে, অথচ ডাক্তারি করা তার কাজ নয়, সে ব্যক্তি (রোগীর জন্য) যামিন।" *(আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হাকেম,*

প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)। *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)*

আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী। *(ঐ ৪৫ আয়াত)*

যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেয় না, তারাই পাপাচারী। *(ঐ ৪৭ আয়াত)*

আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, "বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল ক'রেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।" *(বুখারী ৭৩৫২ নং, মুসলিম ১৭১৬ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল সেও জাহান্নামী।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

জেনেশুনে অবিচার করলে, অবশ্যই আমানতে খিয়ানত করা হয়। অপরাধীকে মুক্তির ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া অবশ্যই বৈধ নয়। বিশেষ ক'রে মিথ্যা কথার সাহায্য নিয়ে, মিথ্যা সাক্ষীর সহযোগিতা নিয়ে, মিথ্যা প্রমাণের সাহারা নিয়ে তো নয়ই।

মহান আল্লাহ নিজ নবীকে বলেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا}

অর্থাৎ, তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। *(সূরা নিসা ১০৫ আয়াত)*

মুসলিম প্রত্যেক বিচারক, প্রত্যেক উকিল এবং প্রত্যেক সাক্ষীর আমানতদার হওয়া জরুরী। প্রত্যেককেই আল্লাহর নবী মূসা ﷺ-এর মত বলা উচিত,

{رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ} (١٧) سورة القصص

ভাই হয়ে যাও।---” *(মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ২৬৭৯নং)*

আর সেই শাস্তির কথা মনে রাখা উচিত, যা মধ্যজগতে এক শ্রেণীর লোক নিজ নিজ কশা চিরে নিজেদেরকে দিয়ে থাকে। আর ঐ শ্রেণীর অপরাধী হল তারা, যারা ছিল এমন মিথ্যাবাদী, যাদের মিথ্যা দিকচক্রবালে পৌঁছে যায়। তাদের এমন শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।” *(বুখারী ১৩৮৬নং)*

তারা কি ঐ মিথ্যুকরা নয়, যারা রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তাদের মিথ্যাবাদিতা প্রচার করছে?

ভৃত্য, দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী

এরা প্রত্যেকেই আমানতদার হবে। খিয়ানতকারী প্রমাণিত হলে এদের চাকরি যাবে। পরন্তু পরকাল তো বরবাদ হবেই।

মালিকের মাল-সম্পদের ব্যাপারে, পরিবারের কত রকম ভেদ-রহস্যের ব্যাপারে এবং বাড়ির ইজ্জত-সম্মানের ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব আছে তাদের উপর।

তাদের দ্বারা বা তাদের কারণে মালিকের কোন মাল অপচয় বা নষ্ট হলে, তা খিয়ানত এবং তার জন্য হিসাব দিতে হবে কিয়ামতের মাঠে।

তাদের দ্বারা বা তাদের কারণে মালিকের কোন গুপ্ত ভেদ প্রকাশিত হলে, তা খিয়ানত এবং তার জন্য হিসাব দিতে হবে কিয়ামতের মাঠে।

তাদের দ্বারা বা তাদের কারণে মালিকের পরিবারের কারো অবৈধ সম্পর্ক বা ব্যভিচার ঘটলে অথবা কোন প্রকার ইজ্জত নষ্ট হলে, তা খিয়ানত এবং তার জন্য হিসাব দিতে হবে কিয়ামতের মাঠে।

ইঞ্জিনিয়ার

একজন ইঞ্জিনিয়ার; যন্ত্রশিল্পী, বাস্তুশিল্পী, প্রকৌশলী বা স্থপতিও আমানতদার হবেন। তাছাড়া কি কোন যন্ত্র, অট্টালিকা, রাস্তা, ব্রিজ প্রভৃতি মজবুত হতে পারে?

অপরের কাজে নৈপুণ্য ও হিতাকাঙ্ক্ষিতা না থাকলেও আমানতে খিয়ানত হবে।

সহীহুল জামে' ৬১৫৩নং)

ডাক্তারের প্রায় কাছাকাছি দায়িত্ব রয়েছে নার্স, কম্পাউন্ডার ও ফার্মেসিষ্টের।

পোষ্ট-মাষ্টার, পিয়ন

দেশ-বিদেশ থেকে কত চিঠি-পত্র, টাকা-পয়সা ও মাল-সামান আসা-যাওয়া করে ডাকবিভাগের কর্মীদের মাধ্যমে। লোকেরা নিজেদের অর্থ ব্যয় ক'রে তাদের ঘাড়ে নিজেদের আমানত রেখে থাকে। সেই আমানত পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের মুক্তি ও পরিত্রাণ নেই। ইচ্ছাকৃত কোন জিনিস তাদের তত্ত্বাবধান থেকে নষ্ট হলে, তার দায়ী তাঁরাই। সুতরাং তাঁরাও হবেন এক একজন আমানতদার। তাঁদের সে আমানতে খিয়ানত হলে কি রেহাই আছে বলছেন?

সাংবাদিক

মুসলিম সাংবাদিক হবেন আমানতদার। তিনি নিজ আমানতদারী রক্ষা ক'রে কোন বিষয় লিখবেন ও মন্তব্য করবেন। কেবল ধারণা ক'রে কোন কথা লিখবেন না বা বলবেন না। কোন দেশ বা ব্যক্তির প্রতি অনুমান ক'রে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবেন না বা সংবাদ-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করবেন না। কারো অবৈধ জাসূসী, সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবেন না। পরিকল্পিত মিথ্যা ও অনুমানভিত্তিক তথ্য-প্রবাহের ঝড় সৃষ্টি করবেন না।

বাক্-স্বাধীনতার মুখেও লাগাম আছে। একজন আমানতদার সাংবাদিক ব্রেকবিহীন গাড়ির মত বাক্-স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারেন না।

প্রত্যেক সাংবাদিককে মহান আল্লাহর এই নির্দেশ মাথায় রাখা উচিত,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (٧٠) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। *(সূরা আহযাব ৭০ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ-এর এই নির্দেশ শিরোধার্য হওয়া উচিত,

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসূসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না (পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না), তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই-

ড্রাইভার

ড্রাইভার গাড়ি ড্রাইভ করার আগে, নিজের জীবনকে ড্রাইভ করতে হবে ইসলামী পথে। নচেৎ ড্রাইভারী পেশাতে আমানতে খিয়ানত করলে, কামানো অর্থ হারাম হয়ে যাবে।

আমানতদার ড্রাইভার ট্রাফিক আইন মেনে চলবে।

আমানতদার ড্রাইভার অপর ড্রাইভারের অধিকার জানবে ও আদায় করবে।

আমানতদার ড্রাইভার অবৈধ লোক বা জিনিস বহন করার জন্য ভাড়া যাবে না।

আমানতদার ড্রাইভার গাড়ির মালিকের সাথে নির্দিষ্ট টাকার চুক্তি করে প্রত্যহ বা মাস ভিত্তিক নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া বৈধ মনে করবে না।

আমানতদার ড্রাইভার মালিককে ফাঁকি দিয়ে অল্প ভাড়ার কথা বলে নিজে পয়সা মারবে না।

আমানতদার ড্রাইভার ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে মালিকের কাছে পয়সা আদায় করবে না।

আমানতদার ড্রাইভার মালিকের গাড়ি যত্নের সাথে চালাবে। নিজের গাড়ির মত সে গাড়ির প্রতি তার দরদ থাকবে।

আমানতদার ড্রাইভার মালিকের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রিপ চুরি করবে না।

আমানতদার ড্রাইভার অপরিচিত মুসাফিরকে অচেনা পথে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাছের রাস্তাকে দূর দেখিয়ে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করবে না।

কুলি, মুটে

কুলির কাজেও আমানতদারী আছে। সে আমানতে খিয়ানত তার জন্য বৈধ নয়।

বলা বাহুল্য, কুলির জন্য বৈধ নয় অল্প কাজে অস্বাভাবিক পারিশ্রমিক দাবী করা।

বৈধ নয়, অপরিচিত মুসাফিরকে দূর পথের কথা শুনিয়ে ধোকা দিয়ে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক আদায় করা।

বৈধ নয়, জেনে-শুনে কোন হারাম মাল বহন করা।

বৈধ নয়, মুসাফিরকে মাত্রাধিক ভাড়া আদায় করতে বাধ্য করা।

বৈধ নয়, কমিটি করে একজনের মাল বইতে চড়া পারিশ্রমিক তলব করা; এতে প্রথম জন চড়া ভাড়া বলে সরেও যায় না যে, মালের মালিক অন্য মুটে দেখবে। ফলে সেই মুটেকেই তার ইচ্ছামত ভাড়া দিয়ে মাল বহন করাতে বাধ্য হয়।

দারোগা-পুলিশ

দেশের নিরাপত্তা রক্ষার কাজে তাঁদের ভূমিকা প্রধান। তাঁরা হবেন পাক্কা আমানতদার।

তাঁরা স্বকর্তব্য যথার্থভাবে পালন করবেন।

তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মানুষের নিরাপত্তা বিধান করবেন।

তাঁরা ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখবেন।

তাঁরা রক্ষক হয়ে ভক্ষক হবেন না।

তাঁরা কার্যক্ষেত্রে কোন প্রকার উপঢৌকন, ঘুস বা বখশিস গ্রহণ করবেন না।

তাঁরা অপরাধী চিহ্নিত করা ও তাকে উচিত শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করবেন না।

তাঁরা নিরপরাধ মানুষকে খামাখা হয়রান করবেন না।

তাঁদের নীতি হবে, 'শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমন।'

তাঁরা এ নীতি থেকে সরে গেলে, আমানতে খিয়ানত হবে। দুষ্টের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রতি আস্থা হারিয়ে কানুনকে নিজের হাতে তুলে নেবে। আর তখনই শুরু হবে নৈরাজ্য।

হিসাব-রক্ষক

হিসাব-রক্ষককে আমানত-রক্ষক হওয়া অবশ্যই জরুরী। এটাই তার পেশার প্রধান শর্ত। এ শর্ত পালন না করলে হিসাব বেহিসাব হয়ে যাবে এবং অর্থ নয়-ছয় হলে আমানতে খিয়ানত হবে।

ক্যাসিয়ার আমানতদার না হলে তাঁর কাছে টাকা রেখে বিড়ালকে মাছ বাছতে দেওয়া হবে।

হিসাবে নয়কে ছয় ও ছয়কে নয় ক'রে আত্মসাৎ করলে, ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে হিসাব মিলিয়ে দিলে, কর্তৃপক্ষকে সাত-পাঁচ ক'রে সঠিক হিসাব দেখিয়ে দিলেও, হিসাবের দিন তিনি হিসাব থেকে রেহাই পাবেন না।

খরচ করতে মজা, বুঝাতেই বড় কষ্ট। কিন্তু বেহিসাব খরচের হিসাব তো লাগবেই।

আমানতে খিয়ানত করে রুযী উপার্জন করলে, সে রুযী কি হালাল হয়?

ব্যবসায়ী, হকার

আমানতদার ব্যবসায়ীর মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে মহানবী ﷺ বলেন, "আমানতদার, সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৫৩নং)*

আপনি যদি কোন ব্যবসায়ীর শরীক অথবা প্রতিনিধি হন, তাহলে সেই ব্যবসায়ীর মাল আপনার কাছে আমানত। শরীকের কাছে লাভ গোপন ক'রে আপনি ভাগে বেশী নিতে পারেন না।

ক্রেতার কাছে মাল বিক্রয় করার সময় আপনি মালের দোষ গোপন করতে পারেন না। তা করলে ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয় এবং আমানতে খিয়ানত হয়। আর সে ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত থাকে না।

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "(বিক্রয়-স্থল হতে) ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে) উভয়ের এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং যদি উভয়ে (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে ও (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত লাভ হয়। অন্যথা যদি তারা মিথ্যা বলে ও (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" *(বুখারী ২০৭৯, মুসলিম ১৫৩২নং)*

অসৎ উপায়ে ব্যবসা, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্যবসা, ভেজাল ও ধোকা দিয়ে ব্যবসা অথবা হারাম মালের ব্যবসায় আমানতে খিয়ানত রয়েছে। এমন ব্যবসায় কামানো টাকা হালাল নয়।

লেখক, প্রকাশক, পুস্তক ব্যবসায়ী

মহান আল্লাহ যাঁদেরকে লেখার প্রতিভা দান করেছেন, তাঁরা হক কথা লেখেন ও বাতিলের খণ্ডন করেন। পক্ষান্তরে বহু লেখক আল্লাহর দেওয়া সেই প্রতিভা আমানতের খিয়ানত ক'রে তাঁরই বিরুদ্ধে কলম চালায়!

তারা ইসলাম-বিরোধী লেখা লেখে, কুফরী ও তাগূতের সপক্ষে লেখে, অশ্লীল ও নোংরা কথা লেখে, নৈতিকতা-বিরোধী কথিকা, গল্প, উপন্যাস, (আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের মত) রূপকথা, কৌতুক প্রভৃতি লেখে, কারো সমালোচনা করার সময়,

তার নাম নিয়ে, গালি দিয়ে, ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করে লেখে। ইত্যাদি।

কোন কোন লেখক নিজের কথা লিখে না, বরং তার বিক্রি করা কলম তাই লেখে যা ক্রেতা আদেশ করে। উৎকোচ, অনুগ্রহ বা কৃপাপ্রাপ্ত লেখক লেখার ব্যবসা ক'রে দ্বীন ও জাতির খিয়ানত করে।

যে লেখা খিয়ানতের লেখা, যে বই শির্ক ও বিদআত সম্বলিত অথবা নোংরা ও অশ্লীল, সে লেখা ও বই প্রকাশ বা তার ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করাও এক প্রকার খিয়ানত। যেহেতু তাতে অন্যায় কাজে সহযোগিতা হয়।

ঠিকেদার

ঠিকেদার ঠিকে নেওয়ার সময় যে সকল শর্তে সম্মত হয়েছে, তা পালন না করা আমানতে খিয়ানত।

চুক্তিতে উল্লেখিত কোন বিষয়ে কোন প্রকার কমি করে অধিক অর্থ বাঁচিয়ে নেওয়া আমানতে খিয়ানত।

কোন প্রকার ফাঁকি দিয়ে কম খরচ ক'রে বেশি খরচ দেখিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করাও আমানতে খিয়ানত।

চুক্তিতে ১নং মাল দেওয়ার কথার উপর স্বাক্ষর ক'রে ২নং মাল লাগিয়ে দেওয়া আমানতে খিয়ানত।

আমীন

লোকের জমি-জায়গা জরিপ করা একটি বড় আমানতদারীর কাজ। সামান্য ভুলে বড় খিয়ানত হতে পারে তাতে।

কারো পক্ষপাতিত্ব ক'রে এক জনের (কিছু পরিমাণও) হক নিয়ে অপরকে দান করা আমানতের খিয়ানত।

স্বর্ণকার, কর্মকার

স্বর্ণকার ও কর্মকারের কাজেও আমানতদারী আছে। পরের স্বর্ণ ও লোহায় লোভ ক'রে খিয়ানত করা বৈধ নয় কোন মুসলিমের। বৈধ নয় স্বর্ণে ভেজাল দিয়ে ওজন বাড়িয়ে স্বর্ণের সমান দাম নেওয়া। সোনা চুরি ও লোহা চুরি এবং তার সাথে সঠিক বানি নিয়ে কারিগরী নৈপুণ্যে অবহেলা করা আমানতে খিয়ানত নয় কি?

খাবার-ব্যবসায়ী

হোটেলে বা চা-মিষ্টির দোকানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের আমানতদার হওয়া জরুরী।

গরম তেলে ইঁদুর পড়ে গেল, তাতেই ভাজাভাজি ক'রে খাবার তৈরি হল, বিক্রিও হল। তা আর কে জানতে পারবে?

পুরনো তেলে ভাজাভাজি করা।

ভেজাল দিয়ে মিষ্টি ইত্যাদি খাবার তৈরী করা।

কুকুরে মুখ দিয়েছে এমন খাবারও বিক্রয় করা।

যে হাঁড়িতে কুকুরে মুখ দিয়েছে তা যথানিয়মে না ধোওয়া।

এঁটো স্যালাড, মিষ্টি ইত্যাদি পুনরায় বিক্রি করা।

বাসি খাবার গরম ক'রে বিক্রি করা।

মহিষের মাংসকে গরুর, গরুর মাংসকে ছাগলের, মাদির মাংসকে খাসির বলে অথবা দামীর সাথে সস্তাকে পাইল ক'রে বিক্রি করা।

মরা ছাগল-গরু বা হারাম প্রাণীর মাংস বিক্রয় করতেও শোনা যায় হতভাগা কোন কোন মুসলিম দ্বারা।

ডেট এক্সপায়ার (মেয়াদ উত্তীর্ণ) হওয়া খাবার বিক্রয় করা।

খাবার ঠিকমত ঢেকে না রাখা।

খাবারে হাত দেওয়ার আগে ভাল ক'রে হাত না ধোওয়া।

এঁটো প্লেট-কাপ-গ্লাস ঠিকমত না ধোওয়া।

নোংরা পানিতে সে সব ধোওয়া।

ব্যবহৃত পানিকে ব্যবহার করা।

অপরিষ্কার পানি খেতে দেওয়া।

রাঁধুনী

সমাবেশ, বিবাহ ও উৎসবে অনেক সময় রাঁধুনী ভাড়া করা হয়। অনেক কোম্পানীতে ক্যাটারিং থাকে। আর হোটেলে হোটেলে তো আছেই। দূরপাল্লার ট্রেনেও রান্নার ব্যবস্থা থাকে। যেখানেই হোক এবং যেমনই হোক রাঁধুনীকে আমানতদার হওয়া জরুরী।

কোন হারাম জিনিস পাকিয়ে খাওয়ানো আমানতে খিয়ানত।

কোন মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস রান্না ক'রে খাওয়ানো আমানতে খিয়ানত।

কোন নষ্ট হওয়া জিনিস ভালোর সাথে মিশিয়ে পাকিয়ে দেওয়া আমানতে খিয়ানত।

কিছু ছাঁকাছাঁকি করতে ব্যবহৃত তেল পুনর্ব্যবহার করা আমানতে খিয়ানত।

সঠিকভাবে না পাকানো আমানতে খিয়ানত।

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে না পাকানো আমানতে খিয়ানত।

খাবারের পাত্র ঠিকমত না ধুয়ে তাতে খাবার পাকানো বা পেশ করা আমানতে খিয়ানত।

ঠিকমত হাত না ধুয়ে খাবারে হাত দেওয়া আমানতে খিয়ানত।

বিড়ি-সিগারেট খেতে খেতে অথবা গা চুলকিয়ে খাবারে হাত দেওয়া আমানতে খিয়ানত।

মুখের থুথু ও কপালের ঘাম থেকে সতর্ক না হয়ে খাবার পাকানো বা পরিবেশন করা আমানতে খিয়ানত।

ভালোর সাথে এঁটো বা খারাপ খাবার মিশিয়ে তা পরিবেশন করা আমানতে খিয়ানত।

গোপনে অর্ডারের খাবার চুরি ক'রে খাওয়া আমানতে খিয়ানত।

রাঁধুনীকে কেউ না দেখলেও, গোপন ক্যামেরায় তা রেকর্ড করা হয়। একদিন সেই খিয়ানতের ফিল্ম্ স্বচক্ষে দর্শন করবে, আর কৈফিয়ত দেবে।

জেলে

অনেক জেলে মাছ ধরে। কিছু মাছ নিজের কাপড়ের জেলে বন্দী রাখে। ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত লুকিয়ে চুরি, এটি খিয়ানত নয় তো আর কি?

কসাই

কসাই আমানতদার হওয়ার আগে নামাযী হতে হবে। নচেৎ অনেক উলামার মতে বেনামাযীর হাতে যবেহ করা পশুর গোশ্ত হালাল নয়। আর মাযারী হলে তো নয়ই।

সুতরাং খিয়ানত হল, বেনামাযীর মাথায় টুপী লাগিয়ে সুফী সেজে গোশ্ত বিক্রি করা।

শরয়ী ছাড়া অন্য পদ্ধতিমতে যবেহ করা, যবেহর পর রক্ত ধরে রেখে গোশ্ত্ লাল দেখিয়ে খদ্দেরকে ধোকা দেওয়া, গরুর মাথা লটকে রেখে মহিষের গোশ্ত্ বিক্রয় করা অথবা খাসির মাথা সামনে রেখে পাঁঠীর গোশ্ত্ বিক্রয় করা, ওজনে কম দেওয়া ইত্যাদি।

কোন কোন জায়গায় কসাইখানায় আছে, যেখানে পশু নিয়ে গিয়ে খরচ দিয়ে গোশ্ত্ বানিয়ে আনা যায়। সেখানকার কর্মচারী কসাইদের গোশ্ত চুরি ক'রে রাখা ও পরে তা খাওয়া বা বিক্রি করা অবশ্যই খিয়ানত।

এ প্রসঙ্গে বাংলার প্রবাদে 'মুড়ি রেখে কোপ' কথাটি প্রচলিত আছে। যবেহকারীর পারিশ্রমিক হিসাবে মাথা দেওয়া হলে, সে বেশ কিছু অংশ মাথার দিকে নিজের ভাগে বাকী রেখে কোপ মারে। এটিও খিয়ানত বৈ কি?

আরো কিছু পেশাদার

কুম্ভকার যদি পবিত্র মাটি দ্বারা পাত্র তৈরী না করে, তাহলে তাতে খিয়ানত হয়। ছুতোর কাঠ চুরি করলে, দর্জি কাপড় চুরি করলে আমানতে খিয়ানত হয়।

রাজমিস্ত্রী, ঘরামি, লেবার, ইলেক্ট্রিসিয়ান, প্লাম্বার, তাঁতি, ধোপা প্রভৃতি পেশাদার লোকেরা নৈপুণ্যে অবহেলা প্রদর্শন করলে আমানতে খিয়ানত হয়।

ম্যাকানিক আমানতে খিয়ানত করে ছোট কাজকে বড় দেখিয়ে অর্থ আদায় ক'রে, পার্টস্ চুরি ক'রে অথবা আন্দাজে ম্যাকানিকি করতে গিয়ে আরো খারাপ ক'রে।

অনুমতি বা ছাড়-পত্র দেওয়ার দায়িত্বশীল খিয়ানত করে, অযোগ্যকে বা অবৈধ কিছুর ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়ে অথবা মুখ দেখে ডাল দিয়ে। ইত্যাদি।

খিয়ানত থেকে পানাহ চাইবার দুআ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল জূ-', ফাইন্নাহু বি'সায্ যাজী-'। অ আঊযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্বা-নাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খিয়ানত থেকেও পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর। *(আবূ দাউদ ২/৯১, সহীহ নাসাঈ ৩/১১১২, ইবনে মাজাহ)*

সমাপ্ত